জাতীয় শিক্ষাক্রম
২০১২

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি
ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা
ভূগোল ও পরিবেশ
পৌরনীতি ও নাগরিকতা
অর্থনীতি
নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি
ষষ্ঠ–দশম শ্রেণি

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা
ভূগোল ও পরিবেশ
পৌরনীতি ও নাগরিকতা
অর্থনীতি
নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা : সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১২

মুদ্রণে :

মুখবন্ধ

দিন বদলের অঙ্গীকার পূরণ এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রধান উপায় হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা। শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্ভব হবে বিধায় সরকার মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বমহলের নিকট গ্রহণযোগ্য এক যুগান্তকারী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে শিক্ষানীতি অনুসারে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সাধন। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রচলিত শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রীয় দর্শন ও আদর্শ , ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সমকালীন জীবনের চাহিদা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করে শিক্ষা ব্যবস্থায় গতি সঞ্চার করতে হয়। মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয়। এ দীর্ঘ সময়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হলেও শিক্ষাক্রম উন্নয়ন না হওয়ায় এর প্রতিফলন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আসেনি। তাই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সময়ের দাবি।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষাক্রম রূপরেখা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য উপকারভোগীদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের আলোকে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে শিক্ষাক্রম রূপরেখা জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। শিক্ষাক্রমের অনুমোদিত রূপরেখা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ১৭টি এবং নবম ও দশম শ্রেণির ২৭টি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়। এ সকল কমিটিতে বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শ্রেণিশিক্ষক ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন।

সাম্প্রতিক কালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বিষয়বস্তু, যেমনঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, ক্যারিয়ার শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও আমাদের করণীয়, বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন নীতিমালা ইত্যাদি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের চেতনার মধ্যে ধারণ করা হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, মূল্যবোধ ও প্রেরণা। শিখনশেখানো কার্যক্রম ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। মুখস্থ করার পরিবর্তে 'করে শেখা'র উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, দেশপ্রেম ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সর্বোপরি এ স্তরের শিক্ষাকে জীবনের প্রবেশ দ্বার হিসাবে বিবেচনা করে কর্মজীবনে প্রবেশে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের উপযোগী করে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শিক্ষাক্রম উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি ছাড়াও এনসিসিসি, প্রফেশনাল কমিটি, টেকনিক্যাল কমিটি, ভেটিং কমিটি এবং সার্বিক সমন্বয় কমিটি নিরলসভাবে কাজ করেছেন। এ সকল কমিটির সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আশা করছি, উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, একই সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়বদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে। এ নতুন প্রজন্ম দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১.	মুখবন্ধ	iii
২.	সূচনা	১
৩.	শিক্ষাক্রম উন্নয়নের যৌক্তিকতা	১
৪.	শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অনুসৃত মডেল	২
৫.	শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অনুসৃত প্রক্রিয়া	২
৬.	জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর বৈশিষ্ট্য	৭
৭.	শিক্ষ্যাক্রম রূপরেখা	৭
৮.	শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	১০
৯.	শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	১৫
১০.	শিক্ষাক্রম উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কমিটি	১৯
১১.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রম	২৫
১২.	বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা শিক্ষাক্রম	১২৮
১৩.	ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষাক্রম	১৫১
১৪.	পৌরনীতি ও নাগরিকতা শিক্ষাক্রম	১৮৭
১৫.	অর্থনীতি শিক্ষাক্রম	২০৫
১৬.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষাক্রম	২২৩

১. সূচনা

১.১ যথোচিত পূর্বপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে যেকোন কার্যক্রমের সফলতা। শিক্ষা কার্যক্রমের এরূপ পূর্ব-পরিকল্পনাই শিক্ষাক্রম। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা ও শিখন চাহিদার সাথে এবং সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে প্রণীত হয় নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম। কে, কেন, কী, কিভাবে, কার সহযোগিতায়, কী দিয়ে, কোথায়, কত সময় ধরে শিখবে এবং যা শিখল কিভাবে তা যাচাই করা যাবে এসব প্রশ্নের উত্তর শিক্ষাক্রমে থাকে। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন নির্দেশনা-এসবই শিক্ষাক্রমের প্রতিপাদ্য বিষয়। শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতেই প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখনসামগ্রী এবং পরিচালিত হয় শিখন-শেখানো কার্যক্রম। এসব প্রণয়নের নির্দেশনাও থাকে শিক্ষাক্রমে। শিক্ষাক্রমকে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নীল-নকশা বলা হয়ে থাকে।

১.২ শিক্ষাক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক পরিবীক্ষণের মাধ্যমে চলমান শিক্ষাক্রমের সবলতা-দুর্বলতা ও উপযোগিতা নির্ণয় করা হয়। সময়ের সাথে সমাজের পরিবর্তন ঘটছে, তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এসবের ফলে শিখন চাহিদাও পরিবর্তিত হচ্ছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও নবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী রাখা আবশ্যক। আবার এমন সময় আসে যখন পুরানো শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে সময়ের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না, তখন নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্যও নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করতে হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২. শিক্ষাক্রম উন্নয়নের যৌক্তিকতা

২.১ মাধ্যমিক স্তরের বর্তমান শিক্ষাক্রম ১৯৯৫ সালে প্রণীত। এরপর দীর্ঘ সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের শিখন-চাহিদা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ চাহিদানুযায়ী শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২.২ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রমের উপর **'মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ'** শীর্ষক পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে শিক্ষাক্রমের অনেক দুর্বলতা, অসঙ্গতি ও সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। এ শিক্ষাক্রম অতিমাত্রায় তত্ত্ব ও তথ্য সংবলিত যা শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করতে উৎসাহিত করে। প্রচলিত শিক্ষাক্রমে অনুসন্ধান, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন, হাতে-কলমে কাজ করে শেখার সুযোগ, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ সীমিত। শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের সুযোগও কম। প্রয়োজনীয় বিষয় এবং বিষয়বস্তু যেমন- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জলবায়ুর পরিবর্তন ও করণীয়, বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা ইত্যাদির প্রতিফলন খুবই সীমিত। তাছাড়া মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া, লেখা-এসব দক্ষতা শিখনের জন্য শিক্ষাক্রমে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও বাস্তবায়নে এগুলো যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। শিক্ষার্থীদেরকে কর্মমুখী করার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের অবদান সন্তোষজনক নয়। নবায়নকৃত শিক্ষাক্রমের এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

২.৩ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে শিক্ষার মাধ্যমে যুগোপযোগী জনশক্তি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে শিক্ষানীতি অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য প্রয়োজন সে অনুসারে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন।

২.৪ বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে যথোপযুক্ত জনশক্তি সৃষ্টি করা। আর শিক্ষার মাধ্যমে তা করার জন্য প্রয়োজন উপযোগী শিক্ষাক্রম।

২.৫ একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট 'Learning: The Treasure Within' এ মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনে প্রবেশদ্বার 'gateway to life' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এর অর্থ কর্মজীবনে প্রবেশের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন। এ যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতিবেদনে শিক্ষার চারটি স্তম্ভ চিহ্নিত করা হয়েছে। স্তম্ভসমূহ হচ্ছে- জানার জন্য শেখা, কাজ করার জন্য শেখা, মিলেমিশে থাকার জন্য শেখা এবং বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা। এসব স্তম্ভের বাস্তবায়নের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী জনশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সে অনুসারে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন।

৩. শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অনুসৃত মডেল

উদ্দেশ্য-শিখনফল মডেল (Objective Model) অনুসারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়ন করা হয়েছে। এটিকে ফলভিত্তিক মডেলও (Product Model) বলা হয়। এ মডেল অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে উদ্দেশ্য অর্জন উপযোগী বিষয় ও বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্তরভিত্তিক প্রান্তিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়। প্রান্তিক শিখনফলকে শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলে বিভাজন করা হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলকে বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ-এ তিন ভাগে বিভাজন করা হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলকে ভিত্তি করে শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন কৌশলসহ যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়। আজকের বিশ্বে বহু দেশ উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেল অনুসরণে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করে থাকে।

৪. শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অনুসৃত প্রক্রিয়া

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসইএসডিপি এর শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ, এনসিটিবি-এর শিক্ষাক্রম শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং নির্বাচিত জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করেন। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নেতৃত্ব ও নির্দেশনা প্রদান করেন এসইএসডিপির জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

প্রবাহ চিত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া

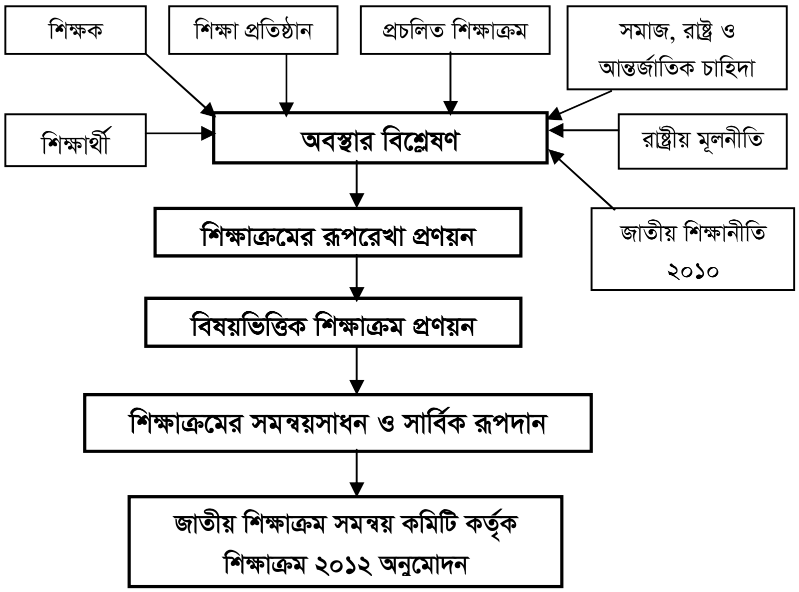

৪.১ অবস্থার বিশ্লেষণ

৪.১.১ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা

এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ২০০৮ সালে মাধ্যমিক স্তরের (নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক) শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করেন। যৌক্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা পূরণে শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা যাচাই করা হয়। এই পর্যালোচনার ফলাফল নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিবেচনায় রাখা হয়।

৪.১.২ প্রচলিত শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন

এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ **'মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা ২০১০'** শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। এ সমীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের সবল ও দুর্বল দিক, বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত এবং শিক্ষার্থীদের শিখন-চাহিদা নিরূপণ করা হয়।

৪.১.৩ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ উল্লেখিত শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিসমূহ বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত ধারাসমূহ পর্যালোচনা করে নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ভিত তৈরি করা হয়। শিক্ষানীতির ভিত্তিতেই প্রচলিত সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা, ইংরেজি) শিক্ষা ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিত ও একমুখী শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একই শিক্ষাক্রম অনুসারে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৪.১.৪ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা

সমসাময়িক বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশের- ভারত , শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া (অঙ্গরাজ্য), যুক্তরাজ্য (অঙ্গরাজ্য) এবং কানাডার (অঙ্গরাজ্য) শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়। এসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ করে শিক্ষাক্রমের বিশেষ দিকসমূহ পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে এদের উপযোগিতা যাচাই করা হয়।

৪.১.৫ প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও মতামত পর্যালোচনা

দেশ-বিদেশে প্রকাশিত শিক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ করে শিক্ষাক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও মতামত পর্যালোচনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন UNESCO (1996) 'Learning: The Treasure Within; O'Neill, Geraldine (2010) 'Programme Design: Overview of Curriculum Models'; Marsh, C.J (1997) 'Perspective Key Concepts for Understanding Curriculum'; Sheehan, John (1986) Curriculum Models: Product versus Process, Smith, P.L (1993) Instructional Design, Macmillan; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পরিচালিত (২০১২) নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা পর্যালোচনা শীর্ষক প্রতিবেদন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ, তামাক নিয়ন্ত্রণ, UNICEF (২০০৯) পরিচালিত 'জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা'।

তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্প, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য ৩১টি প্রতিবেদন জমা দেয়। এসব প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সংযোজনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ৩১টি প্রতিবেদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- জলবায়ু পরিবর্তন, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, খাদ্য-পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি-এইডস, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ইত্যাদি।

৪.২ শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন

অবস্থার বিশ্লেষণ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও ফলাফলের ভিত্তিতে এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ জাতীয় পরামর্শকের নির্দেশনায় শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের শিক্ষায় অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্র নির্ধারণ করেন। এসবের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়।

৪.২.১ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা

- মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশপ্রেম বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি
- নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান
- অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান
- বিজ্ঞানমনস্ক ও কর্মমুখী করার উপর গুরুত্ব আরোপ
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি
- তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে বাস্তবমুখী ও প্রয়োগমুখী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি
- জীবনদক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি
- সব ধরনের বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে মানবাধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদান
- বিশ্বায়নের চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান

৪.২.২ **শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্র**

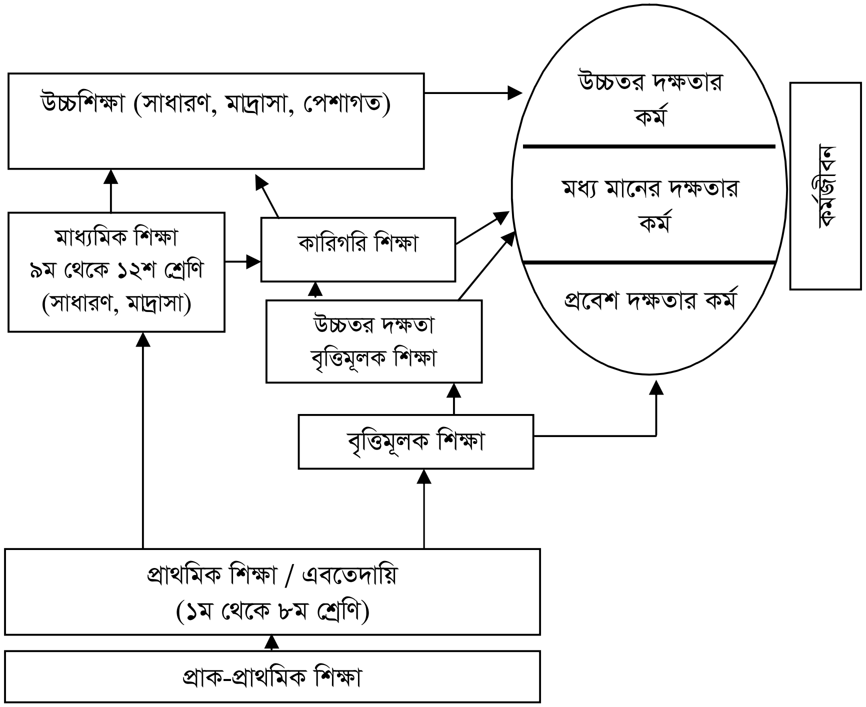

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর ভিত্তিতে অঙ্কিত অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্রানুসারে ৮ বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মেধা ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ চার বছর মেয়াদি মাধ্যমিক শিক্ষায় যাবে এবং অন্য অংশটি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে তারা উচ্চ শিক্ষায় যাবে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রথম দু'বছর শেষে কেউ কেউ কারিগরি শিক্ষায় যাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের একটি অংশ প্রবেশ দক্ষতার কর্মজীবনে প্রবেশ করবে, অন্যরা উচ্চতর দক্ষতা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই শিক্ষা শেষে কিছু সংখ্যক কারিগরি শিক্ষায় যাবে এবং অন্যরা মধ্যমানের দক্ষতা কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। কারিগরি শিক্ষা শেষে কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষায় (প্রকৌশল) যাবে, কেউবা মধ্য মানের দক্ষতা কর্ম জীবনে প্রবেশ করবে। উচ্চ শিক্ষা শেষে উচ্চতর দক্ষতার কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। এভাবে বিভিন্ন জ্ঞান দক্ষতা নিয়ে কর্মজীবন শুরু করবে।

৪.২.৩ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারিত নীতিমালা ও শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের শিক্ষায় অগ্রসরণ চিত্রকে সক্রিয় বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রমের খসড়া রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। খসড়া রূপরেখাটি জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণের বেশ কয়টি অভ্যন্তরীণ সভায় পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করা হয়। এভাবে পরিমার্জিত রূপরেখা দু'টি জাতীয় সেমিনারে (২৫ আগস্ট ২০১০ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১) উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। এসব সেমিনারে জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক, শ্রেণি শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। এ সেমিনারে মহান জাতীয় সংসদের কয়েকজন মাননীয় সংসদ সদস্য ও জাতীয় পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতৃবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করেন। সেমিনার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনায় রেখে রূপরেখাটি পরিমার্জন করা হয়। পরিমার্জিত রূপরেখাটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। (শিক্ষাক্রমের রূপরেখা ৬ নং অনুচ্ছেদে সংযোজিত)

৪.২.৪ শিক্ষাক্রমের রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য, স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়, বিষয়ভিত্তিক নম্বর ও সাপ্তাহিক ক্লাস পিরিয়ড, শিক্ষাবর্ষের কর্মদিবস ও ছুটির তালিকা, ক্লাস-পিরিয়ডের ব্যাপ্তি, জাতীয় দিবসসমূহে করণীয় ইত্যাদি।

৪.৩ **বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন**

শিক্ষাক্রমের রূপরেখার ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষক ও এনসিটিবিতে কর্মরত বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৫ থেকে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠন করা হয়। প্রতিটি বিষয় কমিটিতে সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এসইএসডিপির একজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ।

৪.৩.১ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটিসমূহকে তিনটি দলে ভাগ করে প্রতি দলকে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র হচ্ছে (ক) শিক্ষাক্রমের রূপরেখা পরিচিতি ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা (খ) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারিত ছক ও এর ব্যবহার (গ) ছকভিত্তিক হাতে কলমে নমুনা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং পর্যালোচনা।

৪.৩.২ প্রশিক্ষণে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নিম্নলিখিত সোপান অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়:
(ক) ভূমিকা (বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়) (খ) উদ্দেশ্য (সাধারণ উদ্দেশ্যাবলির আলোকে বিষয়ের উদ্দেশ্যাবলি) (গ) প্রান্তিক শিখনফল (বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলি অর্জন উপযোগী নির্ধারিত স্তর শেষে অর্জনযোগ্য শিখনফল, ছক ১ এ প্রান্তিক শিখনফলের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন এবং ছক ২ এ শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল, অধ্যায় ও পিরিয়ড সংখ্যা, অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো নির্দেশনা, মূল্যায়ন নির্দেশনা ও পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা। যেহেতু নবম-দশম শ্রেণি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি অবিচ্ছেদ্য শ্রেণি সেহেতু এ দু'টি পর্যায়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ছক ১এ শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলের বিভাজনের প্রয়োজন হয় নি।

৪.৩.৩ প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক কমিটি দিনব্যাপী নির্ধারিত সংখ্যক সভায় মিলিত হয়ে নির্ধারিত ছকে শিক্ষাক্রমের খসড়া প্রণয়ন করে। এরপর একই ধরনের বিষয়গুচ্ছের বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ ও শিক্ষাক্রম পরামর্শকের যৌথ সভায় খসড়া শিক্ষাক্রম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। বিষয় কমিটি সে অনুসারে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে।

৪.৩.৪ একই ধরনের বিষয়সমূহ নিয়ে চারটি দল গঠন করে প্রতিটি দলের আবাসিক কর্মশালা কুমিল্লা বার্ডে (BARD) অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ভেটিং কমিটি ও সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ক টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনার আলোকে সংশ্লিষ্ট কমিটি শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে।

৪.৩.৫ পরবর্তীতে সকল শিক্ষাক্রমের জন্য সাধারণ অংশ তৈরি করা হয়। এ অংশটি পূর্বে প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রমের রূপরেখা ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমসমূহের সাথে সমন্বয় করে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হয়।

৪.৩.৬ এরপর প্রণীত শিক্ষাক্রম বিভাগীয় কর্মশালায় উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। কর্মশালায় বিষয়-শিক্ষকগণ দলগতভাবে স্ব স্ব বিষয়ের শিক্ষাক্রম নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখেন। কর্মশালার এ সুপারিশের আলোকে বিষয় কমিটি শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে সার্বিক রূপদান করেন।

৪.৩.৭ সার্বিক শিক্ষাক্রমটি টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পরিমার্জনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত প্রফেশনাল কমিটি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর শিক্ষাক্রমটি **'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২'** হিসাবে গৃহীত হয়।

৪.৪ **শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম**

পর্যায়	কার্যক্রম	উন্নয়ন/প্রণয়নকারীবৃন্দ
১. অবস্থার বিশ্লেষণ	১.১ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা	১.১ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ
	১.২ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা ২০১০ পরিচালনা	১.২ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ
	১.৩ জাতীয় শিক্ষাক্রম ১৯৯৫-৯৬ বিশ্লেষণ	১.৩ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ
	১.৪ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা	১.৪ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক
	১.৫ প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও মতামত পর্যালোচনা	১.৫ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক
২. শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন	২.১ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা নির্ধারণ	২.১ শিক্ষাক্রম পরামর্শকের নির্দেশনায় এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ
	২.২ শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্র প্রণয়ন	২.২ শিক্ষাক্রম পরামর্শকের নির্দেশনায় এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ
	২.৩ শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন	২.৩.১ শিক্ষাক্রম পরামর্শকের নির্দেশনায় এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ২.৩.২ দু'টি জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

পর্যায়	কার্যক্রম	উন্নয়ন/প্রণয়নকারীবৃন্দ
৩. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন	৩.১. শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান	৩.১. শিক্ষাক্রম পরামর্শক ও টেকনিক্যাল কমিটি ৩.৩.১ শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণি শিক্ষক, এনসিটিবি ও এসইএসডিপির বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি, নির্দেশনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক
	৩.২. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন	৩.৩.২ বিভাগীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিষয় শিক্ষক ও এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ৩.৩.৩ টেকনিক্যাল কমিটি
৪. শিক্ষাক্রমের সমন্বয় সাধন ও অনুমোদন	৪.১. শিক্ষাক্রমের সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য অংশ তৈরি ও সকল অংশের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ রূপদান এবং	৪.১.১ শিক্ষাক্রম পরামর্শক ও এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ৪.১.২ টেকনিক্যাল কমিটি ৪.১.৩ ভেটিং কমিটি ৪.১.৪ প্রফেশনাল কমিটি ৪.১.৫ এনসিটিবি
	৪.২. শিক্ষাক্রম অনুমোদন	৪.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি

৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর বৈশিষ্ট্য

৫.১ সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি শিক্ষাধারাসহ সকল ধারার শিক্ষার জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একমুখী ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।

৫.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা/ক্যারিয়ার এডুকেশন সংযোজনের পাশাপাশি প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পরিবর্তে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় সংযোজন।

৫.৩ জলবায়ু পরিবর্তন, প্রজনন স্বাস্থ্য, তথ্য অধিকার, অটিজম ইত্যাদি বিষয়বস্তু সংযোজন।

৫.৪ ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি' বিষয় সংযোজন।

৫.৫ যুগের চাহিদানুসারে সকল স্তরের প্রচলিত বিষয়াদির বিষয়বস্তু আধুনিকায়ন এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে (ক) হিউম্যান রাইটস এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ (খ) পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (গ) হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এবং (ঘ) ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি নতুন বিষয়াদি সংযোজন।

৫.৬ ধর্ম শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান।

৫.৭ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান। দেশাত্মবোধ বিকাশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টির প্রয়াস।

৫.৮ বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, কর্মমুখী ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ।

৫.৯ মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিক্ষায় বিষয়বস্তু মুখস্থ করার পরিবর্তে ব্যবহারিক চারটি দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া ও লেখা শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রবর্তন।

৫.১০ শিখন-কৌশল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল করা অর্থাৎ বিশ্লেষণমূলক, চিন্তা উদ্দীপক ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ও কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশের সুযোগ প্রদান।

৫.১১ যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে যেমন- বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রয়াস। অর্থাৎ প্রতিটি তত্ত্ব, সূত্র ও নীতি শিক্ষার সাথে সাথে ব্যবহারিক করার সুযোগ প্রদান।

৫.১২ হাতে কলমে করে শেখা ও দলগত আলোচনা করে শেখার উপর গুরুত্ব প্রদান।

৫.১৩ শ্রেণি কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

৫.১৪ শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রয়াস এবং দেশীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়নক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান।

৫.১৫ অধ্যায় থেকে কী কী জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তা বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশিজ ও আবেগীয় শিখনফল হিসাবে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে সংযোজন।

৫.১৬ শিক্ষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করে সমতা বিধানের সুযোগ সৃষ্টি। লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, পেশাগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান।

৫.১৭ বিশ্বায়নের চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস।

৫.১৮ প্রতি পিরিয়ডের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি, অধ্যায়ভিত্তিক পিরিয়ড নির্ধারণ, শিক্ষাবর্ষে কর্মদিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি।

৫.১৯ জাতীয় দিবসসমূহে স্কুল খোলা রেখে দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

৫.২০ ধারাবাহিক মূল্যায়নের (গঠনকালীন মূল্যায়ন) মাধ্যমে শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক সেবার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিতকরণ।

৫.২১ প্রচলিত ব্যবহারিক পরীক্ষার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে অতিরিক্ত নম্বর প্রদানের সুযোগ বন্ধ করা।

৫.২২ সামষ্টিক মূল্যায়ন/সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার।

৬. শিক্ষাক্রমের রূপরেখা

৬.১ ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জন সম্পদ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

ক. শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

খ. শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করা।

গ. মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা।

ঘ. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিকচর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

ঙ. শ্রমের মর্যাদা, কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিকশিত করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় ধরনের কাজ সম্পাদনে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে।

চ. সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রমিত বাংলা ভাষার দক্ষতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করা এবং নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

ছ. বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সখ্য উপভোগ ও উদঘাটনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিকশিত করা।

জ. আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।

ঝ. শিক্ষার্থীকে গাণিতিক যুক্তি, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাথে পরিচিত করানো এবং জীবনঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।

ঞ. শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করা।

ট. শিক্ষার্থী যাতে জীবনমান উন্নয়নের জন্য জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

ঠ. দেশে এবং বহির্বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণের জন্য ঐ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

ঢ. খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাধি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবন দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

ড. শিক্ষার্থীর মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করা।

ণ. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।

ত. শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি- খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা।

থ. জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা।

দ. সহযোগিতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা।

৬.২ বিষয় কাঠামোঃ

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বিষয় কাঠামো, নম্বর ও সময় বণ্টন

	সকল ধারার আবশ্যিক বিষয় (সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা ধারা)	পরীক্ষার নম্বর	সময়বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
১.	বাংলা	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
২.	ইংরেজি	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
৩.	গণিত	১০০	৪	৭০	১৪০
৪.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৫৩	১০৬
৫.	বিজ্ঞান	১০০	৪	৭০	১৪০
৬.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩৫	৭০
	মোট	**৬৫০**	**২৩**	**৪০২**	**৮০৪**
	সাধারণ শিক্ষা ধারার আবশ্যিক বিষয়				
৭.	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাঃ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১০০	৩	৫৩	১০৬
৮.	শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	৫০	২	৩৫	৭০
৯.	কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা	৫০	২	৩৫	৭০
১০.	চারু ও কারুকলা	৫০	২	৩৫	৭০
	মোট	**২৫০**	**৯**	**১৫৮**	**৩১৬**
	সাধারণ ধারার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)				
১১.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/কৃষি শিক্ষা/ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/আরবি/সংস্কৃত/ পালি/ সংগীত/নৃত্য/নাট্যকলা	১০০	২	৩৫	৭০
	সর্বমোট	**১০০০**	**৩৪**	**৫৯৫**	**১১৯০**

দ্রষ্টব্যঃ

- প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০মিনিট ও অন্যান্য পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৫০মিনিট।
- শনিবার থেকে বুধবার প্রতিদিন ৬পিরিয়ড এবং বৃহস্পতিবার ৪পিরিয়ড।
- দৈনিক প্রারম্ভিক সমাবেশ (assembly) এর মেয়াদ ১৫মিনিট এবং ৩য় পিরিয়ড পর মধ্যাহ্ন বিরতি ৪৫মিনিট।
- দুই শিফটে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সব ক্ষেত্রে ৫মিনিট করে সময় কম হবে এবং মধ্যাহ্ন বিরতি ২৫মিনিট।

৬.৩ সাধারণ শিক্ষা ধারার নবম-দশম শ্রেণির বিষয়-কাঠামো, নম্বর ও সময় বন্টন

বিষয়ের ধরন	বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সময়বন্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
আবশ্যিক	১. বাংলা	২০০	৫	৮০	১৬০
	২. ইংরেজি	২০০	৫	৮০	১৬০
	৩. গণিত	১০০	৪	৬৪	১২৮
	৪. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)	১০০	২	৩২	৬৪
	৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩২	৬৪
	৬. ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	১	১৬	৩২
	৭. শারীরিক শিক্ষা , স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা	১০০	২	৩২	৬৪
	মোট	**৮০০**	**২১**	**৩৩৬**	**৬৭২**
শাখাভিত্তিক বিষয়					
বিজ্ঞান শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮. পদার্থবিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. রসায়ন	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০.জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১.বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৪৮	৯৬
বিজ্ঞান শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	১২. জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, কৃষিশিক্ষা/ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ভূগোল ও পরিবেশ/চারু ও কারুকলা /সংগীত/বেসিক ট্রেড/ শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া*	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮. ব্যবসায় উদ্যোগ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. হিসাববিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০.ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১. বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	১২. ভূগোল ও পরিবেশ/ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়/ কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/চারু ও কারুকলা/ সংগীত/বেসিক ট্রেড	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**
মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৭. বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. ভূগোল ও পরিবেশ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০. অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১. বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
মানবিক শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেয়া যাবে)	১২. অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা/চারু ও কারুকলা /কৃষিশিক্ষা /গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/ আরবি/সংস্কৃত/ পালি/ সংগীত/বেসিক ট্রেড /শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া*	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**

দ্রষ্টব্য:

- বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে যেকোন একটি শাখা নির্বাচন করে নির্বাচিত শাখার আবশ্যিক বিষয়সমূহ নিতে হবে।
- সপ্তাহে ৬দিন দৈনিক ৬পিরিয়ড ক্লাস হবে।
- পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ও অন্যান্য বিষয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির অনুরূপ হবে।

* **শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান শাখা ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিতে পারবে।**

৭. বার্ষিক কর্মদিবস ও ছুটির তালিকা

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যালয় বন্ধ দিবস	শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ দিবস উদযাপন	সাময়িক ফাইনাল পরীক্ষা	বার্ষিক শ্রেণি কার্যক্রম দিবস
১.	শুক্রবার	৫২			
২.	পবিত্র রমজান, শবে কদর, ঈদ-উল-ফিতর	১৫			
৩.	গ্রীষ্মকালীন ছুটি / বার্ষিক ছুটি-১	১২			
৪.	শীতকালীন ছুটি / বার্ষিক ছুটি -২	১০			
৫.	পবিত্র ঈদ-উল আযহা	৬			
৬.	দুর্গাপূজা	৪			
৭.	বাংলা নববর্ষ	১			
৮.	মে দিবস	১			
৯.	আশুরা	১			
১০.	ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:)	১			
১১.	আখেরি চাহার সোম্বা	১			
১২.	ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম	১			
১৩.	পবিত্র শব-ই-মিরাজ	১			
১৪.	পবিত্র শব-ই-বরাত	১			
১৫.	জন্মাষ্টমী	১			
১৬.	শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা	১			
১৭.	দোলযাত্রা	১			
১৮.	শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা	১			
১৯.	শ্রী শ্রী কালী পূজা	১			
২০.	যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন (বড়দিন)	১			
২১.	বুদ্ধ পূর্ণিমা	১			
২২.	প্রথম সাময়িক পরীক্ষা			১২	
২৩.	দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা			১২	
২৪.	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জন্য সংরক্ষিত ছুটি	৪			
২৫.	বিশেষ দিবস উদযাপন (ক্লাস বন্ধ কিন্তু বিদ্যালয় খোলা)		৫		
	মোট	১১৮ (৩২.৪%)	৫ (১.৪%)	২৪ (৬.৪%)	২১৮ (৫৯.৮%)

দ্রষ্টব্য:

- স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবসে স্কুল খোলা থাকবে, শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে দিবস উদযাপন করা হবে।
- বিদ্যালয় ক্লাস কার্যক্রম চলবে ২২০ দিন অর্থাৎ ৬০% বাৎসরিক দিবস উদযাপন ও সাময়িক পরীক্ষা ২৪ দিন মিলে মোট কর্মদিবস ২৪৭ দিন অর্থাৎ শতকরা ৬৭ দিন।
- প্রতিষ্ঠানে বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান শিক্ষার্থী থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধান তাঁর জন্য সংরক্ষিত ছুটি থেকে মাঘী পূর্ণিমা বা ইস্টার সানডে উপলক্ষে এক দিন ছুটি দিতে পারেন।

৮. শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

শিক্ষাক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ অর্থাৎ শিখনফল অর্জন প্রধানত দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে শ্রেণিশিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা ও যথোপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণের সঠিক ব্যবহার। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেক কঠিন ও জটিল কাজ যা করার জন্য অনেক শ্রম ও সময় প্রয়োজন তা যথোচিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে সহজে ও কম সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে কম পরিশ্রমে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে যথোচিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে পারেন।

৮.১ শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার বিষয়ে কয়েকটি কথা

৮.১.১ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সক্রিয়তার দু'টি ক্ষেত্র- মানসিক সক্রিয়তা ও দৈহিক সক্রিয়তা। মানসিক সক্রিয়তা অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া উদ্দীপ্ত করা। এমন সমস্যা, প্রশ্ন বা কাজ দেওয়া যার সমাধান চিন্তা করে বের করতে হয়। দৈহিক সক্রিয়তা হলো হাতে-কলমে কাজ করে শেখা। শিক্ষা লাভ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখা গেলে কম সময়ে ও সহজে শিখন সম্ভব।

৮.১.২ মানুষ এক ধরনের কাজে দীর্ঘ সময়ে মনোযোগ দিতে পারে না। শিশুদের ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপ্তি বয়স্কদের চেয়ে কম। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপ্তি ৮ থেকে ১০ মিনিট, তাও আবার নির্ভর করে কাজটি কতটা আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। অতএব শ্রেণি কার্যক্রম হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। আলোচনা, দলগত কাজ, গল্প, লেখা, আঁকা, বিতর্ক, অভিনয়, হাতে-কলমে কাজ, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন ইত্যাদি পাঠের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব।

৮.১.৩ প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র (every individual is a unique)। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা বেশি বিবেচনার দাবি রাখে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের মতো করে নিজ গতিতে শেখে। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর উপযোগী উপায়ে সহযোগিতা দেওয়া হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষালাভ সহজ হয়।

৮.১.৪ শিক্ষাকে বলা হয় 'ব্লক প্রক্রিয়া'। ব্লকের উপর ব্লক স্থাপন করে বিরাট ইমারত তৈরি করা হয়। একইভাবে জানা অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতার উপর ভিত্তি করে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনে সহজে সহায়তা দেওয়া যায়। তাই শিক্ষার্থীর জীবন থেকে উপমা, উদাহরণ দিয়ে এবং পূর্ব লব্ধ জ্ঞান, দক্ষতার সাথে সংযোগ স্থাপন করে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা হলে শিক্ষা লাভ সহজ হয়।

৮.১.৫ শিক্ষার্থীরা যা শিখবে তা বুঝে শিখবে। কোন বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। না বুঝে মুখস্থ করা যথার্থ শিক্ষা নয়। এতে শিখনের সঞ্চালন হয় না। বুঝে শিখলে বা কোন সমস্যা সমাধানের যুক্তি ও পদ্ধতি বুঝে প্রয়োগ করলে অনুরূপ সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারে। তাই মুখস্থের চেয়ে বুঝার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

৮.১.৬ শিক্ষা লাভে যথাযথ শিক্ষোপকরণের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব বিষয়েই কম-বেশি শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের সুযোগ আছে। শিক্ষোপকরণের সাহায্যে জটিল ও বিমূর্ত বিষয়কে সহজ ও মূর্ত করে উপস্থাপন করে বিষয়টিকে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়। একটি ছোট গাছ শ্রেণিতে প্রদর্শন করে গাছের বিভিন্ন অংশ বা মাল্টিমিডিয়ায় সূর্যগ্রহণ দেখালে যত সহজে সঠিক ধারণা লাভ সম্ভব অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব নয়। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্যের অভিনয় বা চার্ট ব্যবহার করা যায়।

৮.১.৭ শিখনকে স্থায়ীকরণের জন্য প্রয়োজন অনুশীলনের ব্যবস্থা। নতুনভাবে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা বারবার অনুশীলন করা হলে একদিকে যেমন শিখন স্থায়ী হয়, অন্যদিকে শিখন সঞ্চালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৮.১.৮ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এমন হবে যেন শিক্ষার্থী শুধু লেখাপড়া বিষয়ক সমস্যা নয়, তার যে কোন ব্যক্তিগত, পারিবারিক সমস্যা বিনা সংকোচে শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে। শিক্ষক সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিবেন এবং সাধ্যমত সহায়তা করবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে কোনো দেয়াল থাকবে না। সম্পর্ক হবে স্নেহ-শ্রদ্ধার এবং খুবই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক।

৮.১.৯ শিক্ষকের বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তাঁর সকল শিক্ষার্থীই শেখার সামর্থ্য সম্পন্ন। সবার শেখার উপায় ও গতির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে সবাই শেখে। কোন শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের নেতিবাচক মনোভাব থাকলে ঐ শিক্ষক থেকে শিক্ষার্থীর উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের উচ্চ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন শিক্ষার্থীকে কখনও 'মাথায় গোবর', 'তোকে দিয়ে কিছুই হবে না', 'গাধা', 'অপদার্থ' ইত্যাদি কোন ধরনের নেতিবাচক বা নিরুৎসাহমূলক কথা বলা যাবে না। বেত ব্যবহার বা কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান শিক্ষা লাভের অন্তরায় এবং রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উৎসাহ প্রদান করা হলে শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ অনেকটাই বেড়ে যায়।

৯. শিখন মতবাদ

৯.১ শিক্ষা বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখন মতবাদ। দীর্ঘদিন ধরে থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ (Trail and Error Theory of Thorndike); পেভলভের উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়াভিত্তিক সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ (Conditioned Reflex Theory of Pavlov); কোহেলার ও কাফকারের সমগ্রতাবাদ (Gestalt Theory) শিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে আসছে। বয়সভেদে শিশুদের অবধারণ ক্ষমতা ভিন্ন এ বিষয়ে Theory of Cognitive Development of Piaget শিক্ষাবিজ্ঞানে সবিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এ মতবাদে অবধারণ ক্ষমতা বা সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে ১ থেকে ১৬ বছর বয়সের শিশু জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হচ্ছে (ক) ০-২ বছর সংবেদন সঞ্চালনের স্তর (খ) ২-৭ বছর প্রাক-কার্যকর স্তর (গ) ৭-১১ বছর বাস্তব কার্যকর স্তর এবং (ঘ) ১১-১৬ বছর আনুষ্ঠানিক কার্যকর স্তর। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিশুর অবধারণ ক্ষমতা বা সামর্থ্যের বিষয় বিবেচনায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন বয়সের শিশু কতটুকু ধারণ করতে পারে বা কোন বয়সে কী কী ধরনের বিমূর্ত ধারণা লাভ করতে সক্ষম সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। শিখনের উল্লিখিত প্রত্যেকটি মতবাদ মূলত আচরণবাদ। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচ্য শিখন মতবাদটি ধারণা গঠন সম্পর্কিত যা গঠনবাদ নামে পরিচিত।

৯.২ গঠনবাদ (Constructivist Theory)

শিক্ষার্থী কিভাবে শেখে এ সম্পর্কে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে উদ্ভূত সর্বাধুনিক তত্ত্ব হচ্ছে গঠনবাদ। ল্যাটিন শব্দ Constrvere থেকে Construct শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ বিন্যাস করা বা গঠন দেওয়া। তাই এ তত্ত্বের মূলকথা হলো ধারণা গঠনই শিখন। প্রতি মুহূর্তে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তথ্য দ্বারা আমাদের চিন্তনের মধ্যে যে নিয়মিত গঠন এবং পরিবর্তন হচ্ছে তার মাধ্যমেই শিখন প্রক্রিয়া ঘটে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিকতা অনুধ্যান করে নিজের মতো একককভাবে নতুন জ্ঞান ও ধারণা গঠন করে। ব্যক্তি নতুন কিছুর সম্মুখীন হলে সে এটাকে তার পূর্বলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করে গ্রহণ করে। এভাবেই ব্যক্তি নতুন ধারণা বা জ্ঞান অর্জন করে। যাচাইয়ে নতুন বিষয়কে অবান্তর মনে হলে এটাকে সে বাতিল করে দেয়। শিখনের ক্ষেত্রে Jerome Bruner পরিবেশ ও ভাষা বিকাশের উপর বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে জ্ঞানবিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা বেশি এবং জ্ঞানবিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিশু জ্ঞানের আওতাভুক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিভিন্নভাবে দেয়। এটা নির্ভর করে শিশুর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপর।

David Jonassen মনে করেন গঠনবাদে শিক্ষকের ভূমিকা হবে নতুন ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা। শুধু তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ করা নয়। শিক্ষক সমস্যা-সমাধান বা অনুসন্ধানের নির্দেশনা দিবেন, শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই অনুমিত ধারণা তৈরি ও পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং দলগত শিখন পরিবেশে অন্যদেরকে তা জানাতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় জ্ঞান লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে তা উদঘাটন করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। Jonassen আরও মনে করেন যে, শিক্ষার্থীরা নিজেরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করে এবং তাদের ব্যবহৃত পদ্ধতি কৌশলের যথার্থতা যাচাই করে নিজেরাই ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞ শিক্ষার্থীতে পরিণত হয়, কিভাবে শিখতে হয় (How to learn) তা তারা আয়ত্ত করে ফেলে। এভাবে তারা জীবন-ব্যাপী শিক্ষার্থীতে (Life-long learners) পরিণত হয়।

গঠনবাদভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের বিন্যাস হবে শঙ্খিল (spiral)। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী অর্জিত ধারণা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে ক্রমাগতভাবে নতুন নতুন ধারণা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে।

David Jonassen এর মতানুসারে গঠনবাদী শ্রেণিকক্ষে শিখন হবে-

- **গঠিত (Constructed)**: শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্ব জ্ঞান, ধারণা ও অভিজ্ঞতার সাথে নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় করে অনুধ্যানের মাধ্যমে নিজের মাঝে নতুন ধারণা গঠন করবে।
- **সক্রিয় (Active)** : শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের ধারণা সৃষ্টি করবে। শিক্ষক তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষা করতে, উপকরণাদি ব্যবহার করতে, প্রশ্ন করতে ও প্রচেষ্টা চালাতে সুযোগ করে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা দিবেন।
- **অনুধ্যানমূলক (Reflective)**: শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজ নিজ শিখন প্রক্রিয়ার উপর প্রশ্ন করার এবং অনুধ্যান করার সুযোগ তৈরি করবেন। এ কাজ শিক্ষার্থীরা এককভাবে বা দলগতভাবে করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য এমন সব কাজ দিবেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজের পর্যালোচনা করে মূল্যায়ন করতে পারে।
- **সহযোগিতামূলক (Collaborative)**: গঠনবাদী শ্রেণি কার্যক্রম হবে সহযোগিতামূলক। শিক্ষার্থীরা দলের প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকে শিখবে এবং একে অন্যকে শিখতে সহযোগিতা করবে। যখন শিক্ষার্থীরা সমবেতভাবে শিখন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও অনুধ্যান করে তখন তারা একে অন্য থেকে ফলপ্রসূটি গ্রহণ করার সুযোগ পায়।
- **অনুসন্ধান বা সমস্যাভিত্তিক (Inquiry or Problem-Based)**: গঠনবাদের মূলকথা হচ্ছে সমস্যার সমাধান। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশ্ন করে, কোন কিছুর সন্ধান করে এবং সমাধান বা উত্তর পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে।
- **বিকাশমান (Evolving)**: শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যালোচনা ও অনুধ্যানের মাধ্যমে পূর্বে অর্জিত কোন জ্ঞানকে অসত্য ও অসম্পূর্ণ মনে করতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা অনুসন্ধানের মাধ্যমে নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে। প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাভিত্তিতে পূর্বলব্ধ সিদ্ধান্ত পুনসংস্কার করবে।

৯.৩ গঠনবাদের সাথে সমগ্রতাবাদের (Gestalt Theory) বেশ মিল আছে। Gestalt জার্মান শব্দ যার অর্থ Structure বা গঠন। শিখন প্রক্রিয়ায় ধারণা গঠন পৃথক পৃথক উপাদানের উপর নয়, সামগ্রিকভাবে উপাদানগুলোর উপর নির্ভর করে। গঠনবাদেরও মূল কথা ধারণা গঠন যা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর পূর্বলব্ধ ধারণা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। সমগ্রতাবাদ অনুযায়ী চোখ, কান, ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা আমরা যে তথ্যগুলো পাই সেগুলোকে আমরা মনে মনে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেই, আর গঠনবাদের মতে আমরা এসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যগুলো দিয়ে প্রত্যেক স্বতন্ত্র একটি মানসিক চিত্র তৈরির মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করি। এভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতা একটির উপর একটি সাজিয়ে শিখন সম্পন্ন করি।

১০. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কতিপয় পদ্ধতি ও কৌশল

শিক্ষার্থীর শিখন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত পদ্ধতি ও কৌশলের উপর। শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা ও প্রবণতা এবং পাঠের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন। পদ্ধতি ও কৌশল সঠিক হলে এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থী সহজে শিখতে পারে। এখানে কয়েকটি পদ্ধতি ও কৌশলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো:

১০.১ প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি (Question-Answer Method)

প্রশ্ন-উত্তর একটি বহুল প্রচলিত ও কার্যকর পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রেখে শিখনে সহযোগিতা করা যায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। শেখার জন্য প্রশ্ন, শিখনফল অর্জন পরিমাপের জন্য প্রশ্ন, কোন বিশেষ কর্মের উপযোগিতা যাচাই করার জন্য প্রশ্ন, ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ধরন রয়েছে। যেমন:

১০.২ প্রশ্ন করার রীতি

- সমস্ত শ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করা। প্রথমে কোন শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট করে তাকে প্রশ্ন করা হলে শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় থাকে, অমনোযোগী হতে পারে। সবাইকে সক্রিয় রাখার জন্য সমস্ত শ্রেণিকে প্রশ্ন করতে হয়।
- চিন্তা করে উত্তর ঠিক করার জন্য কিছুটা সময় দেওয়া।
- উত্তর দানে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। পারগ শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে। সবার একসাথে উত্তর দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করাতে হবে।
- শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট করে উত্তর দিতে বলা। একই শিক্ষার্থীকে বার বার উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে পর্যায়ক্রমে সবাইকে সুযোগ দেওয়া। প্রয়োজনে উত্তর দানে ইঙ্গিত (ক্লু) দিয়ে সহায়তা করা। উত্তর সঠিক না হলে অন্য শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে বলা।
- সঠিক উত্তর পুনরাবৃত্তি করা।
- এরপর পূর্বে হাত উঠায়নি এমন অপারগ শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা।
- প্রয়োজনে অনুসন্ধানী প্রশ্ন (probing question) করা। একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে যে প্রশ্ন জাগে তাকে অনুসন্ধানী প্রশ্ন বলা হয়।

১০.৩ প্রশ্নের ধরন

- প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ ও শ্রেণি উপযোগী।
- প্রশ্ন হবে শিক্ষার্থীর চিন্তা উদ্দীপক ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী। 'কেন', 'কিভাবে', 'কারণ কী', 'ব্যাখ্যা কর', 'বিশ্লেষণ কর', 'তুলনা কর' ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্ন করা হলে চিন্তা করে উত্তর বের করতে হয়।
- যেসব প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' এমন প্রশ্ন না করাই ভাল। স্মৃতি নির্ভর প্রশ্ন যেমন 'কী', 'কে', 'কোথায়', 'কয়টি' বা 'কাকে বলে' ইত্যাদি প্রশ্ন যতটা সম্ভব পরিহার করা।
- পর্যায়ক্রমে এমনভাবে প্রশ্ন করা যেন প্রশ্নসমূহের উত্তর থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরের মাঝে মাঝে আলোচনা করা।
- অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (probing question) অর্থাৎ একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে উদ্ভূত প্রশ্ন করে বিষয়ের পূর্ণতা আনা প্রয়োজন। যেমন-

মূল প্রশ্ন: স্কুলে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি কত?

উত্তর : সাধারণ সময়ে ৮৫%, বিশেষ সময়ে ৫০%

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন: বিশেষ সময়ে কম কেন?

উত্তর : ধান রোপণ ও ধান কাটার মৌসুমে ছেলেমেয়েদের অনেকে কৃষিকাজে অভিভাবককে সহায়তা করে তাই স্কুলে আসে না।

১০.৪ শিক্ষকের করণীয়

- সঠিক উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহ প্রদান
- ভুল উত্তরের জন্য নির্দেশনা ও শিখতে অনুপ্রেরণা দেওয়া
- সঠিক উত্তরের প্রসঙ্গ টেনে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা লাভে সহায়তা করা
- শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে সুযোগ দেওয়া, উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া

১১. দলগত সহযোগিতামূলক শিক্ষা পদ্ধতি

দলগত সহযোগিতামূলক পদ্ধতি একটি সফল শিখনপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একই বয়ঃক্রমের বা একই পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা পরস্পর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। দলগত কাজের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান-দক্ষতাই বৃদ্ধি পায় না, সাথে সাথে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। কথা শোনার ও কথা বলার শৃঙ্খলা অনুসরণ, পরমত সহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব, সমঝোতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

১১.১ দল গঠন

বিভিন্নভাবে দল গঠন করা যায়। সম-সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল, মিশ্র সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল, বিষয়ভিত্তিক দল, অঞ্চলভিত্তিক দল ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র সামর্থ্যে দলের সুবিধা অন্যদের চেয়ে কিছুটা বেশি। প্রতি পাঠের জন্য বা প্রতি বিষয়ের জন্য নতুন করে দল গঠন করতে গেলে অনেক সময় লাগে। তাই শ্রেণিশিক্ষক (যিনি প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস নেন) দল গঠন করবেন। প্রয়োজনে এক মাস অন্তর অন্তর নতুন করে দল গঠন করবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়ার পরিসর বৃদ্ধি পায়। একই শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক গঠিত দলগুলোকেই দলগত কাজে নিয়োজিত করবেন। প্রতিটি দলের আকার ৬ থেকে ৮ জন হলে ভাল, তবে ১০ জনের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক দলের একটি করে নাম থাকলে সুবিধা হয়। ফল, ফুল, পাখি, নদী বা রং এর নামে দলের নাম রাখা যায়।

১১.২ দলগত কাজের আসন বিন্যাস

দলগত কাজের আসন বিন্যাস এমন হবে যাতে দলের সকল শিক্ষার্থী মুখোমুখি বসতে পারে। শ্রেণিকক্ষের আকার বড় হলে এবং পর্যাপ্ত আসবাবপত্র থাকলে, প্রতি দল গোল টেবিলের চারপার্শ্বে বসবে। এরূপ আসবাবপত্র না থাকলে পাকা মেঝেতে মাদুরেও গোল হয়ে বসতে পারে। নতুবা প্রথম বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা ঘুরে দ্বিতীয় বেঞ্চের মুখোমুখি বসবে, এভাবে তৃতীয় বেঞ্চ ঘুরে চতুর্থ বেঞ্চের মুখোমুখি। এক্ষেত্রে প্রতি দলের শিক্ষার্থীদেরকে পর পর দু'বেঞ্চে বসতে হবে। শিক্ষক দলগত কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই দলবদ্ধভাবে বসে দলগত কাজ শুরু করতে হবে। আসবাবপত্র টানাটানি করে সময় নষ্ট করা যাবে না।

১১.৩ দলগত কাজ করার প্রক্রিয়া

- দলে ভাগ হওয়ার আগেই সমবেত ক্লাসে শিক্ষক স্পষ্ট করে দলগত কাজ বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক দলের একজনকে একটি কাজের জন্য দলনেতা মনোনয়ন দিবেন। পর্যায়ক্রমে দলের প্রত্যেককে দলনেতার দায়িত্ব দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে বসবে। দলের প্রত্যেকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে। তারপর আলোচনা শুরু করবে। একজন কথা বলার সময় অন্যরা মন দিয়ে শুনবে। কথার মাঝে কেউ কথা বলবে না। তবে আলোচনা অযথা দীর্ঘ বা প্রসঙ্গ বহির্ভূত হলে দলনেতা ভদ্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে।
- দলের প্রত্যেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।
- আলোচনার মাধ্যমে তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি উপস্থাপন ও যুক্তি খণ্ডন করবে।

- কারো কথা অপছন্দ হলে বা মনঃপুত না হলে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে, পরে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যাবে, রাগ করা বা অশোভন আচরণ করা যাবে না।
- জোর করে অন্যদের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে না।
- আলোচনার ফলাফল দলের সিদ্ধান্ত হিসাবে লিখতে হবে এবং সবাইকে মেনে নিতে হবে।
- পরবর্তীতে সমবেত ক্লাসে শিক্ষকের নির্দেশানুসারে ঐ আলোচনার দলনেতা দলের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। অন্য দলের প্রশ্ন থাকলে দলের পক্ষে যে কোন একজন উত্তর দিবে।
- দলগত কাজ চলার সময় কোন মতানৈক্য বা সমস্যা দেখা দিলে দলনেতা হাত তুলে শিক্ষকের নির্দেশনা চাইবে।

১১.৪ দলগত কাজের ধরন

দলগত কাজ প্রধানত অনুসন্ধানমূলক বা সমস্যাভিত্তিক হবে। দলগত কাজের বিষয় চিন্তা উদ্দীপক, সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী হবে। সাধারণ তত্ত্ব, তথ্য বা জ্ঞানমূলক জানার বিষয় দলগত আলোচনার বিষয় হয় না। তাতে অনুসন্ধান বা চিন্তা উদ্দীপক কিছু থাকে না।

১১.৫ দলগত কাজের কয়েকটি উদাহরণ

ক. বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ক্রমাগত বিলুপ্ত হওয়ার কারণ ও তাদের রক্ষার উপায় অনুসন্ধান।

খ. গ্রামের নিরক্ষর মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করণীয় নির্ধারণ।

গ. পরীক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার মাটির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ।

ঘ. বাংলাদেশের শিশুদের অধিকার রক্ষায় সরকার, সমাজ ও অভিভাবকের করণীয় নির্ধারণ।

ঙ. একটি অনুচ্ছেদের সারমর্ম উদঘাটন।

১১.৬ দলগত কাজের বিষয় হিসাবে সঠিক নয়

ক. অনুপাতসহ বায়ুর উপাদানসমূহের নাম

খ. বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা

গ. সার্ক দেশসমূহের রাজধানী, জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয়

ঘ. পরমাণুর গঠন বর্ণনা

ঙ. তথ্য অধিকার আইন বর্ণনা

১১.৭ দলগত কাজের মাধ্যমে শিখন দুর্বলতার অবসান

শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে পারে না। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন দুর্বলতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ দলগত কাজের ব্যবস্থা করা যায়। এ ক্ষেত্রে একই শ্রেণির একজন শিখনফল অর্জনকারী চৌকস শিক্ষার্থীকে দলনেতা হিসাবে দলের অন্যদেরকে শিখন সহযোগিতা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষক দলনেতাকে পূর্বেই প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দেন। সমপর্যায়ের শিক্ষার্থী দ্বারা অন্য শিক্ষার্থীদেরকে শিখন সহযোগিতা দেওয়াকে ‘Peer Learning’ বলা হয়।

১১.৮ দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষকের করণীয়

দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। যেখানে যখন প্রয়োজন নির্দেশনা ও সহায়তা দিবেন। পরবর্তীতে দলগত কাজ উপস্থাপনের সময় ভুল-ভ্রান্তি বা অসম্পূর্ণতা থাকলে ধরিয়ে দিবেন।

১১.৯ প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstration Method)

প্রদর্শন পদ্ধতির মূলকথা হলো কোন কিছু দেখিয়ে এটি সম্পর্কে ধারণা লাভে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করা। কোন কিছু উপস্থাপনে শুধু বর্ণনা বা আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে তা দেখানো হলে ধারণা লাভ সহজ হয় এবং এতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এ পদ্ধতিতে পাঠের বিষয় সংশ্লিষ্ট বাস্তব বস্তু বা প্রত্যক্ষভাবে প্রক্রিয়া দেখিয়ে বর্ণনা, আলোচনা বা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে ধারণা লাভে সহায়তা করা হয়। যেমন- একটি জবা ফুলের অংশগুলো দেখিয়ে ফুলের অংশগুলোর সম্পর্কে ধারণা অর্জনে সহায়তা করা; শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে যন্ত্রপাতি সংযোজন করে দস্তার সাথে পাতলা সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করে দেখানো ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব বস্তু বা ঘটনা সরাসরি দেখানো সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে অর্ধবাস্তবের সাহায্যে ধারণা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন- চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য শ্রেণিকক্ষে সিডি বা ডিভিডির মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়ায় পৃথিবী ও চাঁদের নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণন দেখিয়ে গ্রহণ ঘটার বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। প্রজেক্টর বা মাল্টিমিডিয়া না থাকলে চার্টের মাধ্যমে দেখানো যায়। রোল-প্লে পদ্ধতিতেও শেখানো যায়। ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে শিক্ষা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন- ভূমিক্ষয়ের কারণগুলো প্রত্যক্ষ দেখানো যায়। সম্ভব হলে ঐতিহাসিক স্থানে নিয়ে বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়ে ও বর্ণনা করে ধারণা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন- কুমিল্লার কোটবাড়ি শালবন বিহারে পরিদর্শনে নিয়ে তৎকালীন বৌদ্ধসভ্যতা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করা।

প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়। সহজে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। শিখন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রদর্শন পদ্ধতিতে লক্ষ রাখতে হবে যেন সব শিক্ষার্থী স্পষ্ট দেখতে পায়।

১২. অনুসন্ধানমূলক কাজের ধরন

অনুসন্ধানমূলক কাজ মূলত কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি। ডিউইর সক্রিয়তা তত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা এককভাবে বা দলগতভাবে নিজেদের প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী কোন বিষয় বা ঘটনা বা সমস্যার কারণ, ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি উদঘাটন করে। নথিপত্র পর্যালোচনা, পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ নানাভাবে অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা যায়। উদাহরণ-

- ➢ যুবসমাজের আকাশ সংস্কৃতির প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ ও ফলাফল
- ➢ শিল্প অঞ্চলে বায়ু দূষণের কারণ ও ফলাফল
- ➢ খাদ্য উৎপাদনে অতিমাত্রায় রাসায়নিক কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া

১২.১. অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতিতে শিখন প্রক্রিয়া

প্রত্যেকটি অনুসন্ধানের জন্য একটি বিষয় বা সমস্যা নির্বাচন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে যাবতীয় কার্যক্রম প্রধানত পাঁচটি পর্যায়ে পরিচালিত হয়। পর্যায়গুলো হচ্ছে-

ক. সমস্যা/উদ্দেশ্য নির্ধারণ

খ. পরিকল্পনা প্রণয়ন

গ. তথ্য সংগ্রহ

ঘ. তথ্য বিশ্লেষণ

ঙ. প্রতিবেদন প্রণয়ন

সর্ব প্রথমে কার্যক্রমের সমস্যা চিহ্নিত করা বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমগ্র কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কী কী করতে হবে, কোনটি কিভাবে কী দিয়ে কখন করতে হবে-এ সবই পরিকল্পনায় থাকে। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধানমূলক কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। চতুর্থ পর্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল প্রণয়ন করতে হবে। সর্বশেষ শিক্ষাথী সম্পূর্ণ অনুসন্ধানমূলক কাজের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

১২.২. শিখন- শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কে কয়েকটি কথা

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল অনেক ধরনের। এর কয়েকটি শিক্ষককেন্দ্রিক এবং কয়েকটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষালাভে সহায়ক। সব পদ্ধতিরই কমবেশি সুবিধা ও অসুবিধা আছে। এমন কোন পদ্ধতি বা কৌশল নেই যেটি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমভাবে উপযোগী বা সব ধরনের বিষয়বস্তুর জন্য উপযোগী। শিক্ষকের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের উপর দক্ষতা এবং শ্রেণি ও পাঠ উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশলের যথাযথ প্রয়োগের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শিখন সাফল্য। এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে একটি পাঠ পরিচালনায় শিক্ষককে একটি পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হবে। পাঠকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক পরিস্থিতি অনুসারে একাধিক পদ্ধতি ও কৌশলের সংমিশ্রণে নিজের মতো করে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। পাঠের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের বিচক্ষণতা এবং বিষয়জ্ঞান ও শিখন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের উপর। এজন্য বলা হয় শিক্ষকই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি বহুবিধ। এখানে মাত্র কয়েকটি শিক্ষার্থীসক্রিয় পদ্ধতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। তবে শিক্ষকের অধিক সংখ্যক পদ্ধতি ও কৌশলের উপর দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তাহলে তিনি যে ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি উপযোগিতা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনে একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে নিজের মতো করে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। পাঠ পরিচালনার সময় শিক্ষক যদি বুঝতে পারেন যে প্রয়োগকৃত পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শিখনে ফলপ্রসূ হচ্ছে না তখন তিনি পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন। তাই শিক্ষকদের বহু পদ্ধতির উপর দক্ষতা থাকা আবশ্যক।

১৩. শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন

সাধারণ অর্থে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হলো শিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ণয় করা। অর্থাৎ শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত পূর্ব নির্ধারিত শিখনফল শিক্ষার্থী কতটা অর্জন করেছে তা নিরূপণই শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন। যদিও মূল্যায়ন কথাটির বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক। আমরা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করে থাকি। মূল্যায়নের সময় ও ধরন বিবেচনায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন প্রধানত দুই ধারার: (ক) গঠনকালীন বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং (খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন। আমরা পাঠ চলাকালীন বা নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীর অর্জন মূল্যায়ন করে থাকি। এ মূল্যায়ন ধারাবাহিক বা গঠনকালীন মূল্যায়ন। আবার আমরা নির্দিষ্ট সময় শেষে বা কার্যক্রম শেষে সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষা ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকি। এ ধরনের মূল্যায়ন হল সামষ্টিক মূল্যায়ন। ধারাবাহিক ও সামষ্টিক উভয় ধারার মূল্যায়নেরই প্রয়োজন আছে। তবে ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ-

- ➢ ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিহ্নিত শিখন দুর্বলতা তাৎক্ষণিক নির্দেশনা প্রদানের দ্বারা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
- ➢ শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়।
- ➢ শিক্ষার্থীর বিশেষ কিছু দক্ষতা, যেমন- শোনা, বলা, পড়া ইত্যাদি কম সময়ে, কম খরচে ও সহজে পরিমাপ করে ধাপে ধাপে নির্দেশনা দেওয়া ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় দিকসমূহ বিশেষ করে ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়।
- এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর ব্যবহৃত শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা ও ফলপ্রসূতা নির্ধারণ করে বা দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন।

১৪. ধারাবাহিক মূল্যায়ন

বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্নলিখিত দুইটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলবে।

১. বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন
২. আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

১৪.১. বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

- বিষয় শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন
- প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ২০%
- প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন :

ক্ষেত্র	নম্বর
(ক) শ্রেণির কাজ	১০
(খ) বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ	০৫
(গ) শ্রেণি অভীক্ষা	০৫
মোট	২০

প্রতি বিষয় শিক্ষক কর্তৃক স্ব স্ব বিষয়ে প্রতি শিক্ষার্থীকে ২০% নম্বরের ভিত্তিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করে নির্ধারিত ছকে মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

১৪.১.১. শ্রেণির কাজ

- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কাজ শ্রেণির কাজ হিসাবে বিবেচিত। বিষয়ভেদে শ্রেণির কাজের ধরনে তারতম্য থাকতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা, আঁকা (চিত্র/ছবি, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র), আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ, চরিত্র-অভিনয়, ব্যবহারিক কাজ-এ ধরনের সব কিছুই শ্রেণির কাজ। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে শোনা, বলা, পড়া, লেখা ইত্যাদি শ্রেণির কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে।
- প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রতি সাময়িকে তিনটি শ্রেণির কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে (যেমন- বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য, শারীরিক শিক্ষা, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা ইত্যাদি) ঐসব বিষয়ে একটি ব্যবহারিক কাজ ও দু'টি শ্রেণির কাজের রেকর্ড রাখা হবে।
- বিষয় শিক্ষক কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত মানদণ্ডভিত্তিক মূল্যায়ন করা হবে এবং প্রতি দুই মাসে একবার করে প্রতি সাময়িকে (ছয় মাসে) ৩ বার মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

১৪.১.২. বাড়ির কাজ

- শিক্ষার্থী বাড়িতে শিক্ষাক্রমভিত্তিক যে কাজগুলো সম্পন্ন করে তাই বাড়ির কাজ । বাড়ির কাজ শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে এটাই প্রত্যাশিত। শিক্ষক নিশ্চিত হবেন যে শিক্ষার্থী একাই কাজটি সম্পন্ন করেছে। বাড়ির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হবে। বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় শিখন সহায়তা দিবেন। শিক্ষাক্রমের শিখনফলের চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক বাড়ির কাজ দিবেন।
- লক্ষ রাখতে হবে বাড়ির কাজ যেন শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করায় উৎসাহিত না করে। বাড়ির কাজ এমন হতে হবে যেন শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা বিকাশ এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ থাকে।
- শ্রেণিকক্ষে অর্জিত ধারণাসমূহ চিন্তা ও কাজে প্রয়োগ করার সুযোগ যেন বাড়ির কাজে থাকে। বাড়ির কাজ যেন শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল প্রশ্নের প্রস্তুতিতে সাহায্য করে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্সে শিখন শেখানো কার্যক্রম কলামে প্রদত্ত বাড়ির কাজ নমুনা হিসাবে অনুসরণ করা যেতে পারে।
- প্রতিটি বিষয়ের বাড়ির কাজগুলো এমন হবে যা শিক্ষার্থী ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে সম্পাদন করতে পারে। শিক্ষক প্রতি সাময়িকে শ্রেণিতে অনেকগুলো বাড়ির কাজ দিবেন। তবে রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়ে প্রতি সাময়িকে দু'টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির অন্যান্য বিষয়ের জন্য ৩টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। নবম ও দশম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় ছাড়া সকল বিষয়ে প্রতি সাময়িকে দু'টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত বাড়ির কাজগুলোকে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষক যে কোন নম্বরের বাড়ির কাজ দিতে পারেন। তবে এতে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরে রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। রূপান্তরের পর ভগ্নাংশ নম্বর হলে ভগ্নাংশ নম্বর হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪.১.৩. অনুসন্ধানমূলক কাজ

অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতা এবং চিন্তন দক্ষতা যাচাই করা হবে। অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিনের প্রয়োজন হতে পারে। শিক্ষক বিষয়টি নির্ধারণ করে দেবেন।

নির্ধারিত ধাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্যা চিহ্নিত করা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তথ্য সংগ্রহের পর্যবেক্ষণ টুলস /সিডিউল /প্রশ্নমালা প্রণয়ন শিক্ষক করে দিবেন। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধান কাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা শিক্ষার্থী নিজেরা সম্পন্ন করবে। তথ্য সংগ্রহ যতদূর সম্ভব শিক্ষার্থীর পরিবার, প্রতিবেশী এবং নিকট এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থী যেন বিব্রতকর অবস্থায় না পড়ে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। বিজ্ঞান বিষয়সমূহের জন্য তথ্যসংগ্রহ গবেষণাগারে পরীক্ষণের মাধ্যমে হতে পারে। অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরুর সমগ্র প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে শিক্ষক তা বুঝিয়ে দিবেন।

প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। শিক্ষার্থী তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল প্রণয়ন এবং ফলাফলের উপর মতামত দিবে। সমগ্র কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন রচনা করতে হবে। প্রতিবেদনে সম্পন্ন কাজের বর্ণনা থাকবে। প্রতিবেদন প্রণয়নের নির্দেশনা শিক্ষক দিবেন। অনুসন্ধানমূলক কাজ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সম্পন্ন করবে। তবে তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল প্রণয়ন, ফলাফলের উপর মতামত প্রদান এবং রিপোর্ট প্রণয়ন শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে। এ কাজের মূল্যায়ন হবে একক মূল্যায়ন। নবম ও দশম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের ন্যূনতম সাহায্য নিয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করবে। শিক্ষক যে কোন নম্বরের জন্য অনুসন্ধানমূলক কাজ দিতে পারেন। তবে এতে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরে রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। রূপান্তরের পর ভগ্নাংশ নম্বর হলে ভগ্নাংশ নম্বর হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪.১.৪. শ্রেণি অভীক্ষা

প্রতিটি অধ্যায় শেষে শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া হবে। তবে অধিক নম্বরপ্রাপ্ত অভীক্ষার নম্বর রেকর্ড রাখা হবে। শ্রেণি অভীক্ষার উত্তরপত্র শিক্ষার্থীকে দেখাবার পর ফেরত নিয়ে সংরক্ষণ করা হবে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে ঐসব বিষয়ে দু'টি ব্যবহারিক ও একটি লিখিত অভীক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। অন্যান্য বিষয়ে তিনটি লিখিত অভীক্ষার রেকর্ড রাখা হবে। ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়নের মানদণ্ড শ্রেণিতে সম্পাদিত ব্যবহারিক কাজের অনুরূপ হবে। শ্রেণি অভীক্ষা লিখিত বা ব্যবহারিক হবে। প্রতিটি শ্রেণি অভীক্ষা স্বল্প সময় নেওয়া হবে। বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ক্লাস পিরিয়ডে নেওয়া হবে। নির্ধারিত এক ক্লাস পিরিয়ডের অতিরিক্ত সময় নেওয়া যাবে না। শ্রেণি অভীক্ষার দিন শ্রেণির অন্যান্য পিরিয়ডের স্বাভাবিক কাজকর্ম যথারীতি চলবে।

১৫. আবেগীয় : মূল্যবোধের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একজন শিক্ষাথী শুধু মেধাবী হলেই হবে না তাকে ভালো মানুষও হতে হবে। ভালো মানুষের গুণাবলি অর্জন করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী ভালো মানুষ কিনা তা জানতে হলে তার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করতে হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ কোনো একটি ঘটনা বা ইস্যু দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শ্রেণির কাজের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত বহু কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে। এগুলো হলো দৈনিক সমাবেশ, খেলাধুলা ও ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিক্ষা সফর ও পরিদর্শন, জাতীয় দিবস উদযাপন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, বয়েজ স্কাউটস, গার্লসগাইড, বিএনসিসি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যক্রম ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের আচরণ ও মূল্যবোধ সর্ম্পকে একটি নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নে আসা যায়। শিক্ষাক্রমে আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে গুণাবলি ও মূল্যবোধ পরিমাপের আওতায় আনা হয়েছে সেগুলো হল- **নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, সততা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহিষ্ণুতা, সচেতনা ও সময়ানুবর্তিতা**।

শ্রেণি শিক্ষক অন্যান্য বিষয় শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

১৬. সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর নির্দেশনা অনুসারে বিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্ষ ছয় মাসব্যাপী দু'টি সাময়িকে ভাগ করা হবে। প্রতি ছয় মাসে এক সাময়িক হিসাবে প্রতি শিক্ষা বছরে দু'টি সামায়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি সাময়িক পরীক্ষা শেষে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরকে একত্রিত করে দু'টি সাময়িকে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয়ে প্রতি শিক্ষার্থীর পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণি বা কার্যক্রমে উন্নীত করার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

সাময়িক এবং পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির নির্দেশনা অনুসারে সংগঠিত হবে। শিক্ষা বর্ষের শুরুতে বিষয় শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত অধ্যায়সমূহকে দু'টি সাময়িকের জন্য বণ্টন করবেন। বিদ্যালয়ের কার্যদিবসের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে অধ্যায়সমূহকে সাময়িকে বণ্টন করতে হবে। প্রথম সাময়িকে মূল্যায়নকৃত অধ্যায়সমূহকে দ্বিতীয় সাময়িকে মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। তবে অষ্টম ও দশম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষার (JSC, SSC) জন্য এই নির্দেশনা প্রযোজ্য নয়। বিষয় শিক্ষক সে অনুসারে পাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। সাময়িক শেষে **অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা শিক্ষাক্রমে বিষয় এবং পত্রের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বরে হবে। শিক্ষাক্রম রূপরেখার বিষয়কাঠামোয় বিষয়ের পূর্ণনম্বর দেওয়া আছে।**

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রশ্নপত্রে দুই ধরনের প্রশ্ন থাকবে। একটি হচ্ছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অপরটি হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন। বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। এগুলো হচ্ছে সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন। বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার চারস্তরের প্রশ্ন আনুপাতিকহারে থাকবে **(জ্ঞান স্তর ৪০%, অনুধাবন স্তর ৩০%, প্রয়োগ স্তর ২০% এবং উচ্চতর দক্ষতা ১০%)**। সকল অধ্যায়কে পরীক্ষার আওতাভুক্ত করতে হবে। প্রশ্নপ্রত্র প্রণয়নের পূর্বে নির্দেশক ছক তৈরি করতে হবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নে একটি উদ্দীপক থাকবে এবং উদ্দীপকের সাথে ৪টি প্রশ্ন থাকবে। প্রশ্ন ৪টি দিয়ে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তর **(জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা)** যাচাই করা হবে। নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি		
ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।	সভাপতি
২.	উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
৩.	ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ও সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি	সদস্য
৪.	যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, ধানমন্ডি, ঢাকা	সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
৮.	পরিচালক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৯.	প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড , ঢাকা	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১২.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১৩.	সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১৪.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	সদস্য
১৫.	ড. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, প্রাক্তন অধ্যাপক ও পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১৬.	অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৭.	অধ্যাপক শাহীন মাহ্‌বুবা কবীর, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	সদস্য
১৮.	সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১৯.	সদস্য (পাঠ্যপুস্তক), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
২০.	প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা	সদস্য
২১.	উপ সচিব (মাধ্যমিক), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য

২. প্রফেশনাল কমিটি		
ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, ধানমন্ডি, ঢাকা।	সদস্য
৪.	পরিচালক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।	সদস্য
৭.	জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল, প্রধান সম্পাদক, বৈশাখী টেলিভিশিন লিমিটেড, ঢাকা।	সদস্য
৮.	প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।	সদস্য
৯.	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ও সভাপতি, বাংলাদেশ আন্তঃ বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১২.	অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, পরিচালক, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।	সদস্য
১৩.	ড. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, পরামর্শক, এসইএসডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
১৪.	অধ্যাপক কফিল উদ্দীন আহমেদ, পরামর্শক, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং, এনসিটিবি, ঢাকা	সদস্য
১৫.	প্রফেসর মুহাম্মদ আলী, প্রাক্তন সদস্য, শিক্ষাক্রম, এনসিটিবি,ঢাকা। (বাসা-'সপ্তক'- মেভিস ৮ম তলা (পশ্চিম), ৬/৯, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।	সদস্য
১৬.	ডীন, চারু ও কারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৭.	প্রফেসর সালমা আখতার, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৮.	অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ঢাকা	সদস্য
১৯.	সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
২০.	প্রধান শিক্ষক, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা	সদস্য
২১.	জনাব মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া, বিতরণ নিয়ন্ত্রক, এনসিটিবি, ঢাকা	সদস্য-সচিব

৩. টেকনিক্যাল কমিটি		
ক্রম	**নাম ও পদবি**	**কমিটিতে পদবি**
১.	প্রফেসর মোঃ আবদুল জব্বার প্রাক্তন পরিচালক, নায়েম, ঢাকা। (বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-১১, সেক্টর নং-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০)	আহবায়ক
২.	অধ্যাপক ড. আবু হামিদ লতিফ সুপার নিউমারি অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৩.	প্রফেসর আবদুস সুবহান প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সি-৮, বাসা নং-৫২, রোড নং-৬/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।)	সদস্য
৪.	অধ্যাপক ড. গোলাম রসুল মিয়া প্রাক্তন অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা (বাসা নং-৪৭, রোড নং-০২, সেক্টর-০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।)	সদস্য
৫.	ড. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান পরামর্শক এসইএসডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা	সদস্য
৬.	প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল কবির চৌধুরী ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৭.	ড. আব্দুল মালেক অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৮.	জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
৯.	জনাব শাহীনারা বেগম বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ মোখলেস উর রহমান বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ ফরহাদুল ইসলাম উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা	সদস্য-সচিব

৪. ভেটিং কমিটি		
ক্রম	**নাম ও পদবি**	**কমিটিতে পদবি**
১.	**বাংলা**	১. অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, পরিচালক, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা ২. প্রফেসর নূরজাহান বেগম, অধ্যক্ষ, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা
২.	**ইংরেজি**	১. প্রফেসর আবদুস সুবহান, প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (সি-৮, বাসা নং-৫২, রোড নং-৬/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা) ২. প্রফেসর মোঃ শামসুল হক, প্রাক্তন ডীন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (বাসা নং-২৫, এ্যাপার্টমেন্ট-বি-৫, রোড নং ৬৮এ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২)
৩.	**গণিত**	১. প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মতিন, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২. প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস ছামাদ, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৪.	**বিজ্ঞান**	১. প্রফেসর ড. মোঃ আজিজুর রহমান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২. জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, সহযোগী অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৫.	**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়**	১. প্রফেসর ড. হারুন উর রশিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২. ড. সৈয়দ হাফিজুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা
৬.	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি**	১. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ২. জনাব মোঃ সফিউল আলম খান, সহকারী অধ্যাপক, তথ্য প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৭.	**পরিবেশ পরিচিতি**	১. প্রফেসর ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২. প্রফেসর ড. মোঃ খবীরউদ্দীন, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

৫. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি

বিষয় : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় **শ্রেণি: ষষ্ঠ-অষ্টম**

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১	প্রফেসর মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	**আহবায়ক**
২	ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩	ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৪	ড. এ. কে. এম. শাহনেওয়াজ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
৫	ড. সেলিনা আখতার স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
৬	জনাব ফাহ্‌মিদা হক সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব এডুকেশন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
৭	সৈয়দা সঙ্গীতা ইমাম সহকারী শিক্ষক, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
৮	জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
৯	ড. উত্তম কুমার দাশ কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সমন্বয়কারী

বিষয় : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় **শ্রেণি: নবম-দশম**

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১	প্রফেসর মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	**আহবায়ক**
২	জনাব হোমায়রা বিশ্বাস প্রভাষক, রূপনগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
৩	জনাব শামীমা আখতার কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
৪	জনাব শাহীনারা বেগম বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
৫	ড. উত্তম কুমার দাশ কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সমন্বয়কারী

বিষয় : বাংলাদেশের ইতিহাস এবং বিশ্বসভ্যতা		শ্রেণি: নবম-দশম
ক্রম	**নাম ও পদবি**	**কমিটিতে পদবি**
১	ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	**আহবায়ক**
২	প্রফেসর মোহাম্মদ সেলিম চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩	ড. সুলতানা নিগার চৌধুরী অধ্যাপক (অব:), ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা। ২৩৯/২ ভূঁইয়া পাড়া রোড, সিপাহীবাগ, ঢাকা-১২১৯।	সদস্য
৪	প্রফেসর প্রদ্যুত কুমার ভৌমিক অধ্যক্ষ (অবঃ) , ময়মনসিংহ মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ বাসা নং ১৯৫/২-জি(২য় তলা), শান্তিবাগ, ঢাকা।	সদস্য
৫	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রভাষক, ঢাকা শিক্ষাবোর্ড ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
৬	সৈয়দ মাহফুজ আলী ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
৭	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান খান কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সমন্বয়কারী

বিষয় : ভূগোল ও পরিবেশ		শ্রেণি নবম-দশম
ক্রম	**নাম ও পদবি**	**কমিটিতে পদবি**
১	প্রফেসর ড. নাসরিন আহমেদ ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , ঢাকা।	**আহবায়ক**
২	ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
৩	জনাব সেলিনা শাহজাহান অধ্যক্ষ, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
৪	জনাব সাইফুর রহমান সহকারী অধ্যাপক, সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
৫	জনাব জুলেখা শাহীন প্রাক্তন প্রভাষক, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। বাসা নম্বর, এফএ ১, প্রধান সড়ক, কল্যাণপুর, ঢাকা।	সদস্য
৬	জনাব আবুল আজহার মু. ছানাউল্লাহ কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সমন্বয়কারী

বিষয় : পৌরনীতি এবং নাগরিকতা		শ্রেণি : নবম-দশম
ক্রম	**নাম ও পদবি**	**কমিটিতে পদবি**
১	প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	**আহবায়ক**
২	ড. সাব্বির আহমদ, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
৪	জনাব মেহের নিগার সম্পাদক, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
৫	জনাব পারভেজ আক্তার বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
৬	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সমন্বয়কারী

বিষয় : অর্থনীতি		শ্রেণি : নবম-দশম
ক্রম	**নাম ও পদবি**	**কমিটিতে পদবি**
১	প্রফেসর ড. মুহম্মদ ইসমাইল হোসেন অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	আহবায়ক
২	প্রফেসর ড. আমির হোসেন অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
৩	প্রফেসর নুসরাত রহমান প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ রাজশাহী সরকারি কলেজ, রাজশাহী।	সদস্য
৪	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম প্রভাষক , রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
৫	জনাব দিলরুবা আহমেদ গবেষণা কর্মকর্তা, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
৬	জনাব মোঃ শাহজাহান কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সমন্বয়কারী

বিষয় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি		শ্রেণি: ষষ্ঠ-দশম
ক্রম	**নাম ও পদবি**	**কমিটিতে পদবি**
১	ড. মোহাম্মদ আহসান আলী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	**আহবায়ক**
২	ড. সৌরভ সিকদার অধ্যাপক, ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩	জনাব হাসান আল শাফী সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৪	জনাব মোঃ আরিফুল হক কবির সহকারী অধ্যাপক, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫	জনাব স্বাগতম চাকমা কনসালট্যান্ট, ইউএনডিপি ৮৫৮/৩ কাজীপাড়া, ঢাকা।	সদস্য
৬	জনাব শাহীনারা বেগম বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
৭	জনাব মোঃ শাহজাহান কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এসইএসডিপি,এনসিটিবি, ঢাকা।	সমন্বয়কারী

৬. সার্বিক সমন্বয় কমিটি		
ক্রম	**নাম ও পদবি**	**কমিটিতে পদবি**
১.	জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ও এসইএসডিপি ফোকাল পয়েন্ট কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট ইউনিট জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সার্বিক সমন্বয়কারী
২.	জনাব মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া বিতরণ নিয়ন্ত্রক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সার্বিক সমন্বয়কারী

শিক্ষাক্রম

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ষষ্ঠ–অষ্টম শ্রেণি

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়। এ বিষয়সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রমে এদেশের সমাজ জীবন, দেশ ও জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবন, ভৌগোলিক পরিবেশসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে এদেশের সম্পর্কগত অবস্থানের শিখনযোগ্য জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এই শিখনযোগ্য দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-লালিত মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থী নিজেকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। একই সাথে বৈশ্বিক বিষয়াবলীর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের জানার জগতকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করতে পারবে। এই শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাসহ জীবনদক্ষতা অর্জনে সমর্থ হবে।

সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষার্থীগণ বাংলাদেশ ও বিশ্বের নানা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে তা নিজের, পরিবারের, সমাজের, জাতির-সর্বোপরি মানবতার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এই পাঠ্যের সূচিভুক্ত বিষয়সমূহ পরিবেশ সচেতনতা অর্জন এবং সামাজিক ও নান্দনিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করবে যা শিক্ষার্থীকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলবে এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ ও প্রতিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সমন্বিত ধারণা লাভ করবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা এই ধারণা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ হবে। **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** শিক্ষাক্রমে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটেছে তাতে আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখতে তাদের সক্ষম করে তুলবে। এই পাঠ্য বইয়ের শিক্ষাক্রমটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যয়ী নাগরিক গঠন এবং শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে প্রবেশ ও পরবর্তী শিক্ষাস্তরে প্রবেশের ভিত্তি গঠনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।

শিক্ষাক্রমে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর উপস্থাপন ও বিন্যাসের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের কথা বলা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি ধাপে শিক্ষার্থীর বয়স ও ধারণ ক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে সহজ সাবলীল ভাষা শৈলীতে গল্পের আমেজে উপস্থাপন করতে হবে যার ফলে বিষয়বস্তু সহজে সন্নিবেশন করা যায় তার নির্দেশনা লেখক নির্দেশিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সনাতনী ধারার সংজ্ঞায় তত্ত্বীয় বিষয় প্রয়োগের মাধ্যমে ছকবন্দি বিষয় মুখস্ত করার জটিলতা থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্ত রেখে শিক্ষার্থী ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়বস্তু উপস্থাপনের কথা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত রয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পাঠ্যবই রচনায় প্রথম বিবেচনা ছিল পাঠ্যপুস্তকের প্রতি যেন শিক্ষার্থীর আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং পাঠ গ্রহণ যেন আনন্দের হয়। শিক্ষাক্রম রচনায় প্রচলিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিখনফলের প্রতি গুরুত্বরোপের মাধ্যমে সেতুবন্ধন (ব্রিজিং) করা হয়েছে। তাছাড়া প্রচলিত শিক্ষাক্রমের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিখনফল বিবেচনায় রেখে **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষাক্রম রচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইটি অধ্যয়নে অসুবিধা না হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত ইতিহাস, পৌরনীতি, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পৃথকভাবে উপস্থাপনের ধারা পরিহার করে সমন্বিতভাবে উপস্থাপনের একটি প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২ উদ্দেশ্য :

১. মানব সমাজের বিবর্তন ধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
২. বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
৩. মহান ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ তৈরি, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, বৈষম্যহীন সমাজ ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া।
৪. সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানা এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর সাথে পরিচিত হওয়া এবং এসব সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
৫. বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ওপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করা।
৬. অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, কার্যক্রম ও উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে এর পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
৭. বাংলাদেশের রাষ্ট্র, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি এবং সুনাগরিকের গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া ।
৮. বাংলাদেশের সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সুশাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা।
৯. আন্তঃমহাদেশীয় ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা।
১০. বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
১১. দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বাস্তবসম্মত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর ও উন্নয়ন করার উপায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
১২. প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
১৩. পরিবেশের উপর বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এর প্রভাব প্রতিরোধের জীবনদক্ষতা অর্জন করা।
১৪. জাতীয় প্রেক্ষিতে শিশু, নারী, প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার ও উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করা।
১৫. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যার কারণ ও প্রভাব মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
১৬. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি এবং কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
১৭. বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জানা এবং এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
১৮. বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
১৯. মানবিক, সামাজিক, নৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সুস্থ ধারার সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
২০. সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন করা।

৩. প্রান্তিক শিখনফল:

১. মানব সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা এবং এ বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও বৃটিশ আমলে বাংলার ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলার মানুষের উৎসের ইতিহাস ও বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক জীবনধারা বর্ণনা করতে পারবে।

৩. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসসংশ্লিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে গর্ববোধ করবে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে লালন করতে পারবে।

৪. বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানবে এবং ব্যক্তিগত সামাজিক জীবনধারায় নিজস্ব সংস্কৃতিকে লালন করবে।

৫. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বর্ণনা করতে পারবে এবং এগুলো সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে ও গর্ববোধ করবে।

৬. বাংলাদেশের প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবে এবং জনজীবনে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে ।

৭. বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৮. বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারা, প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবে এবং জাতীয়- আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে এর পারস্পরিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৯. বাংলাদেশের রাষ্ট্র, নাগরিকের ধারণা, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি, নাগরিকের ভূমিকা ও সুনাগরিকের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবে এবং বাস্তব জীবনে তা অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

১০. বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সরকার এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং সুশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১১. আন্তঃমহাদেশীয় ভৌগোলিক অবস্থা ও এর পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

১২. দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং বাস্তবসম্মত নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর ও উন্নয়নের উপায় চিহ্নিত করতে পারবে।

১৩. পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে এবং তা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ হবে।

১৪. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিপর্যয়, এগুলোর কার্যকারণ সম্পর্ক ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং প্রতিরোধ ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অভিযোজনের দক্ষতা অর্জন করবে।

১৫. জাতীয় প্রেক্ষিতে শিশু, নারী, প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং এদের উন্নয়নে গুরুত্ব সহকারে অবদান রাখতে পারবে।

১৬. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যার প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং এর প্রতিরোধে জীবনদক্ষতা অর্জন করবে।

১৭. কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং এগুলোর সাথে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা মূল্যায়ন করতে পারবে।

১৮. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসজ্ঞের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে এবং জাতিসজ্ঞে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে গর্ববোধ করবে।

১৯. বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ করবে ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবে।

২০. বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং এদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে।

২১. মানবিক, সামাজিক, নৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সুস্থ ধারার সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে।

২২. বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সংশ্লিষ্ট তথ্য উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করবে।

৪. অধ্যায় বিন্যাস ও পিরিয়ড বণ্টন

অধ্যায়ের শিরোনাম ও পিরিয়ড						
অধ্যায়	**ষষ্ঠ**	**পিরিয়ড**	**সপ্তম**	**পিরিয়ড**	**অষ্টম**	**পিরিয়ড**
প্রথম	সমাজের কথা	৮	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম	১১	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১৮
দ্বিতীয়	বাংলা ও বাংলার মানুষ	১৪	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	৮	ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম	১১
তৃতীয়	প্রাচীন বাংলার জীবনধারা	৮	পরিবারে শিশুর বেড়ে ওঠা	৬	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন	৬
চতুর্থ	বাংলাদেশের সংস্কৃতির পরিচয়	৭	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৭	ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্ন পরিচয়	৭
পঞ্চম	সমাজে শিশুর বেড়ে ওঠা	৮	বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	৬	সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন	৭
ষষ্ঠ	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৮	বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা	১১	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৮
সপ্তম	বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	৮	বাংলাদেশের জলবায়ু	৯	বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা	১২
অষ্টম	বিশ্ব ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ	৭	বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি	৯	বাংলাদেশে দুর্যোগ	৯
নবম	বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি	৮	বাংলাদেশে নারী অধিকার	৬	বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন	৫
দশম	বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা	৬	বাংলাদেশে প্রবীণব্যক্তির অধিকার	৮	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	৪
একাদশ	বাংলাদেশে শিশু অধিকার	১১	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	১৪	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা	৭
দ্বাদশ	শিশুর বেড়ে ওঠায় প্রতিবন্ধকতা	৭	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১১	বাংলাদেশের সম্পদ	৭
ত্রয়োদশ	আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি	৬			বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা	৫
মোট		**১০৬**		**১০৬**		**১০৬**

৫.	প্রান্তিক শিখনফলের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. ● সমাজের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর যেমন- শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক , উদ্যান কৃষি, পশুপালন, কৃষিভিত্তিক এবং শিল্পভিত্তিক ও শিল্পোত্তর সমাজের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। ● সমাজ জীবনে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। ● বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● কৃষি সমাজ ও আধুনিক সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির তুলনা করে চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ● সমাজ বিকাশে বিবর্তনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।			**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.১. মানব সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা এবং এ বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. • প্রাচীন বাংলাদেশের ভূমি কিভাবে গড়ে উঠেছে এবং বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থা কেমন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • প্রাচীনকালের শুরুর দিকে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করতে পারবে। • বাঙালি কিভাবে প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করলো তার বর্ণনা করতে পারবে। • মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। • আধুনিক যুগের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। • কেন বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। • মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। • মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা বর্ণনা করতে পারবে। • বিভিন্ন যুগপর্বে বাংলাদেশ নামের বিভিন্ন রূপান্তর সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ডটির সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলার আদিবাসী কারা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কিভাবে বাঙালি জাতিকে চেনা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • পাথর যুগের মানুষদের সম্পর্কে সাধারণ	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** • ভাষা আন্দোলনের কারণ, ঘটনা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে। • যুক্তফন্ট্রের মাধ্যমে বাঙালির অর্জনের বর্ণনা করতে পারবে। • পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনের ঘটনা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। • 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার বাস্তবতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কারণ, ঘটনা এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। • সাধারণ নির্বাচনে বাঙালির নিরঙ্কুশ বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। • পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈষম্য করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা মধ্যযুগে যেভাবে হয়েছিল তার যোগসূত্র বর্ণনা করতে পারবে। • মধ্যযুগে বাংলার সুলতানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ দিতে পারবে। • বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনা গঠনে মরমী সাধকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। • মোগল আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আফগান ও বারভূঁইয়াদের প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** • ১৯৭০ এর নির্বাচনোত্তর জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। • ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মূলকথা জানবে ও এর গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করতে পারবে। • ২৫ মার্চ নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিবরণ দিতে পারবে ও এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করবে। • ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা উল্লেখ করতে পারবে। • মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির বিবরণ দিতে পারবে ও অস্থায়ী সরকারের গঠন ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। • মুক্তিবাহিনীর গঠন বর্ণনা করতে ও তাদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। • সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। • মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির সহযোগিতার স্বরূপ বর্ণনা ও মূল্যায়ন করতে পারবে। • মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। • মুক্তিযুদ্ধে যৌথ বাহিনীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। • মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকবাহিনীর গণহত্যা ও অত্যাচারের বিবরণ দিতে পারবে। • পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনা বলতে পারবে। • মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।	**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.২. প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও বৃটিশ আমলে বাংলার ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলার মানুষের উৎসের ইতিহাস ও বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক জীবনধারা বর্ণনা করতে পারবে। ৪.৩. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসসংশ্লিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে গর্ববোধ করবে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে লালন করতে পারবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। • পাথর যুগের বাংলা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। • এশিয়া , আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের প্রাচীন নগর সভ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। • ভারতের প্রাচীন নগর সভ্যতার বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশে কখন ও কিভাবে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। • পালযুগ-পূর্ব বাংলার মানুষের সমাজধারা কেমন ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • পালযুগে বাংলার সামাজিক জীবন কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে পারবে। • সেনযুগে বাংলার সামাজিক জীবন কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে পারবে। • সেন যুগে সামাজিক জীবনের প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। • সেনযুগে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে পারবে। • সেনযুগে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। • কী অবস্থায় বাংলায় পাল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে।	• দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, বৈষম্যহীন সমাজ, সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত হবে।	• দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত হবে। • উপনিবেশ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার বিস্তার ও অবসানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। • বাংলায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমন বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলায় ইংরেজ শাসনের কার্যক্রম ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে পারবে। • ইংরেজ কোম্পানি শাসনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ইংরেজ কোম্পানি শাসনকালে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। • ইংরেজ কোম্পানি শাসনের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারবে। • ব্রিটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। • তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। • ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে। • বাংলার জাগরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলার জাগরণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। • ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের বিবরণ বর্ণনা করতে পারবে।	

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
• পাল রাজাদের শাসন মূলায়ন করতে পারবে। • সেন রাজাদের শাসনকে কেন অন্যায় শাসন বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • সেন শাসন যুগে সাধারণ মানুষ কেন শান্তিতে ছিল না তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।		• ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। • বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল উপলব্ধি করতে পারবে। • ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শেষে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত রাখার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. • সংস্কৃতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করতে পারবে। • বাংলাদেশের সংস্কৃতির লোকজ উপাদান সামগ্রি তৈরি করতে পারবে এবং তা সংরক্ষণে উৎসাহিত হবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** *** ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায় বিচারে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কেমন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।** *** বাংলাদেশের নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক যে বৈচিত্র্য তা বর্ণনা করতে পারবে।** • বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরের সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে। • লোকসংস্কৃতির ও এর বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে পরিচিত হতে পারবে। • বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির সাথে লোকসংস্কৃতির সম্পর্ক ব্যাখা করতে পারবে। • লোকসংস্কৃতির যেকোনো একটি উপাদানের উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** • সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে উন্নয়নের ধারণা কিভাবে যুক্ত তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। • সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশে কিভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • উন্নত সংস্কৃতিকে অনুশীলন করবে এবং এর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার যোগ্যাতা অর্জন করবে ।	**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.৪. বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানবে এবং ব্যক্তিগত সামাজিক জীবনধারায় নিজস্ব সংস্কৃতিকে লালন করবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
-	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** ● মধ্যযুগে বাংলার প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নসম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● সোনারগাঁও, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাঘা, বাগেরহাট, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের প্রত্নক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা করতে পারবে। ● জাদুঘরে সংরক্ষিত মুদ্রা, শিলালিপি, পোড়ামাটির শিল্প, ধাতব ও মৃৎশিল্প সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● বিভিন্ন এলাকার প্রত্নসম্পদসমূহের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ● প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নসম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি হবে এবং এসব সম্পদের প্রতিকৃতি সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে। ● এ সব ক্ষেত্র ও সম্পদ দর্শন করে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ হবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** ● ঢাকা শহরে ঔপনিবেশিক যুগে নির্মিত ধর্মীয় স্থাপত্যগুলোর বিবরণ দিতে পারবে। ● ঢাকা শহরের কোন কোন অংশে ধর্মীয় ইমারত নির্মিত হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবে। ● ঔপনিবেশিক যুগে ঢাকায় নির্মিত উল্লেখযোগ্য লৌকিক ইমারতসমূহের বর্ণনা দিতে পারবে। ● কোন কোন ইমারত সরকারিভাবে আর কোনগুলো বেসরকারিভাবে নির্মিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে । ● ঢাকার বাইওে কোন কোন অঞ্চলে জমিদাররা প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে। ● ঢাকার বাইরে জমিদারদের তৈরি মন্দির সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● প্রত্ননিদর্শনের আলোকে ঔপনিবেশিক যুগে সোনারগাঁওয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● পানামনগর ও সরদার বাড়ির বর্ণনা করতে পারবে। ● ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্ননিদর্শন কোন্ কোন্ যাদুঘর ও সংগ্রহ শালায় রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবে। ● জাদুঘওে সংগৃহীত নিদর্শনগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নসম্পদের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে এবং এসব সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে। ● এ সব ক্ষেত্র ও সম্পদ দর্শন করে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ হবে।	**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.৫. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বর্ণনা করতে পারবে এবং এগুলো সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে ও গর্ববোধ করবে। ৪.৬. বাংলাদেশের প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবে এবং জনজীবনে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে ।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. ● সমাজ কাঠামোর ধারণা ও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● সমাজ কাঠামোর উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● সমাজ জীবনে সামাজিকীকরণের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● সামাজিকীকরণের মাধ্যম ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। যেমন - - পরিবার - প্রতিবেশী - বিদ্যালয় - খেলা ও পড়ার সাথি - ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান - বিনোদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান - গণমাধ্যম ● সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহের তালিকা তৈরি করতে পারবে। ● সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** ● পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● পরিবারের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের পরিবারের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ● আধুনিক সমাজে শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল পরিবারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● সামাজিকীকরণে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ● শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করবে এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** ● সামাজিকীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার তুলনা করতে পারবে। ● সামাজিকীকরণে গণমাধ্যম ও তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা ও এর ইতিবাচক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে। ● সামাজিকীকরণে বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে ও এ সম্পর্কে বাস্তব তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করতে পারবে। ● মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করবে এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হবে।	**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.৭. বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. • বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক জীবনধারা বর্ণনা করতে পারবে। • গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক কাজ বর্ণনা করতে পারবে। • শহর ও গ্রামের অর্থনৈতির তুলনা করতে পারবে। • বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাতের বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। • বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার মনোভাব এবং নিজ সম্পদের ব্যবহার করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মানসিকতা পোষণ করবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** • বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবে। • কিভাবে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। • বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্য সামগ্রী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। • জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অবদান বর্ণনা করতে পারবে। • গ্রাম ও শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলির একটি তালিকা তৈরি করতে পারবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** • মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি), মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) ও মাথাপিছু আয়ের ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। • দেশের মোট জাতীয় আয়ের যেসব খাত অবদান রাখছে তা বর্ণনা করতে পারবে। • মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং অন্যান্য দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে তুলনা করতে পারবে। • মানব উন্নয়ন সূচকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশের তুলনা করতে পারবে। • বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্স ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। • মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মনোভাব অর্জন করবে।	**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.৮. বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারা, প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবে এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে এর পারস্পরিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪.২২. বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সংশ্লিষ্ট তথ্য উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. • রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশ কেন একটি রাষ্ট্র তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। • পৃথিবীর কয়েকটি দেশের যথা- ভারত, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডার নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। • বিভিন্ন দেশে নাগরিকতা অর্জন পদ্ধতির তুলনা করতে পারবে। • দেশের উন্নয়নে নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** • সুনাগরিকের গুণাবলি জানবে এবং এগুলো অর্জনে সচেতন হবে। • বাংলাদেশে সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতাগুলো বর্ণনা করতে পারবে এবং এগুলো পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ হবে। • বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুনাগরিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। • নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে।		**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.৯. বাংলাদেশের রাষ্ট্র, নাগরিকের ধারণা, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি, নাগরিকের ভূমিকা ও সুনাগরিকের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবে এবং বাস্তব জীবনে তা অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। ৪.২২. মানবিক, সামাজিক, নৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সুস্থ ধারার সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
	এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. • নির্বাচনের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। • সকল নির্বাচনে উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সঠিকভাবে ভোট প্রদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। • নির্বাচন পদ্ধতি, নির্বাচনী এলাকা ও নির্বাচনী আচরণবিধি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। • ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নিয়ম জানবে এবং তা অনুসরণে সচেতন হবে। • সরকারের সুষ্ঠু পরিচলনায় উপযুক্ত নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝবে ও নির্বাচন কমিশনের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সহযোগিতার মনোভাব দেখাবে। • গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। • বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালনা পদ্ধতিসমূহ প্রকাশ করে চার্ট অঙ্কন করতে পারবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** • সরকার পদ্ধতির বিভিন্ন ধরন সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির ধরন উল্লেখ করতে পারবে। • বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। • বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশের সরকার পরিচালনায় সুশাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে ও সুশাসনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে সহযোগিতার মনোভাব দেখাবে। • বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.১০. বাংলাদেশের সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং সুশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. • এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন , জনসংখ্যা, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু, অর্থনীতি, ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারবে। • পৃথিবীর বিভিন্ন মহাসাগরের অবস্থান ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। • বিশ্ব ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান ও এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বিভিন্ন মহাসাগরের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবে। • মহাসাগরগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। • মানচিত্র অঙ্কন করে এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান নির্দেশ করতে পারবে।			**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.১১. আন্তঃমহাদেশীয় ভৌগোলিক অবস্থা ও এর পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
	এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. ● বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন- সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ফসলাদির ক্ষতি, গৃহহীন ও স্থানান্তর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। ● বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং এর মোকাবেলায় রাষ্ট্র ও সমাজের করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** ● বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● দুর্যোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● দুর্যোগের ধরন উল্লেখ করতে পারবে। ● বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা - ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ● বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ বর্ণনা করতে পারবে। ● বাংলাদেশের জীবন ও অর্থনীতির ওপর এ সব দুর্যোগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগে করণীয়, জীবন ও জীবিকা রক্ষায় উপযোগী পদক্ষেপের পরামর্শসহ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবে।	**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.১৪. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিপর্যয়, এগুলোর কার্যকারণ সম্পর্ক ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং প্রতিরোধ ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অভিযোজনের দক্ষতা অর্জন করবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. • জনমিতিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ যথা- জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তরগমন, বিবাহ ও সামাজিক গতিশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • জন্ম, মৃত্যু ও স্থানান্তরগমন সম্পর্কিত তারতম্যের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। • জনসংখ্যা তথ্যের উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** • বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার তুলনা করতে পারবে। • জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুহারের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। • বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের আলোকে জনসংখ্যা বণ্টনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। • বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** • বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। • জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবে। • জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে। • জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। • জনসংখ্যা তথ্যের উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে।	**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.১২. দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং বাস্তবসম্মত নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর ও উন্নয়নের উপায় চিহ্নিত করতে পারবে। ৪.২২. বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সংশ্লিষ্ট তথ্য উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. ● পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে । ● পরিবেশগত সমস্যার কারণ (বায়ু , শব্দ, পানি, ও মাটি দূষণ, জলাভূমি ধ্বংস, পাহাড় কর্তন, বস্তির সমস্যা, জীব বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হওয়া, পরিবেশগত উদ্বাস্তু)। ● এসব সমস্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনে করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং এ বিষয়ে সচেতন হবে। ● পরিবেশগত সমস্যার উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে।			**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.১৩. পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে এবং তা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ হবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. • শিশু অধিকার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। • জাতিসংঘ ঘোষিত 'শিশু অধিকার সনদ' অনুযায়ী শিশু অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারবে এবং বাংলাদেশে শিশু অধিকারের বাস্তবতা তুলে ধরতে পারবে। • শিশু অধিকারের উপর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। • শিশু অধিকার সংরক্ষণে সচেতন হবে এবং অন্য শিশুর অধিকার রক্ষার প্রতি সচেতন হবে। • শিশু শ্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • শিশু শ্রমের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। • বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। • শ্রমজীবী শিশুর প্রতি আমাদের মনোভাব কী হওয়া উচিত তা বর্ণনা করতে পারবে। • শিশু পাচারের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে। • শিশু পাচারের কৌশল ব্যাখ্যা এবং ক্ষতিকর দিক বিশ্লেষণ করতে পারবে। • শিশু পাচারের প্রতিরোধ উপায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** • সমাজ জীবনে নারীর অবস্থান বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশে নারী অধিকারের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশে নারী অধিকারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। • বাংলাদেশে নারীর সাংবিধানিক অধিকারের বর্ণনা করতে পারবে। • নারী অধিকারের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। • প্রবীণ ব্যক্তির অবস্থান বর্ণনা করতে পারবে। • তাদের অধিকার সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • তাদের অধিকারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বাংলাদেশে তাদের অধিকারের বর্ণনা করতে পারবে। • তাদের অধিকার বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। • তাদের অধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয় সে বিষয়ে সচেতন হবে।		**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.১৫. জাতীয় প্রেক্ষিতে শিশু, নারী, প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং এদের উন্নয়নে গুরুত্ব সহকারে অবদান রাখতে পারবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
	এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. ● বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা হিসেবে যৌতুক ও বাল্যবিবাহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● যৌতুকের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● বাল্যবিবাহের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও সমাধানে সামাজিক আন্দোলনের পদক্ষেপ বর্ণনা করতে পারবে। ● যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়নের ক্ষতিকর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়ন থেকে বিরত রাখার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● যৌন হয়রানি নিরোধ আইন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● যৌন হয়রানি থেকে বিরত থাখার উপায় এবং যৌন হয়রানি নিরোধ আইন সম্পর্কে সচেতন হবে।	**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** ● কিশোর অপরাধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। ● কিশোর অপরাধ প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ● মাদকাসক্তির ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● মাদকাসক্তির কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। ● মাদকাসক্তি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ● সমাজ জীবনে কিশোর অপরাধ ও মাদকাসক্তির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হবে এসব সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজবে এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হবে।	**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.১৬. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যার প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং এর প্রতিরোধে জীবনদক্ষতা অর্জন করবে। ৪.১৯. বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ করবে ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবে। ৪.২২. বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সংশ্লিষ্ট তথ্য উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. ● আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● একই অঞ্চলভুক্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র উল্লেখ করতে পারবে। ● বিশ্বের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থার গঠন এবং কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবে। ● বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হবে।		**এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী..** ● বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা যেমন- ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ফাও এবং ইউএনএফপিএ-র গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে। ● আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়নে এসব সংস্থার ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। ● বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ হবে।	**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.১৭. কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং এগুলোর সাথে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা মূল্যায়ন করতে পারবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
	এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. ● আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসজ্ঞের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● জাতিসজ্ঞের গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। ● জাতিসজ্ঞের গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ● জাতিসজ্ঞের মৌলিক নীতিসমূহ ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবে। ● বিশ্বশান্তি ও প্রগতিতে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী বাহিনীর গুরুত্ব এবং বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে ও গর্ববোধ করবে। ● জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর তালিকা তৈরি করতে পারবে। ● বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শান্তি রক্ষায় জাতিসজ্ঞের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান উল্লেখ করতে পারবে।		**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.১৮. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসজ্ঞের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে এবং জাতিসজ্ঞে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে গর্ববোধ করবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
১	২	৩	৪
		এ শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থী.. ● বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানবে এবং মানচিত্রে সনাক্ত করতে পারবে। ● বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ● বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সাথে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠী ও বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে।	**এ স্তর শেষে শিক্ষার্থী..** ৪.২০. বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং এদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে।

৬. শিক্ষাক্রম ছক

ষষ্ঠ শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়: সমাজের কথা (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. মানব সমাজের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর যেমন- শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক , উদ্যান কৃষি, পশুপালন, কৃষিভিত্তিক এবং শিল্পভিত্তিক ও শিল্পোত্তর সমাজের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সমাজ জীবনে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৫. কৃষি সমাজ ও আধুনিক সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির তুলনা করে চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. সমাজ বিকাশে বিবর্তনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।	• মানব সমাজের ধারণা • সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর- শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজ উদ্যান কৃষিভিত্তিক ও পশুপালনভিত্তিক সমাজ কৃষিভিত্তিক সমাজ শিল্পভিত্তিক ও শিল্পোত্তর সমাজ। • সমাজ জীবনে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব। • বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতি।	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসু অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। • যেমন- " উদ্যান কৃষি, পশুপালন ও কৃষিভিত্তিক সমাজের ভূমিকাই অর্থনৈতিক বিকাশের মূল"- দলীয় আলোচনা কর। • ' বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সাথে সমাজ বিকাশের স্তর সমূহের মিল রয়েছে'- ব্যাখ্যা কর।-বাড়ির কাজ • "অন্যপ্রাণি ও মানব সমাজের বৈশিষ্ট্যেও তুলনা কর।"- বাড়ির কাজ • শিক্ষক সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরের যেমন- শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক , উদ্যান কৃষি, পশুপালন, কৃষিভিত্তিক এবং শিল্পভিত্তিক ও শিল্পোত্তর সমাজের ছবি প্রদর্শন করবেন।এসব ছবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সাথে মত বিনিময় করবেন। • শিক্ষক আদিম সমাজকে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজ বলার কারণ সনাক্ত কর। বিষয়ে শ্রেণিতে কাজ দিবেন। • শিক্ষক মানচিত্রের ব্যাবহার করে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করবেন। • প্রকৃতি ও ভৌগোলিক উপাদান কিভাবে সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করছে তা শিক্ষক ব্যাখ্যা করবেন। • বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ করবেন। তারপর বিভিন্ন সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা জিজ্ঞেস করবেন। • বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতির সাথে সমাজ বিবর্তনের মিলের উপর দলীয় কাজ দিবেন। • শিক্ষক কৃষি সমাজ ও আধুনিক সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির উপর চিত্র অঙ্কন করতে দিবেন।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এ সকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষত) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলা ও বাংলার মানুষ (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. প্রাচীন বাংলাদেশের ভূমি কিভাবে গড়ে উঠেছে এবং বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থা কেমন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৩. প্রাচীনযুগের বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাঙালি কীভাবে প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করলো তার বর্ণনা করতে পারবে। ৫. মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. আধুনিক যুগের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে গর্ববোধ করবে। **বুদ্ধিবৃত্তীয়** ৮. কেন বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৯. মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। ১০. মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১১.মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গর্ববোধ করবে।	**পরিচ্ছেদ- ১: প্রাচীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা** • প্রাচীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা • প্রচীন যুগের রাজনৈতিক জীবন • মধ্য ও আধুনিক যুগের রাজনৈতিক জীবন। **পরিচ্ছেদ- ২: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।** • বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাধারণ ধারণা।	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং ছবি, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসু অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। • "আধুনিক যুগের বাংলার রাজনৈতিক জীবনের চেয়ে মধ্যযুগের রাজনৈতিক জীবন ভালো ছিল।"- দলীয় কাজ • বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।- বাড়ির কাজ। • বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করে বাঙালির প্রতিরোধ আন্দোলন ব্যাখ্যা করতে পারেন। • পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে বলবেন।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বিভিন্ন যুগপর্বে বাংলাদেশ নামের বিভিন্ন রূপান্তর সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ডটির সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বাংলার আদিবাসী কারা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কিভাবে বাঙালি জাতিকে চেনা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. পাথর যুগের বাংলা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। **বুদ্ধিবৃত্তীয়** ৬. এশিয়া , আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের প্রাচীন নগর সভ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৭. ভারতের প্রাচীন নগর সভ্যতার বর্ণনা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশে কখন ও কিভাবে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৯. দেশটির জন্মকথা,সংস্কৃতি, সভ্যতা, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গর্ববোধ করবে।	**পরিচ্ছেদ- ৩: বাংলাদেশ ও বাংলার মানুষের উৎস** • বাংলা নামের দেশটির জন্ম • বাংলার মানুষের উৎস **পরিচ্ছেদ- ৪: বাংলাদেশ ও বিশ্বের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা** • প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি • প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতা • ভারত ও বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা	• "মুক্তিযোদ্ধাদের অদম্য সাহস ও দেশ প্রেমের কারণেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম"- যুক্তি দাও।- বিষয়ের উপর দলীয় কাজ দিবেন। • পোস্টার পেপারে বিভিন্ন যুগপর্বে বাংলাদেশ নামের বিভিন্ন রূপান্তর সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করে শ্রেণিতে পাঠদান করবেন। • বিভিন্ন যুগে বাংলাদেশ নামের যে রূপান্তর হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।বিষয়ে শিক্ষক শ্রেণির কাজ দিবেন। • কিভাবে বাঙালি জাতির জন্ম হয়েছে তা ধারাবাহিকভাবে লিখ। বিষয়ে শিক্ষক শ্রেণির কাজ দিবেন। • পাথর যুগের মানুষের জীবন প্রণালীর সাথে বর্তমান সময়ের মানুষের জীবনযাত্রার অমিল চিহ্নিত করার উপর শ্রেণির কাজ দিবেন।	• চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

তৃতীয় অধ্যায়: প্রাচীন বাংলার জীবনধারা (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পালযুগ-পূর্ব বাংলার মানুষের সমাজধারা কেমন ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পাল ও সেনযুগে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. পাল ও সেনযুগে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. সেন রাজাদের শাসনকে কেন অন্যায় শাসন বলা হতো তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** **৫. পাল ও সেন রাজাদের ইতিহাসের শিক্ষা বিষয়ে সচেতন হবে।**	• পালযুগ-পূর্ব বাংলার মানুষের সমাজধারা • প্রাচীন বাংলার আদি জীবনধারার • পাল যুগের সমাজিক ও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন • সেনযুগে বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসু অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। • যেমন- প্রাচীন বাংলার আদি জীবনধারার প্রভাব বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের জীবনে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করার জন্য বাড়ির কাজ দিবেন। • পালযুগ ও সেন যুগের মানুষের সামাজিক জীবনের তুলনা করার উপর দলীয় কাজ দিবেন। • প্রাচীন বাংলা ও বর্তমান বাংলার সমাজ জীবনের একটি চার্ট তৈরি করার উপর শিক্ষক শ্রেণির কাজ দিবেন। • পাল যুগের সমাজ জীবনের সাথে বর্তমান সময়ের সমাজ জীবনের মিলের উপর শিক্ষক শ্রেণির কাজ দিবেন। • সেন শাসকদের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করার কারণ বিশ্লেষণের উপর শিক্ষক বাড়ির কাজ দিবেন।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়: প্রাচীন বাংলার জীবনধারা (৮ পিরিয়ড) চলমান ২

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
			• চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এ সকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের সংস্কৃতির পরিচয় (৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সংস্কৃতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. বাংলাদেশের সংস্কৃতির লোকজ উপাদান সামগ্রী তৈরি করতে পারবে এবং তা সংরক্ষণে উৎসাহিত হবে।	• সংস্কৃতির ধারণা • বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য • বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন • বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান • ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয়করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ,মানচিত্র,প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসু অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমণ দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- তোমার পারিবারিক জীবনে দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। • শিক্ষক বাড়ির কাজ দিবেন। • জীবন ঘনিষ্ঠ কোন ঘটনা থেকে সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত রূপকে আলাদা করার কাজ দিবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে ছবি দেখাবেন তা থেকে সংস্কৃতির স্বরূপ চিহ্নিত করতে বলবেন। • তোমার এলাকার মানুষের জীবন প্রণালীর বর্ণনা করে সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার উপর বাড়ির কাজ দিবেন। • তোমার পরিবারের জীবন প্রণালী থেকে সংস্কৃতির উপাদান চিহ্নিত করার উপর বাড়ির কাজ দিবেন। • বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ঈদ ও দুর্গাপূজা দু'টি ধর্মীয় উৎসব। এ দু'টি উৎসব কিভাবে পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করে এর উপর বাড়ির কাজ দিবেন।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এ সকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

পঞ্চম অধ্যায়: সমাজে শিশুর বেড়ে ওঠা (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সমাজ কাঠামোর ধারণা ও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজ কাঠামোর উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সমাজ জীবনে সামাজিকীকরণের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. সামাজিকীকরণের মাধ্যম ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। যেমন - ○ পরিবার ○ প্রতিবেশী ○ বিদ্যালয় ○ খেলা ও পড়ার সাথি ○ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ○ বিনোদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ○ গণমাধ্যম ○ অন্যান্য **মনোপেশিজ** ৬. সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহের তালিকা তৈরি করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করবে।	● সমাজ কাঠামো ● বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ● সমাজ কাঠামোর উপাদান ● সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ● সমাজ জীবনে সামাজিকীকরণের প্রভাব ● সামাজিকীকরণের মাধ্যম যেমন- পরিবার, প্রতিবেশী, বিদ্যালয় খেলা ও পড়ার সাথী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিনোদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম।	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসু অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন।এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় শ্রেণিতে এমন দলীয় কাজ, প্রশ্ন এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- তোমরা যে সমাজ কাঠামোর মধ্যে বসবাস করছ তার উপাদানসমূহ চিহ্নিত কর। ● সমাজে তোমরা যে ভূমিকা পালন করছ তার একটি চার্ট তৈরি কর এবং এ ভূমিকার মাধ্যমে কিভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যার উপর বাড়ির কাজ দিবেন। ● পরিবারে একটি শিশুর সামাজিকরণ প্রক্রিয়া ছকের মাধ্যমে দেখানোর উপর শ্রেণির কাজ দিবেন। ● শিশুর সুন্দর আচরণ গঠনে পরিবারের সদস্যের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে কর এর ওপর দলীয় কাজ দিবেন। ● শিশুর বেড়ে ওঠায় খেলার সাথী ও পড়ার সাথীর ভূমিকা চিহ্নিত করার ওপর বাড়ির কাজ দিবেন। ● শিশুর বেড়ে ওঠায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা চিহ্নিত করার উপর দলীয় কাজ দিবেন।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ● কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ● একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এ সকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশের অর্থনীতি (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক জীবনধারা বর্ণনা করতে পারবে। ২. গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক কাজ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. শহর ও গ্রামের অর্থনৈতির তুলনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাতের বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের জনসংখ্যা কিভাবে সম্পদ হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৮. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে সচেতন হবে এবং নিজেকে দক্ষ সম্পদে পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ হবে।	• বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারা • গ্রামীণ ও শহুরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা • বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহ • বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন • বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা উন্নয়নের পূর্বশর্ত : দক্ষ জনশক্তি	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন দলীয় কাজ, প্রশ্ন এবং বাড়ির কাজ দিবেন। • যেমন- তোমার নিজ এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত কর (শ্রেণির কাজ)। • তোমার নিজ অভিজ্ঞতায় শহর ও গ্রামের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে তুলনা কর(শ্রেণির কাজ)। • বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিভিন্নখাতের গুরুত্ব চিহ্নিত কর(দলীয় কাজ)। • বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিত কর(দলীয় কাজ)। • তোমার এলাকার যুব সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায় সম্পর্কে মতামত লিখ(বাড়ির কাজ)।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ○ পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ○ কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ○ একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষত) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা,আচার-ব্যবহার,পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

সপ্তম অধ্যায়: বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশ কেন একটি রাষ্ট্র তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশে নগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৫. পৃথিবীর কয়েকটি দেশের যথা: ভারত, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডার নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বিভিন্ন দেশে নাগরিকতা অর্জন পদ্ধতির তুলনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. দেশের উন্নয়নে নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।	• রাষ্টের ধারণা • রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ • নাগরিকের ধারণা • নাগরিকতার ধারণা • নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি • বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (বাংলাদেশ, আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা) • দেশের উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয়করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্ন এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ ঢাকা ও লন্ডনকে রাষ্ট্র বলা যাবে কিনা সহপাঠীদের সাথে দলগত আলোচনা কর। ○ তোমার বাবা দুবছর সিঙ্গাপুরে চাকরি করছেন । তুমিও তোমার বাবা-মার সাথে সেখানে বসবাস করছ । তুমি কি সে দেশের নাগরিক হবে? ○ মিঃ রাকিব আমেরিকায় অস্থায়িভাবে বসবাস করেন। সেখানে তাদের একটি সন্তান হলো। বাংলাদেশের নিয়ম অনুযায়ী সন্তানটি কোন দেশের নাগরিক হবে এবং কেন? আমেরিকার নিয়মানুসারে তার নাগরিকত্ব কী হবে? ○ সালমা পেশায় একজন দক্ষ কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। সে বাংলাদেশেই থাকে। তবে সে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব অর্জন করতে চান। কোন প্রক্রিয়ায় তিনি এটি করতে পারেন?	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ○ পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ○ কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ○ একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ○ গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এ সকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

অষ্টম অধ্যায়: বিশ্ব ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ (৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন , জনসংখ্যা, ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু, অর্থনীতি, ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পৃথিবীর বিভিন্ন মহাসাগরের অবস্থান ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বিশ্ব ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান ও এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন মহাসাগরের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. মহাসাগরগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৬. মানচিত্র অঙ্কন করে এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান নির্দেশ করতে পারবে।	● এশিয়া মহাদেশের পরিচয় ● বিশ্ব পরিমণ্ডলে এশিয়া মহাদেশ ও এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান ● মহাসাগরগুলোর অবস্থান ও গুরুত্ব	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয়করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ এশিয়া মহাদেশের অর্থনীতির খাত চিহ্নিত কর। ○ বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত কর। ○ বিভিন্ন মহাসাগরের আয়তন, অবস্থানের একটি চার্ট তৈরি কর।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ○ পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ○ কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ○ একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষত) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

নবম অধ্যায়: বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. জনমিতিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ যথা- জন্ম মৃত্যু, স্থানান্তরগমন, বিবাহ ও সামাজিক গতিশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. জন্ম মৃত্যু ও স্থানান্তরগমন সম্পর্কিত তারতম্যের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। **মনোপেশীজ** ৪. জনসংখ্যা তথ্যের উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে।	● জনমিতিক ধারণা ● জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান ● জন্ম মৃত্যু ও স্থানান্তরগমনের কারণ ও প্রভাব	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ ,মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন।এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ জনমিতি কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ○ "বাংলাদেশের জন্মহার বাড়লেই জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের সঠিক পরিকল্পনা করা সম্ভব "- দলীয় আলোচনার মাধ্যমে যুক্তি উপস্থাপন কর। ○ "জনসংখ্যা পরিবর্তনের সাথে জন্মহার ও মৃত্যুহার সম্পর্কিত "- যুক্তি দাও । ○ বাংলাদেশের জন্মহার বৃদ্ধির মূল কারণ চিহ্নিত কর।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ○ পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ○ কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ○ একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ○ গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষত) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

দশম অধ্যায়: বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা (৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা

বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে । ২. পরিবেশগত সমস্যার কারণ (বায়ু , শব্দ, পানি, ও মাটি দূষণ, জলাভূমি ধ্বংস, পাহাড় কর্তন, বস্তির সমস্যা, জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হওয়া, পরিবেশগত উদ্বাস্তু)। ৩. এসব সমস্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। **সমস্যা সমাধান** ৫. পরিবেশগত সমস্যার উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হবে।	• পরিবেশে ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক • পরিবেশগত সমস্যাসমূহের কারণ • পরিবেশগত সমস্যাসমূহের প্রভাব। পরিবেশগত সমস্যার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন।এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ,দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর। ○ তোমার এলাকায় বিভিন্ন উৎসের পানি কিভাবে দূষিত হচ্ছে ? ○ বায়ু দূষণ রোধের কয়েকটি পদক্ষেপ লিখ।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ○ পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ○ কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ○ একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

একাদশ অধ্যায়: বাংলাদেশে শিশু অধিকার (১১ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>
বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. শিশু অধিকার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. জাতিসজ্ঞ ঘোষিত ‘শিশু অধিকার সনদ’ অনুযায়ী শিশু অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারবে এবং বাংলাদেশে শিশু অধিকারের বাস্তবতা তুলে ধরতে পারবে।
৩. শিশু অধিকারের উপর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে।
আবেগীয়
৪. শিশু অধিকার সংরক্ষণে সচেতন হবে এবং অন্য শিশুর অধিকার রক্ষার প্রতি সচেতন হবে।
</td>
<td>
• শিশু অধিকারের ধারণা ও জাতিসজ্ঞ ঘোষিত ‘শিশু অধিকার সনদ’ অনুযায়ী শিশু অধিকারসমূহ
  • বাংলাদেশে শিশু অধিকারের পরিস্থিতি
• শিশু অধিকারের উপর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত
</td>
<td>
• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন।
• শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন।এ ক্ষেত্রে যেমন-আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন।
• শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন দলীয় শ্রেণির, কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন-
ছকের উপস্থাপিত অধিকারগুলো ভোগ করার ক্ষেত্রে (ভোগ করা/ করিনা/আংশিক করি) দলীয়ভাবে তোমাদের দলের সদস্যদের মত প্রকাশ করে বিশেষণ কর।
<table>
<tr><th>অধিকারসমূহ</th></tr>
<tr><td>অবাধ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা</td></tr>
<tr><td>স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশ</td></tr>
<tr><td>চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা</td></tr>
<tr><td>সজ্ঞবদ্ধ হবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা</td></tr>
<tr><td>নিজস্ব গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার</td></tr>
<tr><td>অবাধে তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা</td></tr>
</table>
কোন কোন তথ্য জানার অধিকার শিশুর রয়েছে তা চিহ্নিত কর।
</td>
<td>
• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন।
• গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন-
○ পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন।
○ কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন।
○ একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন।
○ গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন।
• চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এ সকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে।
• শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।
</td>
</tr>
</table>

দ্বাদশ অধ্যায়: শিশুর বেড়ে ওঠায় প্রতিবন্ধকতা (৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. শিশু শ্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. শিশু শ্রমের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. শ্রমজীবী শিশুর প্রতি আমাদের মনোভাব কী হওয়া উচিত তা বর্ণনা করতে পারবে। ৬. শিশু পাচারের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. শিশু পাচারের কৌশল ব্যাখ্যা এবং ক্ষতিকর দিক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. শিশু পাচারের প্রতিরোধ উপায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** **৯. শ্রমজীবী শিশুর অধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে সচেতন হবে।**	• শিশু শ্রমের ধারণা , কারণ ও প্রভাব • শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব • শ্রমজীবী শিশুর প্রতি আমাদের মনোভাব	• বিপ্লব শ্রমজীবী শিশু। ফ্যাক্টরির মালিক পক্ষ থেকে সে কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চিত হতে পারে, তোমার অভিজ্ঞতায় বর্ণনা কর। • তোমার এলাকার শিশু অধিকার পরিস্থিতি নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা কর। • প্রতিমা শ্যামলদের বাড়ীর একটি শ্রমজীবী শিশু। সকাল হতে রাত অবধি কাজও করে আবার নানা ধরনের অত্যাচারও সহ্য করতে হয় তাকে। এ শিশুটির প্রতি এহেন অত্যাচারের কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত কর। • গৃহ পরিবেশে একটি শ্রমজীবী শিশুর সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে সহায়তা করতে পার?	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দুভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ○ পাঠ চলাকালিন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ○ কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ○ একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ○ গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এ সকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

এয়োদশ অধ্যায়: আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি (৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. একই অঞ্চলভুক্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র উল্লেখ করতে পারবে। ৩. বিশ্বের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থার গঠন এবং কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হবে।	• আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব • আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র • বিশ্বের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা • সার্কের গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির ও দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ কিভাবে উপকৃত হতে পারে। ○ সার্কের সাম্প্রতিক কাজের উপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ○ পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ○ কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ○ একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ○ গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এ সকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

৭. শিক্ষাক্রম ছক

সপ্তম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. রাষ্ট ভাষা আন্দোলনের কারণ বর্ণনা করতে পারবে। ২. রাষ্ট ভাষা আন্দোলনের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. রাষ্ট ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. যুক্তফন্ট্রের মাধ্যমে বাঙালির অর্জনের বর্ণনা করতে পারবে। ৫. ৬ দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৬. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কারণ বর্ণনা করতে পারবে। ৮. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৯. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির নিরঙ্কুশ বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ১০. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈষম্য করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১১. দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, বৈষম্যহীন সমাজ, সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত হবে।	• রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন • যুক্তফন্ট্র • উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান • ১৯৭০ সালের নির্বাচন • পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণগুলো চিহ্নিত কর। ○ ভাষা আন্দোলনের ফলাফল চিহ্নিত কর। ○ যুক্তফ্রন্টের শরিক দল ও কর্মসূচিগুলোর নাম লিখ। ○ মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের জয়ের কারণগুলোর পৃথক পৃথক ছকে তালিকা তৈরি কর। ○ ছয় দফা আন্দোলনের দফা ছয়টি চিহ্নিত কর। ○ এগার দফার আন্দোলনের দফাগুলো চিহ্নিত কর। ○ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো চিহ্নিত কর। ○ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল লিখ। ○ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো। ○ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এ সকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায় বিচারে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কেমন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. এদেশের নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি ও এর উপাদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৬. জাতীয় সংস্কৃতি ও লোক সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** **৭. নিজ সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করবে।**	• বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ধারণা • বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি • বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন উপাদান • বাংলাদেশের নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি • জাতীয় সংস্কৃতি ও লোক সংস্কৃতির সম্পর্ক	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ মুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতিগুলো চিহ্নিত কর। ○ বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির মিলগুলো চিহ্নিত কর। ○ তোমার গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিগুলো চিহ্নিত কর। ○ গ্রামীণ ও শহরে আনন্দ ও বিনোদনভিত্তিক সংস্কৃতির তুলনা কর। ○ তোমাদের পারিবারিক জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে লোক সাংস্কৃতির উপাদান চিহ্নিত কর। ○ বস্তুগত ও অবস্তুগত লোক সংস্কৃতির তুলনা কর । ○ নৃ-জাতি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর। নৃ-জাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বৈচিত্রপূর্ণ -- যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কর। ○ জাতীয় ও লোক সংস্কৃতির পার্থক্য চিহ্নিত কর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

তৃতীয় অধ্যায়: পরিবারে শিশুর বেড়ে ওঠা (৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পরিবারের ধারণা ও বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের পরিবারের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ৩. শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল পরিবারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করবে এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হবে।	• পরিবারের ধারণা ও ধরন • বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের পরিবার • পরিবর্তনশীল পরিবার ও সামাজিকীকরণ • শিশুর সামাজিকীকরণ ও পরিবারের সদস্য ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভূমিকা	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরিবারের ধরনের একটি ছক তৈরি কর। ○ পরিবারের ধরন চিহ্নিত কর। শ্যামলাল ও শ্যামলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর শ্যামলাল তার স্ত্রীকে নিয়ে তার বাবার বাড়িতে সংসার শুরু করল। ○ শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল পরিবারের ভূমিকা চিহ্নিত কর। ○ শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল পরিবারের ভূমিকার প্রভাব চিহ্নিত কর। ○ তোমাদের নিজেদের সামাজিকীকরণে পিতা ও মাতার ভূমিকা চিহ্নিত কর। ○ "পরিবারের সদস্যদের ভূমিকার সমন্বয়ই শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের উপায়" --দলীয় আলোচনায় যুক্তি প্রদর্শন কর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষত) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশের অর্থনীতি (৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবে। ২. বাংলাদেশের গ্রামের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের বিস্তার ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. শহরে অনানুষ্ঠানিক কাজের চিত্র তুলে ধরতে পারবে। ৪. জাতীয় অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের শিল্পের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবে। ৬. শিল্পসমূহের অবদান নির্ণয় করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের বিবরণ দিতে পারবে। ৯. আমদানি ও রপ্তানির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। ১০. প্রক্রিয়াজাত শিল্প ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বাংলাদেশে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বর্ণনা দিতে পারবে। ১২. কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১৩. গ্রাম ও শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলির গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।	• বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি • বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান • বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি • কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ তোমার এলাকার অনানুষ্ঠানিক যে কোনো একটি কাজের বিবরণ তুলে ধর। অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব কতখানি তা চিহ্নিত কর। ○ আনুষ্ঠানিক কাজের একটি দীর্ঘ তালিকা কর। এ কাজগুলো জাতীয় অর্থনীতিতে কেমন অবদান রাখে তা চিহ্নিত কর। ○ যে কোনো এক ধরনের শিল্পের একটি তালিকা প্রণয়ন করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এগুলোর গুরুত্ব বর্ণনা কর। ○ বাংলাদেশে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যাখ্যা কর। ○ বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানিজাত পণ্য সামগ্রীর তালিকা তৈরি কর। ○ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পগুলো চিহ্নিত কর। ○ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত কর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক (৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সুনাগরিকের গুণাবলি জানবে এবং এগুলো অর্জনে সচেতন হবে। ২. বাংলাদেশে সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতাগুলো বর্ণনা করতে পারবে এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীকরণে উদ্বুদ্ধ হবে। ৩. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুনাগরিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। **আবেগীয়** ৪. নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখার এবং দায়িত্ব পালনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মনোভাব অর্জন করবে।	● সুনাগরিকের গুণাবলি ● বাংলাদেশে সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতা ● বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুনাগরিকের গুরুত্ব ● নাগরিকের অধিকার অর্জন ও দায়িত্ব পালন	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ বোর্ডে ছক করে কোনটি সুনাগরিকের কোন গুণকে নির্দেশ করে ও কিভাবে উল্লেখ করতে বলবেন। ○ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে সুনাগরিকতা অর্জনের কয়েকটি উপায় চিহ্নিত কর এবং প্রত্যেকে নিজ খাতায় লিখ। সবার চিন্তা একসাথে মিলিয়ে একটি সম্মিলিত তালিকা তৈরি কর। একটি পোস্টার পেপারে পয়েন্টগুলো লিখে শ্রেণির সামনে ঝুলিয়ে দাও। ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে পোস্টারে চোখ বুলাও ও সে অনুযায়ী নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কর। ○ বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা দেওয়া হলো। ভেবে দেখ সুনাগরিক কিভাবে নিজ গুণের সাহায্যে এসব সমস্যার সমাধান করতে পারে? উদাহরণ হিসেবে একটি করে দেওয়া হলো। বাকিগুলো নিজে নিজে কর। ○ কিভাবে নাগরিক হিসেবে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করবে সে সম্পর্কে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। ● কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ● একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. নির্বাচনের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. নির্বাচন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ৬. সকল নির্বাচনে উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সঠিকভাবে ভোট প্রদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনা পদ্ধতি প্রকাশ করে চার্ট অঙ্কন করতে পারবে। ৮. সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় উপযুক্ত নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝবে। ৯. নির্বাচন কমিশনের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সহযোগিতার মনোভাব দেখাবে। ১০. নির্বাচনি এলাকা ও নির্বাচনি আচরণবিধি বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১১. ভোটাধিকার প্রয়োগের নিয়ম জানবে এবং তা অনুসরণে সচেতন হবে। **সমস্যা সমাধান** ১২. বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনের উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ১৩. বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালনা পদ্ধতিসমূহ প্রকাশ করে চার্ট অঙ্কন করতে পারবে।	● নির্বাচনের ধারণা, গুরুত্ব ও পদ্ধতি ● বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া ● বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের গুরুত্ব ● নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনি এলাকা, নির্বাচনি আচরণবিধি ● ভোট ও ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ তোমার দেখা যে কোনো একটি নির্বাচনের উপর এক পাতার একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখ। ○ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের পার্থক্য ছকের সাহায্যে দেখাও। ○ তোমাদের শ্রেণিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে শ্রেণিনেতা নির্বাচন করার প্রক্রিয়া অনুশীলন কর। ○ তোমার নিজ এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হবে এ ধরনের একটি স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পর্যালোচনা করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ১) নির্বাচনের নাম; ২) পদের নাম; ৩) প্রার্থী সংখ্যা ও ৪) ফলাফল। ○ তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের নাগরিকেরা নির্বাচনে বিবেক বিবেচনার সাহায্যে ভোট দেয় ও উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করে? এ সম্পর্কে তোমার মূল্যায়ন সংক্ষেপে উল্লেখ কর এবং কী করা উচিত সে সম্পর্কে দুই/তিনটি সুপারিশ লিখ। ○ নির্বাচনের সময় তোমার এলাকার লোকজন নির্বাচনি আচরণবিধি কতটা অনুসরণ করে সে সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি কর। ○ সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হলে কোন কোন বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে দলীয়ভাবে আলোচনা কর ও বিষয়গুলো পয়েন্ট আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর। ○ সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে জনসংযোগ কর।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● পাঠ চলাকালিন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। ● কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ● একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

সপ্তম অধ্যায়: বাংলাদেশের জলবায়ু (৯ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, টর্নেডো, কালবৈশাখী প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। ৫. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। **মনোপেশিজ** ৬. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে। **আবেগীয়** ৭. বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	• বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি • বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ • জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট দুর্যোগ • আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ 'বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চল'- দলীয় আলোচনার মাধ্যমে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ কর। ○ বাংলাদেশের জলবায়ুর উপাদানগত দিক দিয়ে কী দুর্বলতা রয়েছে চিহ্নিত কর। ○ গ্রীন হাউজ গ্যাস বলতে কোন কোন গ্যাসকে বোঝায়, বাংলাদেশে এ গ্যাস বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত কর। ○ দৈনিক পত্রিকায় দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির উপর প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন সংগ্রহ করে একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত কর। ○ ছক অনুসারে আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত কর। ○ গ্রীন হাউজ গ্যাস চিহ্নিত করে কমানোর উপায় নির্দেশ কর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি (৯ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার তুলনা করতে পারবে। ২. জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুহারের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের আলোকে জনসংখ্যা চাপের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব ও পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৮. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। **আবেগীয়** ৯. জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।	• বাংলাদেশসহ কতিপয় দেশের জনসংখ্যার তুলনা • জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা • বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও ফলাফল • বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুর পরিস্থিতি • বাংলাদেশে জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ • বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, প্রভাব ও সমাধান	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ বাংলাদেশের বিভিন্ন বছরের আদম শুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সারণি বিশ্লেষণ কর। ○ তোমার নিজ এলাকার জনসংখ্যা পরিবর্তনশীলতার পিছনের কারণগুলো চিহ্নিত কর। ○ "বিবাহ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতির কারণেই জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা ঘটে"। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির যুক্তিপূর্ণ সমাধান কর। ○ অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত করে ছকে উপস্থাপন কর। ○ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত কর। ○ বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত কর। ○ বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত কর ○ "বাংলাদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপই খনিজ সম্পদ নিঃশেষের মূল কারণ"– বক্তব্যটি কতটুকু সমর্থন কর। ○ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপের প্রভাব চিহ্নিত কর। ○ জনসংখ্যা সমস্যার কারণগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পদক্ষেপ লিখ।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

নবম অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে নারী অধিকার **(৬ পিরিয়ড)**

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশে নারী অধিকারের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশে নারী অধিকারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশে নারীর অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৫. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ বা পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ৬. নারী অধিকারের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। সমস্যাসমাধান ৭. নারী অধিকার বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেন তৈরি করতে পারবে। **আবেগীয়** ৮. নারী অধিকার যাতে বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে সচেতন হবে।	• নারী অধিকারের ধারণা এবং বাংলাদেশের সমাজে নারীর অবস্থান • বাংলাদেশে নারী অধিকারের গুরুত্ব ও নারী অধিকারসমূহ • নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপসমূহ	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এম শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর নিম্ন অবস্থানের কারণ চিহ্নিত কর। ○ তোমার এলাকার নারী শ্রমিকদের অধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ কর। ○ তোমার পরিবারে বোর্ডে/ ছকে উল্লেখিত উপরের নারীর প্রাপ্য অধিকারের প্রেক্ষিতে মা ও বোনসহ অন্যান্য নারী সদস্য কোন কোন অধিকার ভোগ করে বর্ণনা কর। ○ নারী ও পুরুষের সমতাকরণের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর। ○ শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নারী অধিকার পরিস্থিতি বর্ণনা কর। ○ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় কয়েকটি কর্মসূচি চিহ্নিত কর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

দশম অধ্যায়: বাংলাদেশে প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশে প্রবীণ ব্যক্তির অবস্থান বর্ণনা করতে পারবে। ২. প্রবীণ অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. প্রবীণদের অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. প্রবীণদের সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৫. প্রবীণদের অধিকারের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশে প্রবীণ কল্যাণ বর্ণনা করতে পারবে। আবেগীয় ৭. প্রবীণদের অধিকার যাতে লজ্ঘিত না হয় সে বিষয়ে সচেতন হবে।	● প্রবীণ অধিকারের ধারণা ও প্রবীণদের অধিকারসমূহ ● প্রবীণদের সমস্যাসমূহ ● অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রবীণদের অধিকারের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত ● বাংলাদেশে প্রবীণ কল্যাণ কার্যক্রম	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ তোমাদের পরিবারে প্রবীণ মানুষটির অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ○ তোমার পাড়াতে বা মহল্লায় প্রবীণরা কোন কোন স্বাধীনতা ভোগ করে চিহ্নিত কর। ○ গ্রামীণ প্রবীণরা পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকারগুলো ভোগ করে চিহ্নিত কর। ○ তোমার পরিবার বা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে প্রবীণরা পরিচর্যা সংশ্লিষ্ট কোন অধিকারগুলো ভোগ করে নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে চিহ্নিত কর। ○ তোমার পরিচিত কোনো প্রবীণ ব্যক্তির সমস্যাগুলো চিহ্নিত কর। ○ তোমার গ্রামের নারী অধিকারের উপর যৌতুকের প্রভাব : একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত কর। ○ বাংলাদেশে প্রবীণদের কল্যাণে কার্যক্রমগুলো চিহ্নিত কর। ○ প্রবীণ কল্যাণে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, দলীয়ভাবে মতামত দাও।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। ● কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ● একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

একাদশ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. যৌতুকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. যৌতুকের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. যৌতুক নিরোধ আইনের ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. যৌতুক প্রতিরোধ ও সমাধানে সামাজিক আন্দোলনের পদক্ষেপ বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বাল্যবিবাহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. বাল্যবিবাহের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়নের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১১. যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়নের ক্ষতিকর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১২. যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা ও বিরত রাখার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।	• যৌতুকের ধারণা,কারণ ও প্রভাব • যৌতুক নিরোধ আইন • যৌতুক প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন • বাল্যবিবাহের ধারণা ও কারণ • বাল্যবিবাহের প্রভাব, প্রতিরোধ ও আইন • যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়নের ধারণা ও কারণ • যৌন হয়রানি ও যৌন নিপিড়নের ক্ষতিকর প্রভাব এবং এ অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা রাখার উপায়	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- • তোমাদের নিজ অভিজ্ঞতায় যৌতুকের একটি ঘটনার আর্থ সামাজিক ও মানসিক প্রভাব চিহ্নিত কর। • তোমার নিজ এলাকায় গ্রামীণ ও শহুরে পরিবেশে যৌতুকের কারণ চিহ্নিত করে তুলনা কর। • বোর্ডে উল্লেখিত সারণির তথ্য ব্যবহার করে যৌতুকের প্রভাব বিশ্লেষণ কর। • পাঁচ জনের দল গঠন করে প্রত্যেক দল যৌতুকের বিরুদ্ধে একটি করে শ্লোগান তৈরি কর। শ্লোগানগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নাও। • আইন অনুযায়ী ফিরোজা কী বিচার পেতে পারে? আদালতে বাদী ও বিবাদী পক্ষ গঠন করে বিচারক নির্বাচন কর এবং রায় তৈরি কর। • সফুরা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে যৌতুক প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তা চিহ্নিত করে তোমার নিজ এলাকার যৌতুক প্রতিরোধের পদক্ষেপ তৈরি কর। • 'কার্যকর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমেই সুন্দরপুরের জনগণ যৌতুককে না বলতে শিখেছে'- যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন কর ।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
মনোপেশিজ ১৩. এগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এবং অন্যকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে। **আবেগীয়** ১৪. যৌতুক,বাল্যবিবাহ,যৌন হয়রানি ও যৌন নিপিড়ন সম্পর্কে সচেতন হবে।		● তোমার নিজ অভিজ্ঞতায় নিজ পাড়া বা মহল্লার বাল্যবিবাহের কারণ সনাক্ত কর। ● ছকে অনুসরণ করে বর ও কনের বয়স বয়স অনুযায়ী কোনটি বাল্যবিবাহ/বাল্যবিবাহ নয় মন্তব্য কর। ● আয়েশার বয়স ১০, তার স্বামীর বয়স ৫০, এক্ষেত্রে আয়েশার শারীরিক ও মানসিক সম্ভাব্য পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ● তোমার অভিজ্ঞতা থেকে বাল্যবিবাহের কারণ ও ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত কর । ● তোমাদের সহপাঠী বিলকিসের বয়স ১৪ বৎসর। তার মন খুব খারাপ কারণ তার মা-বাবা তার বিয়ে ঠিক করেছেন। বিয়ের আর এক মাস বাকি। এ বিয়ে বন্ধ করার জন্য বিলকিস তোমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চায়। তোমরা কী কী করতে পারো তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কর? ● তোমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যৌন হয়রানিমূলক কয়েকটি আচরণ উল্লেখ কর। ● মনে কর তোমরা ১২/১৩ বছর বয়সের কিশোরী। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ২/৩টি বখাটে ছেলে তোমাদেরকে উত্যক্ত করে। এদেরকে একাজ থেকে বিরত রাখতে তোমরা কী কী করবে? ● মনে কর তোমরা ১৩/১৪ বয়সের ছেলে। তোমার সাথী মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্য তোমরা এসব বখাটে ছেলেদের কীভাবে মোকাবেলা করবে? ● প্রত্যেকে একটি করে যৌন হয়রানি/নিপীড়ন বিরোধী শ্লোগান তৈরি কর।	● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এ সকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষত) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়: আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. জাতিসঙ্ঘের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ৩. জাতিসঙ্ঘ গঠনের উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবে। ৪. জাতিসঙ্ঘের মৌলিক নীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৫. জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বিশ্ব শান্তি রক্ষীবাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৭. বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শান্তি রক্ষায় জাতিসঙ্ঘের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান উল্লেখ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৮. বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা,সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হবে।	• আন্তর্জাতিক সহযোগিতা : ধারণা ও গুরুত্ব • জাতিসংঘ ও এর গঠন • জাতিসংঘ ও এর গঠনের উদ্দেশ্য ও মৌলিক নীতি • জাতিসংঘের কাজ • বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা • বিশ্ব শান্তি রক্ষীবাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ মিডিয়ার খবরের উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখ। ○ জাতিসঙ্ঘের গঠন সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে একটি চার্ট তৈরি কর। ○ পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বাস্তবায়নের দু'টি করে উদাহরণ উল্লেখ করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি কর। ○ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কাজগুলো ছকের সাহায্যে উপস্থাপন কর। ○ জাতিসঙ্ঘের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের উপর একটি এক পাতার মূলায়ন প্রতিবেদন তৈরি কর। ○ বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সাম্প্রতিক কালে জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি পদক্ষেপের একটি তালিকা প্রস্তুত কর। ○ বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের অবদান ও আত্মত্যাগ উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধর। পত্র-পত্রিকার তথ্য ও ইন্টারনেট সার্চের সাহায্যে এটা করা যেতে পারে।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদন করবেন। একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

৮. শিক্ষাক্রম ছক

অষ্টম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ১৯৭০ এর নির্বাচনোত্তর জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ২. ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মূলকথা জানবে ও এর গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করতে পারবে। ৩. ২৫ মার্চ নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিবরণ দিতে পারবে ও এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করবে। ৪. ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা উল্লেখ করতে পারবে। ৫. মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির বিবরণ দিতে পারবে ও অস্থায়ী সরকারের গঠন ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৬. মুক্তিবাহিনীর গঠন বর্ণনা করতে ও তাদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৭. সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৮. মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির সহযোগিতার স্বরূপ বর্ণনা ও মূল্যায়ন করতে পারবে। ৯. মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। ১০. মুক্তিযুদ্ধে যৌথ বাহিনীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১১. মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকবাহিনীর গণহত্যা ও অত্যাচারের বিবরণ দিতে পারবে। ১২. পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনা বলতে পারবে। ১৩. মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ১৪. দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত হবে।	**(ক) গঠন পর্ব (৮)** • ১৯৭০ এর নির্বাচনোত্তর প্রতিক্রিয়া • ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও বাঙালির স্বাধীনতার প্রস্তুতি • ২৫ মার্চের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ • ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা **(খ) পরিচালনা পর্ব (৯)** • মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও অস্থায়ী সরকার গঠন • মুক্তিবাহিনীর গঠন • সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা • মুক্তিযুদ্ধে দেশি ও বিদেশী সহযোগিতা • যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে চূড়ান্ত যুদ্ধ • গণহত্যা ও নির্যাতন • পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের • মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ,দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- • ১৯৭০ এর নির্বাচন পরবর্তী জনগণের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। • বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে তোমার মনের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর। • স্বাধীনতা ঘোষনার গুরুত্ব বর্ণনা কর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দুভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালিন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষত) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা,আচার-ব্যবহার,পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. উপনিবেশ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার বিস্তার ও অবসানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। ৩. বাংলায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদেও আগমন বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বাংলায় ইংরেজ শাসনের কার্যক্রম ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে পারবে। ৬. ইংরেজ কোম্পানি শাসনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ইংরেজ কোম্পানি শাসনকালে বাংলার আর্থ- সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। ৮. ইংরেজ কোম্পানি শাসনের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারবে। ৯. ব্রিটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। ১১. ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে। ১২. বাংলার জাগরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমি • ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ ও ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব • ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলন • পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ উপনিবেশ বিস্তারের কারণ চিহ্নিত করো। ○ উপনিবেশ যুগের বিস্তার বর্ণনা কর। ○ কোম্পানি আমলের চিত্র তুলে ধর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দুভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালিন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম (৮ পিরিয়ড) চলমান ২

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
১৩. ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের বিবরণ বর্ণনা করতে পারবে। ১৪. ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। ১৫. বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৬. বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল উপলব্ধি করতে পারবে। ১৭. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শেষে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৮. বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত রাখার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৯. বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২০. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ ও ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে। ২১. ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবে। আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব বর্ণনা করতে **আবেগীয়** ২২. বাংলার জাগরণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। ২৩. বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে গর্ববোধ করবে ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবে।		○ ঔপনিবেশিক যুগের ব্রিটিশ শাসন ব্যাখ্যা কর। ○ ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ ধারাবাহিকভাবে লিখ। ○ রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাশনের প্রতিষ্ঠা কিভাবে ঘটে তা উপস্থাপন কর।	• চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন (৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে উন্নয়নের ধারণা কিভাবে যুক্ত তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশে কীভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৬. উন্নত সংস্কৃতিকে অনুশীলন করবে এবং এর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার যোগ্যাতা অর্জন করবে । **আবেগীয়** ৭. নিজ সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন হবে।	• সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ধারণা • সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য • সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের দিক • বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারণাটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ○ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর। ○ বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতির প্রভাব চিহ্নিত কর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

চতুর্থ অধ্যায়: ঔপনিবেশিক যুগে প্রত্ন পরিচয় (৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঢাকা শহরে ঔপনিবেশিক যুগে নির্মিত ধর্মীয় স্থাপত্যগুলোর বিবরণ দিতে পারবে। ২. ঢাকা শহরের কোন কোন অংশে ধর্মীয় ইমারত নির্মিত হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ঔপনিবেশিক যুগে ঢাকায় নির্মিত উল্লেখযোগ্য লৌকিক ইমারতসমূহের বর্ণনা দিতে পারবে। ৪. কোন কোন ইমারত সরকারিভাবে আর কোনগুলো বেসরকারিভাবে নির্মিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৫. ঢাকার বাইরে কোন্ কোন্ অঞ্চলে জমিদাররা প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে। ৬. ঢাকার বাইরে জমিদারদের তৈরি মন্দির সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. প্রত্ননিদর্শনের আলোকে ঔপনিবেশিক যুগে সোনারগাঁওয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. পানামনগর ও সরদার বাড়ির বর্ণনা করতে পারবে। ৯. ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্ননিদর্শন কোন কোন যাদুঘর ও সংগ্রহ শালায় রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবে। ১০. জাদুঘরে সংগৃহীত নিদর্শনগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১১. প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নসম্পদের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে এবং এসব সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে।	● প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নসম্পদ ● ঢাকা ও অন্যান্য এলাকার প্রত্নক্ষেত্র -ধর্মীয় ইমারত (মসজিদ, সমাধি, মন্দির ইত্যাদি), লৌকিক ইমারত (প্রাসাদ, প্রাশাসনিক ইমারত, পানামনগর-সোনারগাঁও, সরদারবাড়ি-সোনারগাঁও, জমিদারদের গড়া ইমারত ইত্যাদি) ● বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ ঔপনিবেশিক যুগে ঢাকায় নির্মিত ধর্মীয় স্থাপত্যগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর। ○ ঔপনিবেশিক যুগে ঢাকায় নির্মিত লৌকিক ইমারতগুলোর নাম লিখ। ○ জাদুঘরে রাখা প্রত্ননিদর্শনের শ্রেণিভিত্তিক একটি তালিকা প্রস্তুত কর।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ● কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ● একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

পঞ্চম অধ্যায়: সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন (৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সামাজিকীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার তুলনা করতে পারবে। ৩. সামাজিকীকরণে গণমাধ্যম ও তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা ও এর ইতিবাচক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে। ৪. সামাজিকীকরণে বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে ও এ সম্পর্কে বাস্তব তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করবে এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হবে।	• সামাজিকীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের প্রভাব • বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার • সামাজিকীকরণে তথ্য প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের ভূমিকা • বিশ্বায়ন ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ সামাজিকরণের মাধ্যম চিহ্নিত করে প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ○ গ্রাম ও শহরে শিশুর সামাজিকীকরণে পার্থক্য হওয়ার কারণ চিহ্নিত কর। ○ শিশুর সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা চিহ্নিত কর। ○ গণমাধ্যম শিশুর সামাজিকীকরণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। দলীয় মতামত দাও।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশের অর্থনীতি (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি), মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) ও মাথাপিছু আয়ের ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. দেশের মোট জাতীয় আয়ের যেসব খাত অবদান রাখছে তা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং অন্যান্য দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে তুলনা করতে পারবে। ৫. মানব উন্নয়ন সূচকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশের তুলনা করতে পারবে। ৭. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্স ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৮. মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মনোভাব অর্জন করবে।	● মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি), মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) ও মাথাপিছু আয় ● বাংলাদেশের অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য খাতের জিডিপিতে অবদান ● মানব উন্নয়ন সূচক ● মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশের তুলনা ● বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য খাত ● অর্থনীতিতে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্সের প্রভাব	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ● বাংলাদেশে মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে যে সাবখাত গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর তালিকা তৈরি কর। ● মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের সরকারি কিংবা বেসরকারি কার্যক্রমের তালিকা প্রস্তুত কর।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ● কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ● একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

সপ্তম অধ্যায়: বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সরকার পদ্ধতির বিভিন্ন ধরন সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির ধরন উল্লেখ করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। ৫. বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. বাংলাদেশের সরকার পরিচালনায় সুশাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে ও সুশাসনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে সহযোগিতার মনোভাব দেখাবে।	● সরকারের শ্রেণিবিভাগ ● বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি ● বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ● বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ● বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও কাজ ● স্থানীয় সরকার কাঠামো ● সরকার পরিচালনায় সুশাসন	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ● সরকার পদ্ধতির বিভিন্ন ধরনগুলো পোস্টার পেপার চার্টের সাহায্যে উপস্থাপন কর। ● বাংলাদেশ কেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র? তা কতিপয় উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণ কর।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ● কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ● একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশে দুর্যোগ (৯ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. দুর্যোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. দুর্যোগের ধরন উল্লেখ করতে পারবে। ৫. বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা - ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ বর্ণনা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের জীবন ও অর্থনীতির উপর এ সব দুর্যোগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। মনোপেশিজ ৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগে করণীয়, জীবন ও জীবিকা রক্ষায় উপযোগী পদক্ষেপের পরামর্শসহ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবে। **আবেগীয়** ৯. পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হবে।	• বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা • বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ ও প্রভাব • দুর্যোগের ধারণা • দুর্যোগের ধরন • বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যথা- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি • প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ • বাংলাদেশের জীবন ও অর্থনীতির উপর এ সব দুর্যোগের প্রভাব • দুর্যোগ প্রতিরোধ করণীয়	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ চিহ্নিত কর। ○ প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগের ৫টি করে উদাহরণ দাও। ○ দুর্যোগের ধরনের ছঁক একে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ চিহ্নিত কর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

নবম অধ্যায়: বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন (৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবে। ৩. জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে। ৪. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৫. জনসংখ্যা তথ্যের উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে সচেতন হবে।	● বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি ● জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ● জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক ● জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর কৌশল	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ,দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনসংখ্যা নাতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চিহ্নিত কর। ○ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রেণে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা চিহ্নিত কর। ○ জনসংখ্যা ও জনসম্পদ কিভাবে সম্পর্কিত উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ● কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ● একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

দশম অধ্যায়: বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা (৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. কিশোর অপরাধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। ৩. কিশোর অপরাধ প্রতিকারেরর উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৪. মাদকাসক্তির ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. মাদকাসক্তির কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। ৬. মাদকাসক্তি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. সমাজ জীবনে কিশোর অপরাধ ও মাদকাসক্তির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হবে এসব সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজবে এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হবে।	● কিশোর অপরাধ: কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ ● মাদকাসক্তি : কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ তোমার নিজের অভিজ্ঞতা ও পঠিত অধ্যায় থেকে শিশু কিশোর অপরাধের কারণ চিহ্নিত কর। ○ তোমার বিদ্যালয়ে পরিবেশকে কিভাবে ধূমপানহীন এলাকায় পরিণত করতে পার লিখ।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ● কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ● একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

একাদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-জাতিগোষ্ঠী (৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানবে এবং মানচিত্রে সনাক্ত করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সাথে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠী ও বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে।	● বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান ● বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা ● বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সাথে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ● বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠী ও বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ● বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন শ্রেণির কাজ, দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত কর।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ● কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ● একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের সম্পদ (৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যথা: বনজ, জলজ, কৃষিজ, খনিজ, মৎস্য ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প যেমন- পাট, বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট, ঔষধ, গার্মেন্টস, চিংড়ি, চা, চামড়া, তুলা, তামাক ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব শিল্পের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এগুলো সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করবে।	● বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ: বনজ, জলজ, কৃষিজ, খনিজ ও মৎস্য ● প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সম্পর্ক ● বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য ● বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প- পাট, বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট, ঔষধ, গার্মেন্টস, চিংড়ি, চা, চামড়া, তুলা, তামাক ইত্যাদি ● বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব শিল্পের অবদান	● শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। ● শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকা প্রস্তুত কর। ○ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কিভাবে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে পরিবর্তিত করবে দলগতভাবে মতামত দাও। ○ বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের বাস্তব অবস্থার চিত্র তুলে ধরে প্রতিবেদন তৈরি কর।	● শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। ● কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। ● একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। ● গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। ● চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। ● শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়: বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা যেমন- ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ফাও এবং ইউএনএফপি-এর গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে। ৩. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়নে এসব সংস্থার ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ হবে।	• আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব • ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ফাও এবং ইউএনএফপি-এর গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম • আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়নে এসব সংস্থার ভূমিকা	• শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা উপস্থাপন ও পাঠ আকর্ষণীয় করণে বিভিন্ন ছবি, পোস্টার, তথ্য, বাস্তব উপকরণ, মানচিত্র, প্রতিবেদন, নিজের তৈরি উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ফলপ্রসূ অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রে যেমন- আলোচনা পদ্ধতি, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, মাথা খাটানো, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করবেন। • শিক্ষক সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকশিত হয় এমন দলীয় কাজ এবং বাড়ির কাজ দিবেন। যেমন- ○ বাংলাদেশে ইউনিসেফের কর্মকাণ্ড ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাবের উপর একটি অনুসন্ধান মূলক প্রতিবেদন তৈরি কর।	• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন আবশ্যক। গঠনকালীন (Formative) ও চূড়ান্ত (Summative)- এ দু'ভাবে মূল্যায়ন করবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। যেমন- • পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে প্রশ্ন করা, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান। এক্ষেত্রে শিক্ষক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ব্যবহার করবেন। • কোনো নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন, তাদের কথোপকথন শুনবেন এবং নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। • একক বা দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কাজ দিবেন। • গঠনকালীন মূল্যায়ন এর কাজটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এটি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পাঠ উপাস্থাপনকালে মূল্যায়ন কাজ চালাবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন। • চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসেবে দু'টি সাময়িক পরীক্ষা এবং একটি বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। এসকল পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত করবেন। প্রশ্নসমূহ দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) রক্ষা করে প্রণীত হবে। • শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিষয়বস্তুভিত্তিক পরীক্ষা ছাড়াও তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আচার-ব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দিকসমূহ মূল্যায়নের আওতায় আনবেন।

১০. লেখক নির্দেশনা

বিষয়বস্তু উপস্থাপন

১. **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সমন্বিত পদ্ধতি (*Integrated Approach*) প্রয়োগে উপস্থাপন করতে হবে। একটি বিষয়বস্তু উপস্থাপনে লেখকগণকে বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক দিকের- (Dimension) ধারণা একীভূত (Unified) করে পাঠে সন্নিবেশন করতে হবে। যেমন- ইতিহাসে প্রাচীন বাংলার জীবন তুলে ধরতে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, ভূপ্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক সংশ্লিষ্ট একটি চিত্র একই স্তরে শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপন করতে হবে।

২. ক. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় লেখকদের বিষয়বস্তু সহজ এবং বোধগম্য করে চলতি ভাষার স্পষ্ট করে লিখতে হবে। প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর সাথে পিরিয়ড নির্ধারণ করা রয়েছে। সে অনুযায়ী দক্ষতাভিত্তিক শিখনফলের আলোকে বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করতে হবে যাতে পিরিয়ড মোতাবেক তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।
খ. পাঠের বিষয়বস্তু পাশাপাশি দুইটি পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়, তবে ক্ষেত্র বিশেষে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা উপস্থাপন করা যাবে।

৩. ক. প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রযোজ্য পরিসংখ্যান, সঠিক ও হাল নাগাদ উপাত্ত সংবলিত সারণি, চিত্র, চার্ট, রেখাচিত্র, গ্রাফ, মানচিত্র ইত্যাদি যুক্ত করতে হবে।
খ.তথ্যের উৎসের রেফারেন্স দেওয়ার সময় লেখকের নাম, গ্রন্থ, শিরোনাম, প্রকাশক, স্থান, প্রকাশ কাল ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।
গ. প্রতিটি ইউনিটে দক্ষতাভিত্তিক শিখনফলগুলো পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপির বামপাশে বক্সের ভিতরে লিখতে হবে।

৪. লেখার ধরন এমন হতে হবে যাতে দেশপ্রেম, সততা, নৈতিকতা, পরমত সহিষ্ণুতা, সংবেদনশীলতা এবং নিজ দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত হয় এবং কায়িক শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়।

৫. প্রত্যেকটি ইউনিটের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে গিয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিচিত পরিবেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উদাহরণ দিতে হবে। এছাড়াও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীরা যাতে অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনো বিষয়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।

৬. বিষয়বস্তু ও শিখনফলের চাহিদা মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কাজের প্রতিবেদন প্রণয়নে নির্দেশনা, উপস্থাপনা, দলগত কাজ, বির্তক, অভিনয় এবং চিত্র সংযোজন করতে হবে।

৭. দক্ষতাভিত্তিক শিখনফল অনুযায়ী বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা মাথা খাটানো (Brainstorming), জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কর্মসম্পাদন, বির্তক, আলোচনা অনুষ্ঠান, মূকাভিনয়, মৌখিক উপস্থাপন, প্রতিবেদন তৈরি, চিত্রাঙ্কন, সার-সংক্ষেপ, পোস্টার লিখন, সমস্যা সমাধান ইত্যাদিতে অংশ নেয়ার সুযোগ পায়।

বানান রীতি

৮. পাঠ্যপুস্তকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলা একাডেমী- এর একই বানান রীতি মেনে চলতে হবে।

মূল্যায়ন কাঠামো

৯. প্রতিটি ইউনিট শেষে, অনুশীলনীতে সৃজনশীল (বহু নির্বাচনী প্রশ্ন- MCQ) তৈরির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক (Knowledge & Comprehension) প্রশ্ন ছাড়াও প্রয়োগ (Application), বিশ্লেষণ (Analysis), সংশ্লেষণ (Synthesis), মূল্যায়ন (Evaluation) এর উপর ভিত্তি করে MCQ তৈরি করতে হবে।

১০. এসইএসডিপি, এনসিটিবি প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ম্যানুয়াল সংগ্রহ করে প্রশ্নের নমুনা অনুযায়ী (সামাজিক বিজ্ঞান) সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করে পাঠ্যের প্রতিটি ইউনিটের অনুশীলনে সংযোজন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিটের শেষে কমপক্ষে ১টি সৃজনশীল ও ৪টি বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সংযোজন করতে হবে।

১১. **অধ্যায়ভিত্তিক নির্দেশনা**

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্য বইটিতে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রকৃতিসহ সম্প্রতিক সময়ের আর্থ-সামাজিক বিষয় যা বাংলাদেশের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন ধারণার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এক্ষেত্রে পাঠসমূহ এসব বৈশিষ্ট্যকে ইউনিট শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটা বৃহত্তর আঙ্গিক বিবেচনা করে প্রতিটি ইউনিটের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ইউনিট শিরোনামের আওতায় বিষয়বস্তুকে একাধিক বিভাগ ও উপ-বিভাগে (Section and Sub-section) বিন্যস্ত করে পাঠ উপস্থাপন করা যাবে।

শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ইউনিট-এ বিষয়বস্তুকে যেভাবে বিভাজন করে বিন্যস্ত করা হয়েছে সেভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তুসমূহের (Topic) সন্নিবেশন ঘটাতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক উপস্থাপন

১২. পাঠ্য পুস্তকের কভার পৃষ্ঠা বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করে এমন বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ থাকতে হবে।
১৩. কভার পৃষ্ঠার কাগজের মান উন্নত হতে হবে এবং কভার লেমিনেটিং করতে হবে।
১৪. পাঠ্য বইয়ের ভিতরের কাগজ মানসম্মত হতে হবে।
১৫. বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট ছবি, চার্ট, গ্রাফ প্রভৃতি আকর্ষণীয় ও স্পষ্ট হতে হবে।
১৬. **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** পাঠ্যপুস্তক ষষ্ঠ শ্রেণিতে **১৩**টি, সপ্তম শ্রেণিতে **১৩**টি এবং অষ্টম শ্রেণিতে **১৩**টি ইউনিট রচনা করতে হবে।
১৭. **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** পাঠ্য বইটি (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি) $\frac{১}{৮}$ সাইজের ফন্ট সাইজ ১৪, অনধিক ১৬০ পৃষ্ঠার মধ্যে হতে হবে।
১৮. ইউনিট শিরোনাম, শিখনফল, সাব-হেড শিরোনামের বিন্যাসে অক্ষর সাইজে পার্থক্য রাখতে হবে।
১৯. লেখক পাঠভিত্তিক পাঠ্য রচনায় ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত পাঠ লেখার ক্ষেত্রে পাশের নম্বর ও শিরোনাম লিখবেন এবং বামপার্শ্বে শিখনফল উপস্থাপন করবেন। শিক্ষাক্রমের শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলের মেট্রিক্স (৩) অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রমে বর্ণিত শিক্ষার্থীর কাজের ওপর শিক্ষার্থীর কর্মপত্র উপস্থাপন করবেন এবং শেষে অনুশীলনমূলক কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকশিত সংশ্লিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করবেন।

শিক্ষাক্রম

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

নবম–দশম শ্রেণি

১. ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** শিরোনামের বিষয়টি ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণিতে সাধারণ, মাদ্‌রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয় । ইতোমধ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে যার ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয়েছে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রম। এ শিক্ষাক্রমে এদেশের সমাজ, রাষ্ট্র, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনামূলক ধারণার সন্নিবেশন ঘটেছে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটবে।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধসম্পন্ন দেশাত্মবোধে জাগ্রত নাগরিক তৈরি এবং বৈশ্বিক বিষয়াবলির সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা যা তাদের জানার জগৎকে সমৃদ্ধ করবে। এই শিক্ষাক্রম অনুশীলনের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থী সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় জীবনদক্ষতার অধিকারী হবে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম, মূল্যায়ন কৌশল ও লেখক নির্দেশনা ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণ ক্ষমতা বিবেচনায় রেখে ব্যবহারিক জীবনে এ শিক্ষাক্রম প্রয়োগধর্মী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রত্যাশা করা যায় এ শিক্ষাক্রমের ফলপ্রসূ প্রয়োগে শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে অনুসন্ধিৎসু ও যৌক্তিক চিন্তার অধিকারী যা তাদের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ ও কর্মক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার উন্মোচন করবে।

২. উদ্দেশ্য

১. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করতে পারা এবং জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া।

২. বাংলাদেশের অভ্যুদয় পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৩. বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোয় সামাজিকীকরণের গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা এবং আদর্শ পরিবার ও সমাজগঠনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৪. সৌরজগতের শৃঙ্খলাভিত্তিক গতিশীলতা এবং ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণালাভের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে শৃঙ্খলাবোধ, সময় নির্ণয়, পরিবেশের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হওয়া।

৫. বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জলবায়ু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সচেতন হওয়া।

৬. বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীর গতিপথ ও জনজীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে জানা এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সংরক্ষণে সচেতন হওয়া।

৭. বাংলাদেশসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে সম্পদ সংরক্ষণ ও   যথাযথ ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন করা ।

৮. বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ , প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যাবলি, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নাগরিকের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে অবহিত হয়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্তব্যবোধে সচেতন হওয়া।

৯. বাংলাদেশের প্রচলিত কতিপয় আইন ও আইনের বিধিবিধান সম্পর্কে জানা এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১০. বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাতিসঙ্ঘ এবং জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বিশ্বশান্তির পক্ষে অবস্থান প্রকাশ করতে পারা।

১১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিষয়াদি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ধারণা অনুধাবন এবং ব্যবহারিক জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে অর্জিত জ্ঞান ও প্রয়োগের দক্ষতা লাভ করা।

১২. বাংলাদেশ ও বিশ্বের পরিবর্তনশীল   প্রেক্ষাপটে দেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যা অনুধাবন করা এবং মোকাবেলায় জীবনদক্ষতা প্রয়োগ করতে পারা।

৩. অধ্যায় বিন্যাস ও পিরিয়ড বণ্টন

অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ	অধ্যায় শিরোণাম	পিরিয়ড সংখ্যা	অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ	অধ্যায় শিরোণাম	পিরিয়ড সংখ্যা
প্রথম	পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭-১৯৭০)	১৮	ষষ্ঠ	বাংলাদেশের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২০
পরিচ্ছেদ-১.১	বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন	(৪)	পরিচ্ছেদ-৬.১	বাংলাদেশের নদ-নদী	(৮)
পরিচেচ্ছদ-১.২	বাঙালি জাতীয়তাবাদে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা	(৫)	পরিচ্ছেদ-৬.২	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ	(১২)
পরিচ্ছেদ-১.৩	সামরিক শাসন ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ (১৯৫৮-৭০)	(৯)	সপ্তম	রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন	৭
দ্বিতীয়	স্বাধীন বাংলাদেশ	২৬	অষ্টম	বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা	১৩
পরিচ্ছেদ-২.১	মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়	(৮)	পরিচ্ছেদ-৮.১	বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গসমূহ	(৭)
পরিচ্ছেদ-২.২	স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও মুজিব শাসন আমল	(৬)	পরিচ্ছেদ-৮.২	বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা	(৬)
পরিচ্ছেদ-২.৩	সামরিক শাসন আমল (১৯৭৫-৯০)	(৬)	নবম	বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন	১৫
পরিচ্ছেদ-২.৪	গণতন্ত্রের পুন:যাত্রাকাল	(৬)	দশম	জাতিসঙ্ঘ ও বাংলাদেশ	৬
তৃতীয়	বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ	১৪	একাদশ	জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	৮
পরিচ্ছেদ-৩.১	বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো	(৫)	দ্বাদশ	অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি	২০
পরিচ্ছেদ-৩.২	সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া	(৯)	পরিচ্ছেদ-১২.১	অর্থনীতির নির্ধারকসমূহ	(৬)
চতুর্থ	সৌরজগৎ ও ভূমণ্ডল	১৫	পরিচ্ছেদ-১২.২	বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি	(১৪)
পরিচ্ছেদ-৪.১	সৌরজগৎ	(৫)	এয়োদশ	বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা	১০
পরিচ্ছেদ-৪.২	বিশ্বের সময় নির্নয় পদ্ধতি	(৪)	চতুর্দশ	বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন	৮
পরিচ্ছেদ-৪.৩	পৃথিবীর গতি	(৪)	পঞ্চদশ	বাংলাদেশের কতিপয় সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইনের বিধি বিধান	২৩
পরিচ্ছেদ-৪.৪	জোয়ার-ভাটা	(২)			
পঞ্চম	বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু	১৩			
পরিচ্ছেদ-৫.১	বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি	(৮)			
পরিচ্ছেদ-৫.২	বাংলাদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ	(৫)			
					২১৬

৪. শিক্ষাক্রম ছক

নবম-দশম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় : পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭-১৯৭০) (১৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন (৪) ● ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ● আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি ও জাতিসজ্ঞ	● পাক-ভারতের মানচিত্রে দুই পাকিস্তানের দূরত্ব তুলে ধরা। ● চার্টের মাধ্যমে দুই অংশের ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য দেখানো। (চার্টে বর্ণমালা, ভাষা, পোশাক, খাদ্য ইত্যাদি পার্থক্য থাকবে)। ● পাই গ্রাফের পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখা প্রদর্শন। **দলীয় কাজ :** **বিষয় :** ‘উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র এ ঘোষণা ছিল অযৌক্তিক’ বিষয়টির পক্ষে যুক্তি স্থাপন।	**একক কাজ :** ● রাষ্ট্র ভাষা বাংলার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা।	● পূর্ববর্তী শ্রেণিতে উপস্থাপিত ভাষা আন্দোলন বিষয়ে আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে অধ্যায়ের সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। ● জাতীয়তাবাদের ধারণা বিষয় উপস্থাপনে সংযোজন করতে হবে। ● পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তান রাষ্টের রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবর্তিত আইন, নীতি ও অধিকার বিষয়ে যে বৈষম্য ছিল তা উপস্থানের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে হবে।
২. জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে ।		● ভাষা আন্দোলনের ছবি প্রদর্শন এবং সর্বস্তরের জনগণের আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও সমর্থনের বিষয়ে আলোচনা। **বির্তকের আয়োজন :** **বিষয় :**‘ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মানুষের গণচেতনার প্রথম সংগঠিত বর্হি:প্রকাশ’।	**বাড়ির কাজ :** ● জিন্নাহ্‌র ঘোষণার পর ২১ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় চার্টে তার একটি তালিকা তৈরি করে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের বিষয়টি তুলে ধরা।	● ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে আন্দোলনের দৃশ্য সংযোজন করতে হবে। ● জাতিসজ্ঞ কর্তৃক ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার চিত্র পাঠে উপস্থাপন করতে হবে এবং পাঠটি ভাষা আন্দোলনের জাতীযতাবাদের বিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট করে উপস্থাপন করতে হবে।

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
৩. জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. নিজ ও অপরের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ।		● সম্ভব হলে শহীদ দিবস বা অন্য সময় শহীদ মিনারে নিয়ে যাওয়া এবং শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ক্লাশে উপস্থাপন করা।	● শহীদ দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করা এবং বাংলা ভাষার চর্চার প্রতি আগ্রহ প্রকাশের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা।	
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. আওয়ামী মুসলিমলীগ ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিমলীগ থেকে আওয়ামীলীগে রূপান্তরের কারণ এবং ৪. ১৯৫৮পূর্ব রাজনৈতিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে।	বাঙালি জাতীয়তাবাদে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা *(৫)* ● আওয়ামী মুসলিমলীগ গঠন ● যুক্তফ্রন্ট গঠন, নির্বাচন ও সরকার	● যুক্তফ্রন্টে অংশগ্রহণকৃত দলগুলোর তালিকা তৈরি করতে দেয়া। ● চার্টে যুক্তফ্রন্টে ও অন্যান্য দলগুলোর আসন সংখ্যা দেখানো। ● যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভায় কর্মকাণ্ডের তালিকা তৈরি করতে দেয়া। **দলীয় কাজ:** যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভায় ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল “শাসক গোষ্ঠীর সৃষ্ট অরজকতা” আলোচনার মাধ্যমে পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন।	**মূল্যায়ন** ● যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভায় তালিকা তৈরি করে কর্মকাণ্ডের পক্ষে যুক্তি প্রদান করতে পারা।	

প্রথম অধ্যায় : পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭-১৯৭০) (১৮ পিরিয়ড) চলমান ৩

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবে।
২. পূর্ব বাংলার প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৩. তৎকালীন রাজনীতিতে ৬ দফার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
৫. উনসত্তরের গণআভ্যুত্থানের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে।
৬. স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে গণআন্দোলনের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।
৭. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বর্ণনা করতে পারবে এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

আবেগীয়
৮. দেশের স্বার্থরক্ষায় সচেতন হবে।</td>
<td>সামরিক শাসন ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ (১৯৫৮-৭০) (৯)
● ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন
● ৬ দফা মুক্তির সনদ
● ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা
● উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
● সত্তরের নির্বাচন ও পরবর্তী ঘটনা</td>
<td>● দুই পাকিস্তানের বৈষম্যের চিত্র গ্রাফে দেখানো।
● বৈষম্যের ক্ষেত্র ও ৬ দফার শর্তগুলো পোস্টারে উপস্থাপন করে আলোচনা করা।

● উনসত্তরের গণআভ্যুত্থানের ছবি প্রদর্শন ও প্রভাব আলোচনা করা।
● ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও তাদের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা চার্টে প্রদর্শন করা।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table><tr><th>বৈষম্যের ক্ষেত্র</th><th>বৈষম্যের সাথে সম্পর্কিত ৬ দফার শর্ত</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
বাড়ির কাজ :
● ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা</td>
<td>১৯৫৮ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা প্রভৃতি ঘটনার প্রামাণ্য চিত্র পাঠে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোজন করতে হবে।</td>
</tr>
</table>

দ্বিতীয় অধ্যায় : ২ : স্বাধীন বাংলাদেশ (২৬ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
২. স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনায় অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।
৩. মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র, পেশাজীবী, নারী, গণ মাধ্যম, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।
৪. স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।
৫. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।
৬. মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

আবেগীয়
৭. দেশের প্রতি ভালবাসা জন্মিবে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে।</td>
<td>মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়(৮)
• ৭ মার্চ ও স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা
• মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম
• মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও পেশাজীবীদের ভূমিকা
• স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান
○ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও চার জাতীয় নেতাসহ অন্যান্য
• মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব জনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা
• মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য</td>
<td>• ৭ই মার্চের ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন/ অডিও শোনানো এবং আলোচনা করা।
• অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের নামের তালিকা এবং তাদের কার্যক্রমের তালিকা পোস্টারে প্রদর্শন।
• সম্ভব হলে “মুক্তির গান” সিনেমার অংশবিশেষ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
• নারী, গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক কর্মী, পেশাজীবী কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখে ছিল দলে আলোচনা করা সম্ভব হলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কোন স্থান এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নিয়ে যাওয়া। এবং দলে প্রতিবেদন তৈরি করতে দেয়া।</td>
<td>• ছক পূরণ
<table><tr><th>৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক</th><th>গণ আন্দোলনের অবদান</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
• ছক পূরণ
<table><tr><th>বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ</th><th>মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
• স্বাধীনাতা ও বিজয় দিবসের বিভিন্ন উনুষ্ঠানে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা।</td>
<td>• পূর্ববর্তী শ্রেণির এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ভূমিকা বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে।
• স্বাধীনতাযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্য ছবি প্রযোজ্য পাঠে সংযোজন করে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে। যেমন- ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, মুক্তিযুদ্ধে পেশাজীবী, নারী ও সাংস্কৃতিক কর্মীর ভূমিকা
• স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান , চার জাতীয় নেতা, ভাসানী, মনিসিং, মুজাফ্ফর ও মনোরঞ্জন ধর এবং তাদের দলের অবদান সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে।</td>
</tr>
</table>

দ্বিতীয় অধ্যায় : ২ : স্বাধীন বাংলাদেশ (২৬ পিরিয়ড) **চলমান ২**

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুন:গঠন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে পারবে ।
২. ১৯৭২ এর সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. ১৯৭৫ সালে জাতির জনক ও চার জাতীয় নেতার হত্যা ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বর্ণনা করতে পারবে।
আবেগীয়
৪. জাতীর জনকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।</td>
<td>স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও মুজিব শাসন আমল (৬)
● যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গঠন প্রক্রিয়া
● ১৯৭২ এর সংবিধান প্রণয়ন পটভূমি
● ১৯৭৫ এর জাতির জনকসহ অন্যান্য হত্যাকান্ড</td>
<td>পোস্টারে যুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষেত্রগুলোর তালিকা প্রদর্শন ও তৎকালীন সরকারের কর্মকাণ্ডের আলোচনা
দলীয় কাজ
● ‘যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুর্নগঠন ছিল কঠিন কাজ’- দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি।
● জাতীয়র জনক ও চার জাতীয় নেতার ছবি প্রদর্শন এবং আলোচনা।</td>
<td>বাড়ির কাজ :
● দেশ পূর্নঃগঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কাজের তালিকা তৈরি করা।
● রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারা চার্টে প্রদর্শন কাজ।</td>
<td>● পরিচ্ছেদ ২.২, ২.৩ ও ২.৪ এর সূচনা বক্তব্য উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা রাখতে হবে।
● যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার ছবি ব্যবহার করতে হবে।
● জাতীর জনক ও তাঁর পরিবারের হত্যাকাণ্ড বর্ণনায় ইতিহাসে জঘন্যতম নির্মমতার দিক তুলে ধরতে হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. ১৯৭৫ পরবর্তী সামরিক শাসনের উত্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
২. ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যা এবং পরবর্তী
৩. নির্বাচন বর্ণনা করতে পারবে।
৬. ১৯৮২ সালের এরশাদের সামরিক শাসন ও তার প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে।
আবেগীয়
৫.সামরিক শাসনের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে।</td>
<td>সামরিক শাসনামল (১৯৭৫-১৯৯০) (৬)
● জেনারেল জিয়ার শাসনামল(১৯৭৫-৮১)
● জেনারেল এরশাদের শাসনামল(১৯৮২-৯০)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং গণতন্ত্রের পুন:যাত্রার বর্ণনা করতে পারবে।
২. বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা বর্ণনা করতে পারবে।
আবেগীয়
৩. গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।</td>
<td>গণতন্ত্রের পুন:যাত্রাকাল (৬)
● ১৯৯০ এর গণ অভ্যুত্থান ও গণতন্ত্রের পুন:যাত্রা
● বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা</td>
<td>● রাজপথে গণঅভ্যুত্থানের ছবি এবং নূর হোসেনের ছবি প্রদর্শন এবং আলোচনা।
● আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রার তালিকা তৈরি করতে দেয়া।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table><tr><th>সৈরতন্ত্রের অসুবিধা</th><th>গণতন্ত্রের সুবিধা</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>বাড়ির কাজ
● বিশেষ বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতির অগ্রগতি তুলে ধরা।
● অন্যের মতামতের মূল্য দেয় কিনা পর্যবেক্ষণ করা।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ (১৪ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. পরিবারের সাধারণ কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. বাংলাদেশের পরিবারে (গ্রাম ও শহরে) ধরন ও ভূমিকার পরিবর্তনের কারণ এবং সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৫. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রতি পরিবারের ভূমিকা ও মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
আবেগীয়
৬. পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ ভূমিকা পালনে সচেতন হবে।
বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. সামাজিকীকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. সামাজিকীকরণের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. বাংলাদেশের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪. আধুনিক বাংলাদেশে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
আবেগীয়
৬. ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে সমাজে ভূমিকা রাখতে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হবে।</td>
<td>বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো (৫)
● পরিবারের ধারণা
● পরিবারের প্রকারভেদ
● পরিবারের সাধারণ কার্যাবলি
● বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের পরিবারের ভূমিকা

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া (৯)
● সামাজিকীকরণের ধারণা
● সামাজিকীকরণের উপাদান
● সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
● বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া
● বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজে সামাজিকীকরণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য</td>
<td>অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
○ বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের পরিবারের ধরনের তুলনাকরতে দেওয়া।
○ শহর ও গ্রামভেদে পরিবারের ভূমিকা এবং ভূমিকা পরিবর্তনের কারণ চিহ্নিত করতে দেওয়া।

দলীয় আলোচনা
○ ‘পারিবারিক জীবনে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টির পেছনে পরিবারের ধরনের পরিবর্তনই দায়ী’- বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন।
○ ‘বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রতি গ্রামীণ পরিবারের চেয়ে শহরের পরিবারই অধিক যত্নশীল’- বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন।
প্রতিবেদন প্রস্তুত
○ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রতি পরিবারের ভূমিকা বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে দেওয়া।
প্রস্তুতকৃত কেস স্ট্যাডি উপস্থাপন
○ গ্রামের একটি শিশুর সামাজিকীকরণ বিষয়ে কেস উপস্থাপন করা।
○ শহরের একটি শিশুর সামাজিকীকরণ বিষয়ে কেস উপস্থাপন করা।
○ গ্রাম ও শহরের শিশু দুটির সামাজিকীকরণের তুলনা বিষয়ে বাড়ির কাজ করতে দেওয়া।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table>
<tr><th colspan="2">পরিবারের ভূমিকা</th><th colspan="2">ভূমিকা পরিবর্তনের কারণ</th><th colspan="2">সৃষ্ট সমস্যা</th></tr>
<tr><td>গ্রাঃ</td><td>শঃ</td><td>গ্রাঃ</td><td>শ;</td><td>গ্রাঃ</td><td>শঃ</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
● ছকটি পূরণ
<table>
<tr><th>পরিবর্তিত পরিবারের ধরন</th><th>পরিবারের ধরনের পরিবর্তনের কারণ</th><th>সৃষ্ট সমস্যা</th></tr>
<tr><td rowspan="3">একক / পিতৃবাস</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
● শিশু দু’টির সামাজিকীকরণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ছক পূরণ
<table>
<tr><th>স্থান</th><th>সাদৃশ্য</th><th>বৈসাদৃশ্য</th></tr>
<tr><td>গ্রাম</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>শহর</td></tr>
</table>
</td>
<td>● গ্রাম ও শহরের পরিবারের ছবি পাঠে সংযোজন করতে পারেন।
● শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তনের সাথে পরিবারের সামাজিকিরণ গভীরভাবে সম্পর্কিত লেখক পরিবারের ভূমিকার পরিবর্তনে সৃষ্ট সমস্যার গ্রাম ও শহর প্রেক্ষাপটে আলোকপাত করবেন।
● বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রতি পরিবারের ভূমিকা ও মনোভাব গ্রাম ও শহরে পরিবারের ভূমিকার মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে বিষয় উপস্থাপন করতে হবে।
● সামাজিকীকরণেও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং এক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশুদের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে।</td>
</tr>
</table>

চতুর্থ অধ্যায় : সৌরজগৎ ও ভূমণ্ডল (১৫ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১.সৌরজগতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২.সৌরজগতের গ্রহগুলোর বর্ণনা করতে পারবে।
৩.পৃথিবীতে জীব বসবাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪.ভূ-অভ্যন্তরের গঠন বর্ণনা করতে পারবে।</td>
<td>সৌরজগৎ (৫)
● সৌরজগতের ধারণা
● সৌরজগতের গ্রহসমূহ
● পৃথিবীতে জীব বসবাসের কারণ
● ভূ-অভ্যন্তরের গঠন</td>
<td>প্রদর্শনপর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে সৌরজগৎ ও গ্রহসমূহের ধারণা।
● পৃথিবীতে জীব বসবাসের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো বা নিয়ামকগুলো সনাক্ত করা।</td>
<td></td>
<td>● সৌরজগত এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>মনোপেশিজ
৫.সৌরজগৎ ও গ্রহসমূহের অবস্থান আঁকতে পারবে।

বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. নিরক্ষরেখা, সমক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা, মূল মধ্যরেখা, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. বিশ্বের সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখাগুলোর ভূমিকা নির্ণয় করতে পারবে।
৩. বাংলাদেশ ও পৃথিবীর যেকোন দেশের সময়ের পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা এবং সময় নির্ণয় করতে পারবে।

মনোপেশিজ
৪. বিভিন্ন রেখার অবস্থানিক চিত্র আঁকতে পারবে।</td>
<td>বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ণয় পদ্ধতি (৪)
● নিরক্ষরেখা, সমাক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা, মূল মধ্যরেখা, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা
● সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখার ভূমিকা</td>
<td>একক কাজ
● পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহে জীব বসবাসের অনুপযোগী হওয়ার কারণের তালিকা প্রস্তুত করতে দেওয়া।

প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● ভূ-গোলোক / গ্লোব অথবা বিশ্ব মানচিত্রে কাল্পনিক রেখাগুলোর অবস্থান চিহ্নিত এবং নতুন পরিস্থিতিতে (বাংলাদেশর সাথে অন্য দেশের) সময় নির্ণয় করা

একক কাজ
● গুরুত্বপূর্ণ কাল্পনিক রেখাগুলোর অবস্থান (ডিগ্রিতে°) ছকে লিপিবদ্ধ করা।

● নতুন পরিস্থিতিতে গাণিতিক জ্ঞান প্রয়োগ করে সময় নির্ণয় করতে দেওয়া।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table>
<tr><th>গ্রহ</th><th>জীব বসবাসের উপযোগী হওয়ার কারণ</th></tr>
<tr><td rowspan="3">পৃথিবী</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
● চিহ্নিত করণ
<table>
<tr><th>কাল্পনিক রেখা</th><th>ভূগোলোকে অবস্থান (ডিগ্রি°)</th></tr>
<tr><td>নিরক্ষরেখা</td><td></td></tr>
<tr><td>সমাক্ষরেখা</td><td></td></tr>
<tr><td>দ্রাঘিমারেখা</td><td></td></tr>
<tr><td>মূলমধ্যরেখা</td><td></td></tr>
<tr><td>আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা</td><td></td></tr>
</table>
● ছক পূরণ
<table>
<tr><th>স্থান</th><th>দ্রাঘিমা</th><th>সময়</th></tr>
<tr><td>A</td><td>৫০°পূর্ব</td><td>সকাল ৮টা</td></tr>
<tr><td>B</td><td>৭০°পূর্ব</td><td>?</td></tr>
</table>
</td>
<td>● ভূগোলকে কাল্পনিক রেখাগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে।

●</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. পৃথিবীর গতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ধারণার ব্যাখ্যা এবং পৃথিবীর ওপর এই গতির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
৩. দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. বার্ষিক গতির সাথে বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।
মনোপেশিজ
৬. নতুন পরিস্থিতিতে গাণিতিক জ্ঞান প্রয়োগ করে সময় নির্ণয় করতে পারবে।</td>
<td>পৃথিবীর গতি (৪)
● পৃথিবীর গতির ধারণা
● আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ধারণা ও এর প্রভাব।
● দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ
● পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ
● বার্ষিক গতি ও বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তন</td>
<td>প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● বিদ্যালয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে সুর্যের অবস্থান দেখিয়ে পৃথিবীর আবর্তনের ধারণা।
● মোমবাতি-গ্লোব ব্যবহার করে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির ধারণা।

একক কাজ
● নতুন পরিস্থিতিতে (তারিখ উল্লেখ করে) পৃথিবীর পরিক্রমণ গতিতে উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধের ঋতু পরিবর্তনের তালিকা প্রস্তুত করা।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table>
<tr><th>তারিখ</th><th colspan="2">ঋতু</th></tr>
<tr><th></th><th>উত্তর গোলার্ধ</th><th>দক্ষিণ গোলার্ধ</th></tr>
<tr><td>২৪ জুন</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২৫ সেপ্টেম্বর</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১১ ডিসেম্বর</td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
<td>● আহ্নিক গতি কাল্পনিক চিত্রে উপস্থাপন করতে হবে।
● সূর্যকে পরিক্রমণকালে (বার্ষিক গতি) পৃথিবীর অবস্থান চিত্রে দেখাতে হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. জোয়ার-ভাটার ধারণা,কারণ ও শ্রেণি বিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. পৃথিবীর ওপর জোয়ার-ভাটার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
মনোপেশিজ
৩. পরিবেশের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও অভিযোজনে সক্ষম হবে।</td>
<td>জোয়ার-ভাটা (২)
● জোয়ার- ভাটার ধারণা, কারণ, শ্রেণি বিভাগ
● পৃথিবীর ওপর জোয়ার-ভাটার প্রভাব</td>
<td>প্রদর্শন ,পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে পৃথিবী-চন্দ্র-সূর্য্যের আবস্থান দেখিয়ে জোয়ার-ভাটা সংঘটনের চিত্র উপস্থাপন করা

একক কাজ
● পৃথিবীর উপর জোয়ার-ভাটার প্রভাবের তালিকা প্রস্তুত করা</td>
<td>● ছক পূরণ
<table>
<tr><th colspan="2">জোয়ার-ভাটা</th></tr>
<tr><th>সুফল</th><th>কুফল</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>
</table>

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু (১৩ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা বর্ণনা করতে পারবে। ২. বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ভূপ্রাকৃতিক গঠন কিভাবে জনসংখ্যার (জনবসতি) বিস্তরণে প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের উপর জনবসতি বিস্তারের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে।	বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি (৫) • ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা • ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও গঠন • বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির গঠন ও জনসংখ্যা • বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারে জনবসতি বিস্তারের প্রভাব	**প্রদর্শন ,পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা** • বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ও সীমানা চিহ্নিত করা। • বাংলাদেশের মানচিত্রে ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করা। **দলগত কাজ** • বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূপ্রাকৃতিক গঠন বা ভূমিরূপের প্রকৃতি চিহ্নিত করা।	• নতুন পরিস্থিতি (দৃশ্যকল্প, চিত্র ইত্যাদি) দিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভূমির যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে জানা।	• বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত করে ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা উপস্থাপন করতে হবে। • বাংলাদেশের মানচিত্রে ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণি বিভাগ ছকে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের (ভারত, মায়ানমার ও নেপাল) জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের তুলনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের মানুষের জীবন- জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে।	বাংলাদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ (৮) • বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জলবায়ু • বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব	**একক কাজ** • বিদ্যালয়ের এলাকার ভূমি ব্যবহারে, জনবসতির বিস্তারের প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি। **প্রদর্শন ,পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা** • বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার ও নেপালের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের তালিকা পোস্টার পেপারে উপস্থাপন।	**বাড়ির কাজ** • প্রতিবেদনটি বাড়িতে করে শিক্ষককের নিকট জমা দেওয়া।	• বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কিত ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে। • ভূমিকম্পের ধারণা ব্যাখ্যা করার সময় প্লেটের ধারণা ব্যাখ্যা করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু (১৩ পিরিয়ড) **চলমান ২**

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
৪. ভূমিকম্পের ধারণা ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত কয়েকটি দেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশকে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয় ও মনোপেশিজ** ৮. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সচেতন হবে এবং অভিযোজনে সক্ষমতালাভ করবে। ৯. ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে।	• ভূমিকম্পের ধারণা ও কারণ • বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল ও বাংলাদেশ • ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।	**দলীয় কাজ** • বাংলাদেশের কোন কোন জীবিকা জলবায়ুর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল তার তালিকা প্রস্তুত করা। **একক কাজ** • যেকোন একটি জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি। **প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা** • বিশ্বের ও বাংলাদেশের মানচিত্রে ভূমিকম্প ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করা। • বিশ্বের ভয়াবহ ভূমিকম্প গুলোর ধ্বংসাত্মক ফলাফলের উপর নির্মিত প্রতিবেদন ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন। **একক কাজ** • ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদেক্ষপ গুলোর তালিকা প্রস্তুত করা। **দলীয় কাজ** • ভূমিকম্প চলাকালীন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মহড়া দেয়া।	• ছক পূরণ **ভূমিকম্প** প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ১. ২. ৩. ৪.	

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ (২০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১.বাংলাদেশের প্রধান নদ–নদীগুলির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, কর্নফুলী, ব্রহ্মপুত্র ও পশুর) উৎপত্তিস্থল, প্রবাহপথের বিবরণ দিতে পারবে এবং এগুলো সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
২.নদ-নদী ও জনবসতির নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩.বাংলাদেশের কেনো কোনো অংশে পানির অভাবের কারণ সাথে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের নদীর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪.বাংলাদেশের কোন কোন অংশে পানির অভাবের কারণে সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং সমাধান পদক্ষেপ সম্পর্কে মতামত ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.যাতায়াত, জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

আবেগীয়
৬.পানির অভাব দূরীকরণে নদী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে।</td>
<td>বাংলাদেশের নদ-নদী ও পানি সম্পদ (৮)
● বাংলাদেশের প্রধান নদ–নদীগুলির উৎপত্তিস্থল ও প্রবাহপথ
● নদ-নদী ও জনবসতির পারস্পরিক সম্পর্ক
● বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে পানির অভাবের কারণ, প্রভাব ও সমাধান পদক্ষেপ
● যাতায়াত, জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীর পথের ভূমিকা</td>
<td>প্রদর্শন,পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● বাংলাদেশের মানচিত্র প্রদর্শন করে প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহপথের ধারণা।
● যে নদীগুলোর প্রবাহ ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রদর্শন।

দলীয় কাজ
● নদীর ওপর নির্ভরশীল কর্মকাণ্ডের তালিকা প্রস্তুত।

● নদী প্রবাহ ক্ষীণ বা শুকিয়ে যাওয়ার কারণে কী কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত করা।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table>
<tr><th>নদীর উপর নির্ভরশীল কর্মকাণ্ড</th></tr>
<tr><td>১.</td></tr>
<tr><td>২.</td></tr>
<tr><td>৩.</td></tr>
<tr><td>৪.</td></tr>
</table>
● ছক পূরণ
<table>
<tr><th>প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র</th><th>নদী প্রবাহ হ্রাসের ফলে প্রতিক্রিয়ার ধরন</th></tr>
<tr><td>মানুষ</td><td></td></tr>
<tr><td>উদ্ভিদ</td><td></td></tr>
<tr><td>প্রাণি</td><td></td></tr>
<tr><td>আবহাওয়া ও জলবায়ু</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>● মানচিত্রে নদ-নদী ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দেখাতে হবে।

● বাংলাদেশের বনজ সম্পদের বর্ণনায় বনভূমির শ্রেণিবিভাগ উপস্থাপন করতে হবে।</td>
</tr>
</table>

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ (২০ পিরিয়ড) **চলমান ২**

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১.প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২.বালাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের (খনিজ, বনজ, কৃষিজ, পানি-সমুদ্র সম্পদ) সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের (ভারত, মায়ানমার, নেপাল) প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনা করতে পারবে।
৩.পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪.বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবে।
৬.বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসব সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

আবেগীয়
৭.প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন হবে।</td>
<td>বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (১২)
● প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা
● বাংলাদেশের ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ
● পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা
● বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব
● বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ
● বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব</td>
<td>একক কাজ
● নদী সংরক্ষণে কী ধরনের সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তার তালিকা প্রস্তুত করা।

প্রদর্শন,পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার ও নেপালের প্রাকৃতিক সম্পদের (খনিজ, বনজ, কৃষিজ, পানি-সমুদ্র) পরিমাণ পাই চার্টে উপস্থাপন।
● পোস্টার পেপারে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা।
● মানচিত্রে বাংলাদেশের বনভূমিগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করা।

দলীয় কাজ
● বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো অর্থনীতির কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে তার একটি তালিকা প্রস্তুত।

একক কাজ
● বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো সংরক্ষণের কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায় তার তালিকা প্রস্তুত।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table><tr><th>নদী সংরক্ষণে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ</th></tr><tr><td>১.</td></tr><tr><td>২.</td></tr><tr><td>৩.</td></tr><tr><td>৪.</td></tr></table>
● ছক পূরণ
<table><tr><th>প্রাকৃতিক সম্পদ</th><th>অবদান</th></tr><tr><td>কৃষিজ</td><td></td></tr><tr><td>বনজ</td><td></td></tr><tr><td>খনিজ</td><td></td></tr><tr><td>পানি-সমুদ্র</td><td></td></tr></table>
● ছক পূরণ
<table><tr><th>প্রাকৃতিক সম্পদ</th><th>সংরক্ষণের পদক্ষেপ</th></tr><tr><td>কৃষিজ</td><td></td></tr><tr><td>বনজ</td><td></td></tr><tr><td>খনিজ</td><td></td></tr><tr><td>পানি-সমুদ্র</td><td></td></tr></table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

সপ্তম অধ্যায়: রাষ্ট্র , নাগরিকতা ও আইন (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. রাষ্ট্রের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. নাগরিকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. আইনের ধারণা **ব্যাখ্যা করতে পারবে** ৬. **আইনের** উৎস ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ বর্ণনা করতে পারব এবং এ ব্যাপারে সচেতন হবো। **আবেগীয়** ৯. নাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্বপালনে উদ্বুদ্ধ হবে।	• রাষ্ট্রের ধারণা • রাষ্ট্রের কার্যাবলি • নাগরিকের ধারণা • নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য • আইনের ধারণা • **আইনের** উৎস • সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা • বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ	কেস উপস্থাপন (শিক্ষক) এবং আলোচনা (শিক্ষক-শিক্ষার্থী) • রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের ভূমিকা (দেশরক্ষা, ভোটদান, কর প্রদান, আইন মান্য প্রভৃতি) সম্পর্কিত লিখিত কেস উপস্থাপন এবং দায়িত্ব চিহ্নিতকরণ। **ইঙ্গিত:** • রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের ভূমিকা প্রতিফলিত হয় এমন ঘটনা নিয়ে শিক্ষক পাঠদানের পূর্বে কেস প্রস্তুত করবেন। • কেসের বর্ণনায় আইন অমান্য করা, সততার সাথে ভোট দানের সবল দু'টি দিক, কর দেয়া ও না দেয়ার প্রভাব, সরাকারি দায়িত্ব পালনের ভাল-মন্দের দিক এবং সুলিখিত নাগরিক তৈরিতে সন্তানের শিক্ষাদান বিষয় উপস্থাপন করতে হবে।	• কেস থেকে অনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা কেস থেকে • নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি ছক প্রস্তুত করা। • নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের পর্যালোচনা করা। **ইঙ্গিত:** • শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করা • প্রচলিত আইনের প্রতি সচেতনতা । • ভোট প্রদানে উৎসাহিতকরণ।	

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১.বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২.রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৩.জাতীয় সংসদ এবং এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৪.জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫.বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৬.জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭.বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে । **আবেগীয়** ৮.অধিকার ও দায়িত্বে সচেতন হবে।	বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গসমূহ (৭) নির্বাহী বা শাসন বিভাগ আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ● নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ○ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি ● আইন বিভাগ ○ জাতীয় সংসদ এবং এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি ● জাতীয় সংসদ কর্তৃক শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ● বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ● অধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকা	**ভিডিও প্রদর্শন** ● জাতীয় সংসদের অধিবেশন **ইঙ্গিত** ● জাতীয় সংসদের বাজেট, আইন প্রণয়ন ও শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অধিবেশনের ভিডিও সংগ্রহ করা	● সংসদ অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করে কাজগুলো সনাক্ত করতে পারবে।	

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১.বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে। ২.বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৩.বাংলাদেশের উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪.অধিকার ও দায়িত্বে সচেতন হবে।	বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা (৬) • কেন্দ্রীয় প্রশাসন • বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন ও কার্যাবলি • বাংলাদেশের উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব	• **কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ছক প্রদর্শন এবং কোন কাজের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ভূমিকা উপস্থাপন।** • **জেলা প্রশাসকের কাজের ছক উপস্থাপন।**	• প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তার ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারা। • জেলা প্রশাসকের কাজ চিহ্নিত করতে পারা।	

নবম অধ্যায়: বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন (১৫ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. গণতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. রাজনৈতিক দলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭. বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৮. নির্বাচনী আচরণ বিধি বর্ণনা করতে পারবে।
৯. নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘন করার শাস্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

আবেগীয়
১০. গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন সম্পর্কে অবগত হয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে আগ্রহী হবে।</td>
<td>• গণতন্ত্রের ধারণা
• বাংলাদেশের গণতন্ত্র
• রাজনৈতিক দল
• গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা
• গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক
• বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া
• নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কাজ
• নির্বাচনী আচরণ বিধি
• নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘন করার শাস্তি</td>
<td>পোস্টার প্রদর্শন ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
• নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন আচরণ বিধিমালা সম্পর্কিত পোস্টার পর্যালোচনা
অথবা
ভিজিটর শিক্ষক আমন্ত্রণ।

ইঙ্গিত
• নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন সম্পর্কিত পোস্টার সংগ্রহ করতে হবে।
• ভিজিটর শিক্ষক আহবান করার ক্ষেত্রে নিজ বিদ্যালয়ের অথবা অন্য বিদ্যালয় থেকেও আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। ভিজিটর শিক্ষক এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন লিফলেট ব্যবহার করতে পারেন।
• প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছে এমন একজন শিক্ষককে শ্রেণির পাঠে আমন্ত্রণ জানানো এবং শ্রেণিতে নিজ অভিজ্ঞতা উপস্থাপন।</td>
<td>• নির্বাচন প্রক্রিয়ার পর্যায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারা।
• নির্বাচনি আচরণসমূহ চিহ্নিত করতে পারা।
• ছক পূরণ
<table><tr><th>নির্বাচনি আচরণ</th><th>আচরণ ভঙ্গের প্রকৃতি</th><th>শাস্তির বিধান</th><th>শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td>
<td>• পূর্ববর্তী শ্রেণির সংশ্লিষ্ট ধারণা সূচনা বক্তব্যে আলোচনা করতে হবে।

• নির্বাচন আচরণবিধির ছবি ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করা যেতে পারে।</td>
</tr>
</table>

দশম অধ্যায়: জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ(৬ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১.জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে।
২.বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা বাখ্যা করতে পারবে।
৩.নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দুরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪.বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।

আবেগীয়
৫.বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।</td>
<td>• জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি
• বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা
• নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দুরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা
• জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা</td>
<td>দলগত কাজ
• নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং বৈষম্য বিলোপে জাতিসংঘের ভূমিকা চিহ্নিত করা
• পর্যবেক্ষণ এবং অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
• জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তি রক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের ছবি প্রদর্শন এবং ভূমিকা চিহ্নিতকরণ

ইঙ্গিত
• বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তি রক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি একটি পোস্টার পেপারে লাগিয়ে প্রদর্শন করতে হবে</td>
<td>• বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যের ছক প্রস্তুত এবং জাতিসংঘের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারা
<table>
<tr><th>নারীর প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্র</th><th>জাতি সংঘের ভূমিকা</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
• বাংলাদেশের শান্তি রক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারা এবং শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা
<table>
<tr><th>শান্তি রক্ষা বাহিনীর ভূমিকার ক্ষেত্র সমূহ</th><th>ভূমিকার প্রতি শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া</th></tr>
<tr><td></td><td>• নিজ দেশের যোদ্ধাদের বীরত্বে গর্ববোধ করা</td></tr>
<tr><td></td><td>• সততা ও দেশের মান উজ্বল হওয়ায় গর্ব করা</td></tr>
</table>
</td>
<td>• পাঠ উপস্থাপনে মানবাধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে হবে।
• জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের সৈনিকদের ভূমিকার ছবি ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করা যেতে পারে।</td>
</tr>
</table>

একাদশ অধ্যায়: জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (৮ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১.বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২.বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বণ্টন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবে।
৩.বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয়রোধের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪.বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করতে পারবে।
৫.বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে।

আবেগীয়
৬.সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয়রোধে সচেতন হবে।
৭.বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে।</td>
<td>● জাতীয় সম্পদের ধারণা
● বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বণ্টন
● জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয়রোধ
● বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টন
● ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি
● সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি
● মিশ্র অর্থনীতি
● ইসলামি অর্থনীতি
● বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা</td>
<td>প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● পোস্টার পেপারে জাতীয় সম্পদের ধারণা।
● জাতীয় সম্পদের বণ্টন পাই চার্টের মাধ্যমে প্রদর্শন।

দলীয় কাজ
● জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধের উপায়গুলো চিহ্নিত করা।

প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● চার্টে বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের তালিকা প্রদর্শন করবে।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table>
<tr><th>সম্পদ</th><th>সংরক্ষণের উপায়</th><th>অপচয় রোধের উপায়</th></tr>
<tr><td>বনজ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>খনিজ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>কৃষিজ</td><td></td><td></td></tr>
</table>
বাড়ির কাজ
● বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের আলোকে যেকেনো দুইটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের তুলনা বা পার্থক্য নির্ণয় করে বাড়ির কাজ তৈরি করা।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

দ্বাদশ অধ্যায় : অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি (২০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. মোট জাতীয় উৎপাদন(জিএনপি),দেশজ উৎপাদন(জিডিপি) ও মাথাপিছু আয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. জিএনপি ও জিডিপি এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
৩. দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. কয়েকটি দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা করতে পারবে।

মনোপেশিজ
৫. ক্ষুদ্র পরিসরে জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয় হাতে-কলমে বের করতে পারবে।</td>
<td>পরিচ্ছেদ-১২.১: অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ (৬)
● মোট জাতীয় উৎপাদন(জিএনপি),
● দেশজ উৎপাদন(জিডিপি)
● মাথাপিছু আয়ের ধারণা
● দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহ
● কয়েকটি দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা</td>
<td>প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● পোস্টার পেপারে মোট জাতীয় উৎপাদন, দেশজ উৎপাদনের ধারণা ও খাতসমূহ উপস্থাপন।
● চার্টে কয়েকটি দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তালিকা প্রদর্শন।

একক কাজ
● দেশজ উৎপাদনের জাতীয় আয়ের খাতসমূহ চিহ্নিত করা।

● বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের (২/৩টি) জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা করা।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table>
<tr><th>দেশজ উৎপাদন</th><th>জাতীয় আয়ের খাতসমূহ</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
● ছক পূরণ
<table>
<tr><th>দেশ</th><th>জিএনপি</th><th>জিডিপি</th><th>মাথাপিছু আয়</th></tr>
<tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>● মোট জাতীয় উৎপাদন(জিএনপি), দেশজ উৎপাদন(জিডিপি) ও মাথাপিছু আয়ের ধারণার ব্যাখ্যায় উদাহরণ দিয়ে বিষয়বস্তু পরিষ্কার করতে হবে।
● কয়েকটি দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনার বিষয় উপস্থাপনে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কিত দেশসমূহের তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. উন্নত, অনুন্নত বেং উন্নয়নশীল দেশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. উন্নত, অনুন্নত বেং উন্নয়নশীল অর্থনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।

আবেগীয়
৭. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেতন হবে।.</td>
<td>বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি (১৪)
● বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ
● বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ
● বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ
● উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ ও এসব দেশের অর্থনীতি
● উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক</td>
<td>প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● পোস্টার পেপারে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা।
● বাংলাদেশের অর্থনীতির অনগ্রসরতার প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিত্রে প্রদর্শন।

একক কাজ
● বাংলাদেশে অর্থনীতির উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তার তালিকা প্রস্তুত করা।

প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● পোস্টার পেপারে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত কয়েকটি দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন।

একক কাজ
● উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর তালিকা প্রস্তুত করা।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table><tr><th>প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্র</th><th>প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়</th></tr><tr><td>প্রকৃতিক দুর্যোগ</td><td></td></tr><tr><td>নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন</td><td></td></tr><tr><td>বেকারত্ব</td><td></td></tr></table>
● ছক পূরণ
<table><tr><th>দেশ</th><th>মূল বৈশিষ্ট্য</th></tr><tr><td>উন্নত</td><td></td></tr><tr><td>উন্নয়নশীল</td><td></td></tr><tr><td>অনুন্নত</td><td></td></tr></table></td>
<td>● বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার কারণসমূহের মধ্যে আন্ত:সম্পর্কের ভিত্তিতে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে।
● বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে নিচের সমস্যাসমূহ যেমন- -উপনিবেশিক শাসন-শোষণ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, ত্রুটিপূর্ন শিক্ষা, নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন, শিল্পে অনগ্রসরতা, স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করা যেতে পারে।
● উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত অর্থনীতির ধারণা উপস্থাপনে উদাহরণ দিতে হবে।</td>
</tr>
</table>

ত্রয়োদশ অধ্যায় : বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা (১০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণা, ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
৭. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।

আবেগীয়
৮. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে।</td>
<td>● সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা
● বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস
● বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাত
● বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণা ও ধরন
● বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি
● বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
● দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাকের ভূমিকা</td>
<td>প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ চার্টে প্রদর্শন।

একক কাজ
● নিজ পরিবারের আয়-ব্যয় খাতসমূহ চিহ্নিত তালিকা প্রস্তত করা।

প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার (কার্যাবলী) ভিডিও চিত্র/ছবি উপস্থাপন।

কেস স্টাডি উপস্থাপন
● ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও স্ব-কর্মসংস্থানে সফলতা অর্জনের উপর একটি কেস স্টাডি আলোচনা।

একক কাজ
● বিভিন্ন ব্যাংকের কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table><tr><th>আয়ের উৎস</th><th>ব্যয়ের খাত</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
বাড়ির কাজ
● নিজ এলাকার কোনো ব্যক্তির উপর ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেছে এমন একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দেয়া।
● ছক পূরণ
<table><tr><th>ব্যাংক</th><th>কার্যাবলি</th></tr><tr><td>A</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td></tr></table></td>
<td>● আয়ের উৎসের ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে।

● বাংলাদেশ ব্যাংকের ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে।</td>
</tr>
</table>

চতুর্দশ অধ্যায় : বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন (৮ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪. বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৫. সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বাংলাদেশে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবে।

মনোপেশিজ
৬. সামাজিক পরিবর্তন জনিত অবস্থায় নিজেকে খাপখাওয়াতে সক্ষম হবে।

আবেগীয়
৭. সামাজিক পরিবর্তনজনিত বিষয়ে সচেতন হবে।</td>
<td>• সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা
• বাংলাদেশের সামাজ পরিবর্তনের উপাদান এবং এর প্রভাব
• সামাজিক পরিবর্তন ও নারীর ভূমিকা</td>
<td>• প্রদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
গ্রাম ও শহরের চিত্র-উপস্থাপন-করে পার্থক্য খুঁজে বের করা এবং এই পার্থক্যের কারণ এবং সমাজে কী কী প্রভাব লক্ষ করা যায় তা চিহ্নিত করতে দেওয়া অথবা
দলীয় আলোচনা
বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান ও এর প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করতে দেওয়া।

কেস স্টাডি উপস্থাপন
• আধুনিক সমাজে নারীর ভূমিকায় পরিবর্তন বিষয়ক একটি কেস স্টাডি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা অথবা উল্লিখিত একটি বিষয়ের উপর চিত্র উপস্থাপন করা।

• ইঙ্গিত:গৃহিণী ঈষিতার দৈনন্দিন ভূমিকা পালন
• ইঙ্গিত: একজন সংসদ সদস্য / থানা নির্বাহী কর্মকর্তা / ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান / মেম্বার / সেল্সম্যান / ডাক্তার / শিক্ষক / উকিল / ইঞ্জিনিয়ার / গার্মেন্টস কর্মী (নারীর ভূমিকার ছবি প্রদর্শন)</td>
<td>ছক পূরণ
<table>
<tr><th>সমাজ পরিবর্তনের কারণ (গ্রাম ও শহর ভেদে)</th><th>প্রভাব</th><th>প্রতিক্রিয়া</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
ছক পূরণ
<table>
<tr><th>গৃহিণীর ভূমিকা</th><th>গৃহিণী থেকে পরিবর্তিত ভূমিকা</th><th>প্রতিক্রিয়া</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
ছক পূরণ
<table>
<tr><th>নারীর ভূমিকা পরিবর্তনের কারণ</th><th>প্রভাব</th><th>প্রতিক্রিয়া</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>• শিল্পায়ন , নগরায়ন, শিক্ষা , প্রযুক্তি ও যোগাযোগের প্রভাব গ্রাম ও শহরভেদে উপস্থাপন করতে হবে।

• নারীর ভূমিকার পরিবর্তনের ছবি পাঠে সংযোজন করতে হবে।</td>
</tr>
</table>

পঞ্চদশ অধ্যায় : বাংলাদেশের কতিপয় সামাজিক সমস্যা ও এর প্রতিকার বিধান (২৩ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সামাজিক সমস্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশে সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রতিরোধ পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে পারবে। ৫. 'নারীর প্রতি সহিংসতা'- ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে । ৮. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতারোধে আইনের বিষয়বস্তু ও শাস্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতারোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. শিশুশ্রম ও কিশোর অপরাধের ধারণা, ধরন ও আইনি প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. মাতৃকল্যাণ এর ধারণা ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয় (৪) ● সামাজিক সমস্যার ধারণা ● সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ধারণা ● সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণ ● সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রভাব ● সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রতিরোধ পদক্ষেপ নারীর প্রতি সহিংসতা (৭) ● নারীর প্রতি সহিংসতা-ধারণা ● নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি ● নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ *নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব * নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের পদক্ষেপসমূহ ● শিশুশ্রম,কিশোর অপরাধ ও মাতৃকল্যাণ এর ধারণা, আইনি সুবিধা	**পর্যবেক্ষণ** ● সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে একটি কেস স্টাডি শ্রেণিতে উপস্থাপন। **দলীয় কাজ** ● উপস্থাপিত কেস স্টাডি থেকে সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত করা। ● শিক্ষক শ্রেণিতে একটি নির্যাতিত নারীর করুণ পরিনতির ঘটনার পেপার কাটিং প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে সরবরাহ করা। ● পেপার কাটিংএর বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে পড়তে বলা। ● পরবর্তিতে বিষয়টি প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের এক এক করে বোর্ডে এসে একটি করে পয়েন্ট লিখতে দেওয়া।	● *ছক পূরণ* সামাজিক নৈরাজ্য: কারণ | প্রভাব ● *ছক পূরণ* সামাজিক মূল্যেবোধের অবক্ষয়: কারণ | প্রভাব নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের পদক্ষেপ চিহ্নিত করার জন্য শিক্ষার্থীরা যে যে পয়েন্ট বোর্ডে লিপিবদ্ধ করেছে তা পর্যালোচনা করা। পাশাপাশি ক্লাস ক্যাপ্টেন কে সব পয়েন্টগুলো খাতায় লিখতে নির্দেশ দেওয়া।	● নারীর প্রতি সহিংসতা ও সামাজিক আন্দোলন কেসভিত্তিকভাবে পাঠে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

পঞ্চদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা(২০ পিরিয়ড) চলমান ২

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১২. এইচআইভিএইডসের ধারণা
১৩. এইচআ্ইভিএইডসের পরিস্থিতি ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৪. এইচআ্ইভিএইডসের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং প্রতিরোধ কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td>
<td>এইচআইভিএইডস (৪)
● এইচআ্ইভিএইডস ধারণা
● বাংলাদেশে এইচআইভিএইডস পরিস্থিতি
● এইচআ্ইভিএইডসের কারণ
● এইচআ্ইভিএইডসের প্রভাব ও প্রতিরোধ কার্যক্রম</td>
<td>প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● এইচআইভিএইডস এর উপরে একটি কেস স্টাডি উপস্থাপন।
দলীয় কাজ
● একটি চার্ট তৈরি করে এইচআইভিএইডস এর কারণ প্রভাব এবং প্রতিরোধের উপায় চার্টে লিপিবদ্ধ করা।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table><tr><th colspan="3">এইচআইভিএইডস</th></tr><tr><th>কারণ</th><th>প্রভাব</th><th>প্রতিরোধের উপায়</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td>
<td>● সড়ক দুর্ঘটনার ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে।
● দুর্ঘটনা হ্রাসের পদক্ষেপের চিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫. সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৬. বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবে।
১৭. সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৮. দুর্ঘটনামুক্ত বা নিরাপদ সড়ক করার উপায় এবং দুর্ঘটনা হ্রাসের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবে ।</td>
<td>সড়ক দুর্ঘটনা (৩)
● সড়ক দুর্ঘটনার কারণ
● বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি
● সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব
● নিরাপদ সড়ক করার উপায় এবং দুর্ঘটনা হ্রাসের পদক্ষেপ</td>
<td>প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● সড়ক দুর্ঘটনার উপর ভিডিও চিত্র প্রদর্শন।
দলীয় আলোচনা
● সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে করণীয় কী তা শ্রেণিতে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে বলবেন।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table><tr><th colspan="3">সড়ক দুর্ঘটনা</th></tr><tr><th>কারণ</th><th>প্রভাব</th><th>প্রতিরোধের উপায়</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>
বাড়ির কাজ
● বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনা পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন তৈরি</td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১৯. জঙ্গীবাদের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৮. জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ- পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে প্যারবে।জঙ্গীবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২০. জঙ্গীবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td>
<td>প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা
● ভিডিও প্রদর্শন জঙ্গীবাদী তৎপরতার ভয়ংকর ভিডিও ডুকমেন্টরী শ্রেণিতে যদি সম্ভব হয় তাহলে উপস্থাপন করা অথবা এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের পেপার কাটিং সংগ্রহ করতে দেওয়া
জঙ্গীবাদ (৩)
● জঙ্গীবাদের ধারণা
● জঙ্গীবাদের কারণ, জঙ্গীবাদের প্রভাব এবং প্রতিরোধ পদক্ষেপ</td>
<td>দলীয় কাজ
● জঙ্গীবাদী কার্যক্রম যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই কার্যক্রম থেকে নিজেদেরকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তার উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।</td>
<td>● ছক পূরণ
<table>
<tr><th colspan="3">জঙ্গীবাদ</th></tr>
<tr><th>কারণ</th><th>প্রভাব</th><th>প্রতিরোধের উপায়</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>আবেগীয়
২১. নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতন হবে।
২২. এইচআইভিএইড সম্পর্কে সচেতন হবে এবং আক্রান্ত রোগীর সেবায় স্বত:স্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে।
২৩. দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতন হবে।
২৪. ধর্মীয় আদর্শজীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে।
২৫. দুর্নীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২৬. দুর্নীতির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২৭. দুর্নীতির প্রভাব ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td>
<td>দুর্নীতি (২)
● দুর্নীতির ধারণা
● দুর্নীতির কারণ
● দুর্নীতির প্রভাব ও প্রতিরোধ</td>
<td>দলীয় আলোচনা
● দুর্নীতি কখনো জীবন চলার পথে আদর্শ হতে পারেনা এবং দুর্নীতি সমাজকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী দলীয় আলোচনা।
অংশগ্রহণ
● শিক্ষার্থীরা দুর্নীতি যে ভয়ঙ্কর খারাপ কাজ সে বিষয়ে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করা।</td>
<td>বাড়ির কাজ
দুর্নীতি প্রতিরোধে আমাদের করণীয় বিষয়ক শিরোনামে প্রতিবেদন তৈরি।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

৫. লেখক নির্দেশনাবাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

১. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় লেখকদের বিষয়বস্তু সহজ, বোধগম্য ও চলিত ভাষায় শ্রেণি উপযোগী করে লিখতে হবে। প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর সাথে পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারণ করা রয়েছে। সে অনুযায়ী দক্ষতাভিত্তিক শিখনফলের আলোকে বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করতে হবে যাতে পিরিয়ড মোতাবেক তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

২. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ভাষা প্রাঞ্জল এবং সহজবোধ্য হতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রেণি-উপযোগিকরণের বিচারবোধে যথেষ্ঠ সচেতন হতে হবে।

৩. পাঠ্যপুস্তক পাঠভিত্তিক উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীর কর্মপত্র তৈরি করতে হবে। কর্মপত্র হতে হবে শিখনফল পরিপূরণ করে এমন কাজ যা শ্রেণিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

৪. প্রতিটি অধ্যায় লেখার সময় ডোমেইনগুলোর (চিন্তনক্ষেত্রের- জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন; আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র) প্রতিফলন বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে লেখকগণকে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

৫. লেখার ধরন এমন হতে হবে যাতে বিষয়বস্তু অনুধাবনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণা অর্জনের মাধ্যমে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

৬. বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একই শ্রেণির অধ্যায় কিংবা অন্যান্য শ্রেণির ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি না হয় সে দিকে সচেতন হতে হবে।

৭. বিষয়বস্তু ও শিখনফলের চাহিদা মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শ্রেণির ও বাড়ির কাজ, বিতর্ক, দলগত কাজ ও চিত্র সংযোজন করতে হবে।

৮. দক্ষতাভিত্তিক শিখনফল অনুযায়ী বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা মাথা খাটানো, জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ, ছোটদলে বিভক্ত হয়ে কাজ সম্পাদন, মৌখিক উপস্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

৯. প্রতিটি অধ্যায় শেষে অনুশীলনীতে কমপক্ষে ২টি সৃজনশীল প্রশ্ন এবং জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর পূরণ করে এমন তিনধরনের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন সংযোজন করতে হবে।

বানান ও ভাষারীতি (Spelling & Language Rule)

১০. বাংলা একাডেমীর বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে।

১১. ভাষা হতে হবে সহজ, প্রাঞ্জল ও শ্রেণি উপযোগী।

অধ্যায় নির্দেশনা (Chapter Instruction)

১২. অধ্যায়সমূহকে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। লেখকগণ অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের শিরোনাম উল্লেখ করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন।

১৩. সূচিপত্রে অধ্যায়ের অন্তর্গত প্রতিটি বিষয় (যা শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত) পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করবেন।

পাঠ্যপুস্তক উপস্থাপন (Text Book Presentation)

১৪. পাঠ্যপুস্তকের কভার পৃষ্ঠা বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করে এমন আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ ব্যবহার করতে হবে।

১৫. বিষয় সংশ্লিষ্ট পাঠের ছবি প্রাসঙ্গিক, আকর্ষণীয় ও স্পষ্ট হতে হবে।

১৬. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পাঠ্য বইটি ১/৮ সাইজের, ফন্ট সাইজ ১৩, ২০০ পৃষ্ঠার মধ্যে হতে হবে।

১৭. অধ্যায় শিরোনাম, হেড শিরোনাম, সাবহেড শিরোনাম বিন্যাসে অক্ষর সাইজে সম্পাদনা শাখা কর্তৃক নির্দেশিত শর্ত অনুসরণ করতে হবে।।

১৮. লেখকগণ অধ্যায় শেষে অনুশীলনীতে মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করবেন।

শিক্ষাক্রম

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

নবম–দশম শ্রেণি

১. ভূমিকা

একটি স্বাধীন দেশের প্রত্যেক নাগরিকের তার দেশ-জাতির ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়, সেহেতু ইতিহাস চর্চার মাধ্যমেই একজন নাগরিক তার দেশের অতীত সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে। আত্মপরিচয় উদঘাটনের মাধ্যমে অতীতকে জেনে এবং অতীতের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চলার পথ নির্দেশে সফল ভূমিকা রাখতে প্রয়াসী হবে। বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা শিরোনামের শিক্ষাক্রম জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী মানবিক বোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ নাগরিক গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া হয়।

মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থীর নিজ দেশের ইতিহাস, জাতিসত্তা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বিশ্বসভ্যতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস কী ও কেন এবং বাংলার প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক যুগসহ বিশ্বসভ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চরম আত্মত্যাগের ফসল বাংলাদেশ। সুতরাং শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ উপমহাদেশের একটি স্বাধীন দেশ। সুতরাং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি আলোচনায় ভারতীয় উপমহাদেশের সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় অংশ আনা হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা বিষয়ের নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম, মূল্যায়ন কৌশল ও লেখক নির্দেশনা ছকের (মেট্রিক্স) মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধা বিবেচনায় রেখে ব্যবহারিক জীবনে এ শিক্ষা কার্যকর করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা বিষয় থেকে শিক্ষার্থীরা দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং বিশ্বসভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারবে। এতে শিক্ষার্থী মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হবে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও উপলব্ধির ভিত সুসংহত করবে।

২. উদ্দেশ্য

১. ইতিহাসের ধারণা লাভ এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

২. প্রাচীন বাংলার জনপদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুসন্ধানে উৎসাহী হওয়া।

৩. প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জাগরণ সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত সুসংহত করা।

৪. মধ্যযুগে বাংলার মুসলমান শাসকগণের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

৫. বাংলায় বিদেশি শাসন ও এর বিরুদ্ধে স্থানীয়দের প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৬. বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে ইংরেজ শাসনের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

৭. ভারত বিভক্তির পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ ও বৈষম্যমূলক ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ জেনে স্বাধিকার আন্দোলনের স্বরূপ উদঘাটনে সমর্থ হওয়া।

৮. স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিকাশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অবহিত হওয়া।

৯. উপমহাদেশ ও বিশ্বসভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মাধ্যমে প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১০. ইতিহাস শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তব জীবনে সত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৩. অধ্যায় বিন্যাস এবং পিরিয়ড বণ্টন

	অধ্যায়ের নাম	পিরিয়ড সংখ্যা
প্রথম	ইতিহাস পরিচিতি	০৫
দ্বিতীয়	প্রাচীন বাংলার জনপদ (নির্বাচিত)	০৫
তৃতীয়	প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (খ্রি:৩২৬-১২০৪খ্রি:)	১০
চতুর্থ	প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস	১৪
পঞ্চম	মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (খ্রি:১২০৪-১৭৫৭খ্রি:)	১৮
ষষ্ঠ	মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস	১২
সপ্তম	বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্ব	১০
অষ্টম	ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন	১৬
নবম	ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন	১৭
দশম	ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ	১৬
একাদশ	সামরিক শাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন (১৯৫৮খ্রি:-১৯৬৯খ্রি:)	১৫
দ্বাদশ	সত্তরে নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ	২৬
ত্রয়োদশ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল (১৯৭২খ্রি:-১৯৭৫খ্রি:)	০৮
চতুর্দশ	সামরিক শাসন ও তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ (১৯৭৫খ্রি:-১৯৯০খ্রি:)	১২
পঞ্চদশ	বিশ্বসভ্যতা (নির্বাচিত)	৩২

৪. শিক্ষাক্রম ছক

নবম-দশম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় : ইতিহাস পরিচিতি (০৫ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারণা, স্বরূপ ও পরিসর ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. ইতিহাসের উপাদান ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে।
৩. ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

আবেগীয়
৪. ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানার প্রতি আগ্রহী হবে।</td>
<td>• ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারণা এবং ইতিহাসের উপাদান

• ইতিহাসের প্রকারভেদ ও ইতিহাসের বিষয়বস্তু
• ইতিহাসের স্বরূপ ও পরিসর
• ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা</td>
<td>আলোচনা :
• শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় থেকে শুরু করা যেমন- মুক্তিযুদ্ধ থেকে তার প্রাপ্ত ধারণা।
প্রশ্নোত্তর :
• প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইতিহাস পরিচিতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্ব ধারণা যাচাই করে সম্পূর্ণ পাঠ্য বিষয় পঠন-পাঠনে আগ্রহী করা।

• ইতিহাসের ধারণা, উপাদান, বিষয়বস্তু, প্রকারভেদ পাঠের প্রয়োজনীয়তা, স্বরূপ ও পরিসর সম্পর্কে ধারণা। বিষয়টি তারা কতটুকু উপলব্ধি করলো বোঝার জন্য প্রশ্ন করা। যেমন- বিভিন্ন নিদর্শন, মুদ্রা, ইমারত, স্মৃতিস্তম্ভ, তাম্রলিপি ইত্যাদি থেকে কিভাবে ইতিহাসের উপাদান বা তথ্য পাওয়া যায়।
অভিজ্ঞতা বিনিময়:
• শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা।
বাড়ির কাজ (একক) :
• পিতা-মাতা উভয়ের তিন পুরুষের নাম ও আদিনিবাস সম্পর্কিত ছক পূরণ।
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">পিতৃকুল</th><th colspan="2">মাতৃকুল</th></tr>
<tr><td></td><td>নাম</td><td>আদি নিবাস</td><td>নাম</td><td>আদি নিবাস</td></tr>
<tr><td>১ম পুরুষ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২য় পুরুষ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩য় পুরুষ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
• বাস্তব জীবনে ইতিহাস যে সত্য চর্চা সম্পর্কে শিক্ষা দেয় সে সম্পর্কে উদাহরণ দেওয়া।</td>
<td>• শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১টি ঐতিহাসিক ঘটনা শোনা।

• ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তার উপর লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করা।</td>
<td>• ইতিহাস বিবর্তনের সময়কাল উল্লেখপূর্বক ইতিহাস ধারণার বিভিন্ন পরিবর্তন উল্লেখ থাকতে হবে।
• ইতিহাসের উপাদানে সম্ভব হলে প্রয়োজনীয় ছবি সংযোজনসহ বর্ণনামূলক বিবরণ থাকবে।
• বাস্তব জীবনে ইতিহাস যে সত্য চর্চা করে তা উদাহরণ দিয়ে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তায় বর্ণনা করতে হবে।
• ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিকারী দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার বর্ণনা থাকতে হবে।</td>
</tr>
</table>

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাচীন বাংলার জনপদ (নির্বাচিত) **(০৫ পিরিয়ড)**

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের মানচিত্রে প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর বর্তমান অবস্থান চিহ্নিত করে বর্ণনা করতে পারবে।	● নির্বাচিত জনপদ : গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র, তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রদ্বীপ ○ ভৌগোলিক অবস্থান ও নামকরণ	● বাংলাদেশের মানচিত্রে বিভিন্ন প্রাচীন জনপদের অবস্থান চিহ্নিতকরণ। **উপস্থিত বক্তৃতা :** ● ছোট ছোট কাগজে জনপদের নাম লিখে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রতি জনপদের জন্য ২ মিনিট বলতে দেওয়া।	● মানচিত্রে অবস্থান চিহ্নিতকরণে সঠিকতা নিরূপণ। ● মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে বিষয়ের যথার্থতা নিরূপণ।	● প্রাচীন বাংলার জনপদ সংবলিত মানচিত্রের সংযোজন করতে হবে। ● প্রাচীন জনপদগুলোর বর্তমান নাম এবং ভৌগোলিক অবস্থানের বিবরণ থাকবে।
২. প্রাচীন বাংলার তথ্য অনুসন্ধানে জনপদগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	○ ঐতিহাসিক গুরুত্ব	● প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন এবং প্রাচীন ও বর্তমান বাংলাদেশের যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে সংক্ষেপে তথ্য উপস্থাপন।		
আবেগীয় ৩. প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভে জনপদগুলোর গুরুত্ব জানতে আগ্রহী হবে।				

তৃতীয় অধ্যায় : প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (খ্রিস্ট পূর্ব ৩২৬-১২০৪ খ্রিস্টাব্দ) (১০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও তাঁদের শাসনকাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
২. প্রাক-পালযুগের বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
আবেগীয়
৩. প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক চর্চায় তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজ বংশসমূহের অবদান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হবে।
৪. গুরুত্বপূর্ণ রাজ বংশগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে জানতে সমর্থ হবে।</td>
<td>● প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও শাসনব্যবস্থা
○ মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলা
○ গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শশাংক
○ মাৎসান্যায় ও পাল বংশ (৭৫০ খ্রিঃ- ১১৬১ খ্রিঃ)
○ সেন বংশ (১১৬১ খ্রিঃ-১২০৪ খ্রিঃ)</td>
<td>শ্রেণির কাজ : (একক)
● প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজবংশের উপর কালানুক্রম চার্ট তৈরি করা।
শ্রেণি কাজ :
● প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশসমূহের অবদান সম্পর্কে ছক পূরণ করা।</td>
<td>● পূরণকৃত চার্টের সঠিকতা মূল্যায়ন করা।
ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>রাজবংশ</th><th>অবদান</th></tr>
<tr><td>মৌর্য</td><td>১.
২.
৩.</td></tr>
<tr><td>গুপ্ত</td><td>১.
২.
৩.</td></tr>
<tr><td>পাল</td><td>১.
২.
৩.</td></tr>
<tr><td>সেন</td><td>১.
২.
৩.</td></tr>
</table></td>
<td>● প্রাচীন হাতিয়ার এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট ছবি দিতে হবে।
● গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশের রাজত্বকালের ধারাবাহিক বর্ণনা থাকবে।
● দক্ষিণপূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহের বিবরণ দিতে হবে</td>
</tr>
</table>

চতুর্থ অধ্যায় : প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৪ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করতে পারবে।
২. প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বর্ণনা করতে পারবে।
৩. প্রাচীন বাংলায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. প্রাচীন বাংলার ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও রীতিনীতিতে জনগণের প্রদর্শিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ব্যাখ্যা করতে পারবে।
আবেগীয়
৫. প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশসমূহের অবদান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হবে।
৬. ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে।</td>
<td>● প্রাচীন বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি :
○ প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবন
○ প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিল্পকলা ও স্থাপত্য-ভাস্কর্য
○ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য: উদ্ভব ও বিকাশ
○ প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন ও মূল্যবোধ ও বিশ্বাস: ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও রীতিনীতি</td>
<td>● প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর (৩টি দলে বিভক্ত হয়ে) দলীয় কাজ উপস্থাপন।
● প্রাচীন বাংলার, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উপর ছবি প্রদর্শন।
চার্ট প্রদর্শন :
● প্রাচীন বাংলার দু'টি রাজবংশের উল্লেখযোগ্য দু'টি সাহিত্যকর্ম
<table><tr><th>পাল</th><th>সেন</th></tr><tr><td>১.
২.</td><td>১.
২.</td></tr></table>
● বাংলাদেশের প্রাচীন বিখ্যাত হিন্দু ও বৌদ্ধ এলাকাগুলো সম্পর্কে এবং তাঁদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা।</td>
<td>ছক পূরণ :
<table><tr><th></th><th>বৈশিষ্ট্য</th></tr><tr><td>স্থাপত্য</td><td>১.
২.
৩.</td></tr><tr><td>ভাস্কর্য</td><td>১.
২.
৩.</td></tr></table>
● মঠ ও মন্দির কোনটি উপাসনালয় ব্যাখ্যা দাও</td>
<td>● প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উৎসবের বর্ণনাসহ ছবি দিতে হবে। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতার উদাহরণ সংবলিত বর্ণনা থাকতে হবে।
● প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন (ময়নামতি, মহাস্থানগর, পাহাড়পুর, ওয়ারি বটেশ্বর ইত্যাদি) এর ছবি সংবলিত বর্ণনা দিতে হবে।</td>
</tr>
</table>

পঞ্চম অধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (১২০৪ খ্রিঃ-১৭৫৭ খ্রিঃ) (১৮ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. মধ্যযুগের বাংলার মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা পর্বের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।</td>
<td>● বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা :
○ বখতিয়ার খলজি
○ ইওয়াজ খলজি</td>
<td>● যে সকল বৈশিষ্ট্য বা উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রেক্ষাপটে প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগের বিভাজন ঘটে সে বিষয়ের আলোচনা দিয়ে শুরু করা।</td>
<td></td>
<td>● শাসক ও শাসনকালের বর্ণনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।
● শাসকগণের প্রয়োজনীয় চিত্র সংযোজন করতে হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>২. মধ্যযুগে সুলতানি আমলে বাংলার বংশানুক্রমিক শাসন এবং তাঁদের রাজনৈতিক কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td>
<td>● স্বাধীন সুলতানি আমল (১৩৩৬ খ্রিঃ-১৫৩৮ খ্রিঃ)
○ ইলিয়াস শাহী বংশ
○ রাজা গণেশ ও হাবশী শাসন
○ হুসেনশাহী বংশ</td>
<td>● কালানুক্রম তৈরি করে চার্টের সাহায্যে মুসলমানদের আগমনের পর যে সকল পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার কারণগুলো ও প্রভাব সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা।</td>
<td>ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>শাসকের নাম</th><th>কালানুক্রম</th></tr>
<tr><td>১. বখতিয়ার খলজি</td><td></td></tr>
<tr><td>২. ইলিয়াছ শাহ</td><td></td></tr>
<tr><td>৩. গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ</td><td></td></tr>
<tr><td>৪. আলাউদ্দীন হুসেন শাহ</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৩. বাংলায় আফগান শাসনামল ও শাসকগণের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
৪. বাংলায় বারভূঁইয়াদের ইতিহাস ও পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।</td>
<td>● আফগান শাসন ও বারভূঁইয়া (১৫৩৮ খ্রিঃ -১৫৭৬ খ্রিঃ)</td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>৫. মুঘল শাসনামলে বাংলায় সুবেদার ও নবাবদের শাসনকালের রাজনৈতিক দিকসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবে।</td>
<td>● মুঘল শাসন (১৫৭৬ খ্রিঃ - ১৭৫৭ খ্রিঃ : সুবেদারি ও নবাবি আমল</td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>আবেগীয়
৬. ধারাবাহিকভাবে মধ্যযুগে বাংলার মুসলমান শাসকগণের রাজনৈতিক ইতিহাস জানার মাধ্যমে জ্ঞানের ভিত সুসংহত হবে।</td>
<td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
</table>

ষষ্ঠ অধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. মধ্যযুগে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে সুলতান ও মুঘল শাসকগণের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার বিকাশে সুলতান ও মুঘল শাসকগণের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।
৩. মধ্যযুগে সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে বাংলার ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।
৪. মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশে সুলতান ও মুঘল শাসকগণের অবদান চিহ্নিত করতে পারবে।
আবেগীয়
৫. মধ্যযুগে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের ফলে বাঙালি জীবনপ্রণালী ও চিন্তাধারার ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ উপলব্ধিতে সক্ষম হবে।
৬. সুলতানি ও মুঘল আমলের অবদান ও স্থাপত্য, নিদর্শনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করে পরিদর্শনে আগ্রহী হবে।</td>
<td>● সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন (খাদ্য, পোশাক, অলঙ্কার ও সংগীত)
● অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্য
● স্থাপত্য ও চিত্রকলা
● ধর্মীয় অবস্থা
● ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা</td>
<td>● মুসলমানদের আগমনে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের প্রসার এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উপর কী পরিবর্তন এসেছে ছোট ছোট প্রশ্ন করা।
● বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের উপর একটি তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে ক্লাসে কিংবা ছোট ছোট দলে মৌখিকভাবে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা।
● আধুনিক বাংলাদেশের মুসলিম শাসনামলের স্মৃতিচিহ্ন বা নিদর্শনগুলো কোথায় আছে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করা। অট্টালিকা, ধ্বংসাবশেষ, অলঙ্কার, হাতিয়ার ও অস্ত্রসস্ত্র সমৃদ্ধ সম্ভাব্য ঐতিহাসিক স্থানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া এবং শিক্ষকের সহায়তায় প্রতিবেদন তৈরি করা।

ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>মুসলিম শাসকের নাম</th><th>তাঁর আমলের সাহিত্যকর্ম</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>১.</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>২.</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>৩.</td></tr>
</table></td>
<td>● লালবাগ কেল্লা, বড়কাটরা, পরিবিবির মাজার, সোনা মসজিদ, ষাট গম্বুজ মসজিদ এগুলো কোন শাসকের আমলের নিদর্শন তার তালিকা প্রস্তুত কর।
● প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা
● পূরণকৃত ছকের সঠিকতা নিরূপণ করা</td>
<td>● বিষয়বস্তুর সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন শাসকের বাসস্থান, সমাধি, দুর্গ, বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা, ইমারতের ছবি ইত্যাদি সংযোজন করে বর্ণনা করতে হবে।
● উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ও চিত্রকলার নিদর্শনের ছবি সংবলিত বর্ণনা থাকবে।
● সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বর্ণনায় শাসকগণের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সংবলিত উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করতে হবে।
● মধ্যযুগের পোশাক, অলংকার ও মুসলিম শিল্পের সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে হবে।
● মধ্যযুগে ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ এবং শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে বিবরণ থাকতে হবে।
● মধ্যযুগে মুসলমান শাসকগণের আগমনের ফলাফলের ইতিবাচক দিকগুলোর বর্ণনায় থাকতে হবে।</td>
</tr>
</table>

সপ্তম অধ্যায় : বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্ব (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলায় ইংরেজ শাসনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবে। ৩. ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় দেওয়ানী লাভের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● ইংরেজ শাসনের পটভূমি ● পলাশীর যুদ্ধ ● বক্সারের যুদ্ধ ● দেওয়ানী লাভ	**মানচিত্র প্রদর্শন :** ● যে সব ইউরোপীয় শক্তি ভারত উপমহাদেশে বাণিজ্য করতে আসে ইউরোপীয় মানচিত্রে তাদের অবস্থান চিহ্নিত করা। ● পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সৈনিকদের অবস্থান চিত্রের মাধ্যমে নির্দেশ করা। ● পলাশী যুদ্ধ পরবর্তীকালের নবাবদের তালিকা প্রস্তুত করা।	● ইউরোপীয় শক্তির ভারত বর্ষে আগমনের ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করা।	● মানচিত্রের মাধ্যমে পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বর্ণনা করতে হবে।
৪. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি ও এর ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	**বিতর্ক :** ● চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অন্তরায় ছিল।	● বিতর্কে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের মতামত ১. ২. ৩. ৪. ● চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা-অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা।	
আবেগীয় ৫. ইংরেজ শাসনের ফলে বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহ অনুধাবনে সক্ষম হবে।				

অষ্টম অধ্যায় : ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন (১৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ইংরেজ শাসনামলে বাংলায় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেক্ষিত এবং এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• প্রতিরোধ আন্দোলন • ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন • তিতুমীরের সংগ্রাম • নীল বিদ্রোহ • ফরায়েজি আন্দোলন	• কোন অবস্থার পরিপেক্ষিতে ফকির-সন্ন্যাসীরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে তার উপর একটি কেস স্টাডি প্রণয়নের গাইড লাইন দেওয়া। • তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার উপর একটি ডেমোনেস্ট্রেশন।	**কেস স্টাডি প্রস্তুত করা**	• বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ছবি ও অবদান উল্লেখপূর্বক বর্ণনা থাকবে।
২. নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে। **আবেগীয়** ৩. ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। ৪. বিভিন্ন সংস্কারক ও সংস্কার কর্মকাণ্ড জানার মাধ্যমে মুক্ত চিন্তায় অনুপ্রাণিত হবে।	• নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন • রাজা রামমোহন রায় • ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট • ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর • হাজী মুহম্মদ মহসীন • নবাব আব্দুল লতিফ • সৈয়দ আমীর আলী • বেগম রোকেয়া	**উপস্থিত বক্তৃতা :** • নবজাগরণ আন্দোলনের সংস্কারকদের সম্পর্কে উপস্থিত বক্তব্য লটারির মাধ্যমে নির্বাচন।	• উপস্থিত বক্তৃতার নির্ধারিত বিষয়টির উপর শিক্ষার্থীর মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়ন	

নবম অধ্যায় : ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন (১৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং এর ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবে।	• ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম	• বাহাদুর শাহ পার্কের ছবি প্রদর্শন করে কোন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৮৫৭ খ্রি: ভারতীয় সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে অনুসন্ধানমূলক একক কাজ। • ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহে কোন কোন ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এসেছিল তা চিহ্নিতকরণ।		• বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে প্রীতিলতার অবদানসহ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের ভূমিকার বর্ণনা করতে হবে। • প্রয়োজনীয় ছবি ও দৃশ্যের সংযোজন করতে হবে।
	• বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রিঃ-১৯১১খ্রিঃ) • স্বদেশী আন্দোলন • খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন • বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন (১৯১১-১৯৩০) • স্বরাজ ও বেঙ্গল প্যাক্ট	**বিতর্ক** • বেঙ্গল প্যাক্টে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন।	• বিতর্কে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের মতামত ১. ২. ৩. ৪.	
আবেগীয় ২. বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে। ৩. সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ে উদ্বুদ্ধ হবে।	• লাহোর প্রস্তাব • অখণ্ড বাংলার উদ্যোগ • বৃটিশ শাসন অবসান: ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয়	• লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান সৃষ্টি হয় নি–মানচিত্র প্রদর্শনপূর্বক শ্রেণিকক্ষে যৌক্তিকতা নিরূপণ।		

দশম অধ্যায় : ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ (১৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট এবং এর মর্যাদা বর্ণনা করতে পারবে।	• ভাষা আন্দোলন ○ পটভূমি ○ পর্যায় ○ তাৎপর্য ○ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা	**ভিডিও/চিত্র প্রদর্শন** • ভাষা আন্দোলনের উপর নির্মিত ভিডিও/চিত্র প্রদর্শন করা। • ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নকরণ। **অংশগ্রহণমূলক কাজ :** • শিক্ষকের সহায়তায় বিদ্যালয়ে উদযাপিত শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।	• প্রদর্শিত চিত্রের ঘটনাবলির উপর শিক্ষার্থীর মতামত ১. ২. ৩. ৪. • অংশগ্রহণকৃত দিবসের উপর প্রতিবেদন তৈরি করা • বাড়ির কাজের মূল্যায়ন	• অধ্যায়ের আলোচনার বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ছবি যেমন- শহীদ মিনার, শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণ, সভা সমাবেশ, মিছিলের ছবি সংযোজন করতে হবে। • আন্তর্জাতিকভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে স্বীকৃতি এবং মর্যাদার বর্ণনা থাকতে হবে।
৩. নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।	• রাজনৈতিক তৎপরতা ○ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ১৯৪৮ ○ আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৪৯	**বাড়ির কাজ :** • বিদ্যালয়ে উদযাপিত শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর প্রতিবেদন তৈরি।		
৪. যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং তৎপরবর্তী ঘটনা প্রবাহ মূল্যায়ন করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. ভাষা আন্দোলনের প্রতি সম্মান পোষণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে আগ্রহী হবে। ৬. রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে ভাব বিনিময়ে উৎসাহী হবে এবং অপরকেও উৎসাহী করবে।	• যুক্তফ্রন্ট এবং প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৫৪) ○ যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি এবং ২১দফা কর্মসূচি ○ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন এবং এর তাৎপর্য ○ নির্বাচন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ : পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন	**পোস্টার /চার্ট প্রদর্শন :** • যুক্তফ্রন্ট গঠনের কারণ চিহ্নিত করা ১. ২. ৩. ৪. ৫.	• বিষয়ের সঠিকতা নিরূপণ	

একাদশ অধ্যায় : সামরিক শাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন (১৯৫৮ খ্রিঃ-১৯৬৯ খ্রিঃ) (১৫ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr><td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে সৃষ্ট পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং এর ফলাফল বর্ণনা করতে পারবে।</td><td>• ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন এবং সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন
• ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ</td><td></td><td></td><td>• পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য আলোচনায় খাতওয়ারি বৈষম্যের পরিসংখ্যান উল্লেখ করতে হবে।
• রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের আলোচনায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।</td></tr>
<tr><td>৩. তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td><td>• পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য</td><td>• পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনচিত্র হিসেবে তখনকার খবরের কাগজে কী প্রতিবেদন থাকা ? শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যের দৃশ্য প্রতিফলিত করে এমন একটি চার্ট তৈরিতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।</td><td>ছক পূরণ :<table><tr><th>বৈষম্যের ক্ষেত্র</th><th>পূর্ব পাকিস্তান</th><th>পশ্চিম পাকিস্তান</th></tr><tr><td>অর্থনৈতিক</td><td></td><td></td></tr><tr><td>সামরিক</td><td></td><td></td></tr><tr><td>প্রশাসনিক</td><td></td><td></td></tr><tr><td>সাংস্কৃতিক</td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>৪. বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে ছয় দফার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।</td><td>• ছয়দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৫. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td><td>• ১৯৬৮ ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য)</td><td>কেস স্টাডি:
• ১৯৬৮ সালের ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা–একটি ষড়যন্ত্রমূলক মামলা।</td><td>• কেস স্টাডি মূল্যায়ন</td><td></td></tr>
<tr><td>৬. এগারদফা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।</td><td>• এগারদফা আন্দোলন</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৭. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষিত ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবে।</td><td>• ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান</td><td>পোস্টার/চার্ট প্রদর্শন :
• ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের উল্লেখযোগ্য ঘটনার তালিকা প্রস্তুত করা (একক কাজ)</td><td>• প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে বিষয়বস্তুর সঠিকতা নিরূপণ</td><td></td></tr>
<tr><td>আবেগীয়
৮. দেশের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ে সচেতন হবে।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

দ্বাদশ অধ্যায় : সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ (২৬ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।</td>
<td>● ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ</td>
<td rowspan="2">চার্ট তৈরিকরণ :
● ১৯৭০-এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল।
ধারাবাহিক ঘটনার তালিকা প্রস্তুতকরণ :
● ১৯৭০-এর নির্বাচন থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের।
পোস্টার/চার্ট প্রদর্শন :
● শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক চার্টে বা পোস্টারে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত্ত করবেন। শিক্ষার্থীরা উদ্ধৃত্ত বিষয়ে তাদের মতামত দিবে। (শ্রেণির কাজ)
ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>উদ্ধৃত্ত অংশ</th><th>শিক্ষার্থীর মতামত</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>১.</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>২.</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>৩.</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>৪.</td></tr>
</table></td>
<td rowspan="2">ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>রাজনৈতিক দল</th><th>প্রাপ্ত আসন</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
● ১৯৭০-এর নির্বাচন থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এর উল্লেখযোগ্য ৫টি ঘটনার তালিকা প্রস্তুত করা
১.
২.
৩.
৪.
৫.</td>
<td rowspan="2">● মুক্তিযুদ্ধ ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় ছবি সংযোজন করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন সংগঠনে পেশাজীবী, নারী ও প্রচার মাধ্যম (দেশি, বিদেশি) ছবি সংবলিত বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা করতে হবে।
● বাংলাদেশ নামের ধারাবাহিক ইতিহাস, জাতীয় পতাকার ছবি সংবলিত ইতিহাস ও জাতীয় সংগীত নির্ধারণের ইতিহাস থাকবে।
● মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত স্মৃতিস্তম্ভের ছবি সংবলিত বর্ণনা থাকবে।
● ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ছবি থাকতে হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td>২. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।</td>
<td>● মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা
○ স্বাধীনতা ঘোষণা ও বাংলাদেশ সরকার (মুজিব নগর) গঠন
● যুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলি
○ অবরুদ্ধ বাংলাদেশ
○ স্বাধীনতা বিরোধীদের অপতৎপরতা</td>
</tr>
</table>

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
৩. মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।	● মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন সংগঠন: ○ রাজনৈতিক দল ○ ছাত্র ○ পেশাজীবী ○ নারী ○ সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী ○ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ● মুক্তিযুদ্ধ বিশ্ব জনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা	**ছবি প্রদর্শন :** ● স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনাবলি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণি/ পেশার ছবি প্রদর্শন করা।		
৪. স্বাধীনতা ও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ– বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. জাতীয় পতাকা তৈরি ও এর ব্যবহার কৌশল বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নির্ধারণের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে।	● স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়: ○ বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ও বাংলাদেশ নামের ইতিহাস ○ জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের ইতিহাস	**পর্যবেক্ষণ :** ● বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং ব্যবহার ও নিয়মাবলি। (উত্তোলন, অর্ধনমিত)	● শিক্ষার্থীর মতামত থেকে বিষয়বস্তুর যথার্থতা মূল্যায়ন করা।	
৭. মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ: (নির্বাচিত) ১. জাতীয় স্মৃতিসৌধ ২. অপরাজেয় বাংলা ৩. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ ৪. বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ৫. শিখা চিরন্তন ৬. রায়ের বাজার বধ্যভূমি	**উপস্থিত বক্তৃতা:** ● ছোট ছোট কাগজে লটারির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত স্মৃতিস্তম্ভসমূহের উপর বক্তব্য উপস্থাপন।	● উপস্থিত বক্তৃতার নির্ধারিত বিষয়ের মাধ্যমে মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়ন করা।	

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
মনোপেশিজ ৮. বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পোস্টার অঙ্কন করতে পারবে। ৯. স্বাধীনতা দিবসে ছবি অঙ্কন করে প্রদর্শন করতে পারবে। **আবেগীয়** ১০. মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। ১১. জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষায় সচেতন হবে। ১২. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণে আগ্রহী হবে।		**অতিথি বক্তা :** ● শ্রেণিকক্ষে স্থানীয় একজন মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ ও মতবিনিময়। **ছবি অঙ্কন/প্রদর্শন :** ● শিক্ষকের সহায়তায় স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিযুদ্ধের উপর বিভিন্ন ছবি প্রদর্শন কিংবা ছবি অঙ্কনের ব্যবস্থা করা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য/চলচ্চিত্র প্রদর্শন	● শ্রেণিকক্ষে অতিথি মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ ও মতবিনিময়ের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার্থী এককভাবে একটি প্রতিবেদন লিখবে।	

ত্রয়োদশ অধ্যায় : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল (১৯৭২ খ্রিঃ-১৯৭৫খ্রিঃ) (০৮ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>
বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবে।
২. সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করতে পারবে।
আবেগীয়
৪. জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
৫. দেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
</td>
<td>
● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল -
○ উন্নয়ন পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম (যুদ্ধ পরবর্তী)
○ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন
○ সংবিধান প্রণয়ন-১৯৭২
○ বৈদেশিক সম্পর্ক
○ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন (১৯৭৪)
○ ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ হত্যাকাণ্ড ও খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল
</td>
<td>
চার্ট/ পোস্টার প্রদর্শন :
● মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা
১.
২.
৩.
৪.
● চার্টে ১৯৭২–এর সংবিধানের মূলনীতিগুলো প্রদর্শন করে এগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মতামত দেওয়া।
● ছকের মাধ্যমে শ্রেণিতে মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা (একক কাজ)
<table>
<tr><th>রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার</th><th>মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>১.</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>২.</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>৩.</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>৪.</td></tr>
</table>
</td>
<td>
● প্রদর্শিত চার্ট/ পোস্টারে উল্লেখিত বিষয়ের সঠিকতা যাচাই করা।
● পূরণকৃত ছকের সঠিকতা মূল্যায়ন করা।
</td>
<td>
● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপটের বর্ণনা থাকবে। স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি উল্লেখপূর্বক সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে।
● যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন এবং বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে।
● কী প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রত্যাবর্তন ঘটে তার বিবরণ থাকবে।
</td>
</tr>
</table>

চতুর্দশ অধ্যায় : সামরিক শাসন ও তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ (১৯৭৫ খ্রিঃ-১৯৯০খ্রিঃ) (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সামরিক শাসনের সূত্রপাত এবং পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা করতে পারবে। ২. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ১৯৮২ সালের সামরিক শাসন এবং তৎপরবর্তী ঘটনা প্রবাহের সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবে। ৪. এরশাদ সরকারের প্রশাসনিক সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলোর ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি এবং ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. বাংলাদেশে গণতন্ত্রের তাৎপর্য এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করবে।	● খন্দকার মোশতাক ও বিচারপতি সায়েমের সরকার; সামরিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান ● জিয়াউর রহমানের সরকার- ○ ঘরোয়া রাজনীতি চালু, হ্যাঁ / না ভোট ও নতুন রাজনৈতিক দল গঠন ○ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (১৯৭৮) ○ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭৯) ○ উন্নয়ন কর্মসূচি ○ বৈদেশিক সম্পর্ক ○ জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড ও বিচারপতি সাত্তারের সরকার ● সামরিক অভ্যুত্থান; জেনারেল এরশাদের সরকার- ○ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও প্রশাসনিক সংস্কার ○ বৈদেশিক সম্পর্ক ○ রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন ○ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ○ গণঅভ্যুত্থান ১৯৯০ এরশাদের পতন	**তালিকা প্রস্তুতকরণ :** ● ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিগণের একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করা (একক কাজ) **ছবি প্রদর্শন :** ● এরশাদ সরকারের শাসনামলের গণআন্দোলনের বিভিন্ন ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা করা। **পোস্টার/ চার্ট প্রদর্শন :** ● পোস্টার/চার্টে ১৯৬৯ ও ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের উপর তুলনামূলক আলোচনা করা।	● প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে বিষয়ের সঠিকতা যাচাই করা ● প্রদর্শিত ছবি দেখে মতামত দেওয়া ● গণতন্ত্রের পুনরুত্থানে ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের ভূমিকা	● খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর সামরিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রক্ষমতায় জিয়াউর রহমানের উত্থানের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করতে হবে। ● ঘরোয়া রাজনীতি, নতুন রাজনৈতিক দল গঠন ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের ঘটনা উল্লেখপূর্বক জিয়াউর রহমানের শাসনামলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচি, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিবরণ বর্ণনা করতে হবে। জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড ও বিচারপতি সাত্তারের সরকারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে। ● জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক তাঁর শাসনামলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও উপজেলা পরিষদ প্রবর্তন এবং বৈদেশিক সম্পর্ক ও সার্কগঠন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে হবে। ● এরশাদের শাসনামলের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের ঘটনার উল্লেখপূর্বক গণঅভ্যুত্থানের (১৯৯০) পটভূমি ও এরশাদের পতনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে। এক্ষেত্রে সরকার বিরোধী ও গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন ছবি সংযোজন করতে হবে। ● এরশাদের পতনের পর অন্তর্বতীকালীন সরকারের গঠন এবং গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা সম্পর্কে বর্ণনা থাকবে।

পঞ্চদশ অধ্যায় : বিশ্বসভ্যতা (নির্বাচিত) **(৩২ পিরিয়ড)**

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারবে। ২. নীল নদের অবদান উল্লেখপূর্বক প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্র ও সমাজের বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বিশ্বসভ্যতার বিকাশে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ মূল্যায়ন করতে পারবে। ৪. সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের কাহিনী ও ভৌগোলিক অবস্থান জানতে পারবে। ৫. সিন্ধু সভ্যতার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। ৬. সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা, শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের বর্ণনা করতে পারবে।	● মিশরীয় সভ্যতা: ○ পটভূমি, ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল ○ রাষ্ট্র ও সমাজ এবং নীল নদের পরিচয় ○ সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান ▪ ধর্ম, শিল্পকলা ও ভাস্কর্য ▪ লিখন পদ্ধতি, কাগজ আবিষ্কার এবং বিজ্ঞান ● সিন্ধু সভ্যতা ○ পটভূমি, ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল ○ রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ○ অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ○ সিন্ধু সভ্যতার অবদান ▪ নগর পরিকল্পনা ও পরিমাপ পদ্ধতি ▪ শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	● বিশ্ব মানচিত্রে মিশর, সিন্ধু, গ্রিস ও রোমের সভ্যতা গড়ে উঠার অঞ্চলগুলো চিহ্নিতকরণ। ● উল্লিখিত সভ্যতাগুলোর সময়কালের একটি তালিকা প্রস্তুতকরণ। ● প্রাচীন মিশর, সিন্ধু, গ্রিস ও রোমের বিভিন্ন ছবি, চিত্র প্রদর্শন করে আলোচনার সূত্রপাত করা। ● সিন্ধু সভ্যতার সময় কী ধরনের অলংকার এবং পোশাক ব্যবহার করা হতো তার একটি তালিকা প্রস্তুতকরণ		● নির্বাচিত বিশ্বসভ্যতাগুলোর মানচিত্র প্রদর্শন করে পটভূমি, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সভ্যতার অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে হবে। ● নীলনদের অবদান উল্লেখপূর্বক প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্র ও সমাজের বর্ণনা থাকতে হবে। ● বিশ্বসভ্যতার পাঠগুলোতে বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চিত্র, ছবি, দৃশ্য যেমন- পিরামিড, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সভ্যতার ক্রমবিকাশের ছবি সংযোজন করতে হবে। ● মিশরীয় লিখন পদ্ধতির অক্ষরের নমুনা সংযোজন করতে হবে। ● সিন্ধু সভ্যতার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ছবি, চিত্র উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করতে হবে।

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>৭. ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কালের বর্ণনাপূর্বক গ্রিক সভ্যতার উদ্ভবের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে।
৮. সামরিক নগররাষ্ট্রের ধারণা প্রদানপূর্বক গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৯. বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে গ্রিক সভ্যতার শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
১০. ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল উল্লেখপূর্বক প্রাচীন রোমান সভ্যতা বর্ণনা করতে পারবে।
১১. রোম নগরী ও রোমান শাসনের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২. শিক্ষা, সাহিত্য ও লিখন পদ্ধতির বিকাশে প্রাচীন রোমান সভ্যতার অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবে।
১৩. সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন রোমান সভ্যতার স্থাপত্য ভাস্কর্য ও বিজ্ঞানের অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
১৪. বিশ্বসভ্যতায় প্রাচীন রোমান সভ্যতার ধর্ম, দর্শন ও আইনের প্রভাব আলোচনা করতে পারবে।
আবেগীয়
১৫. বিশ্বসভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।</td>
<td>● গ্রীক সভ্যতা
○ পটভূমি, ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল
○ সামরিক নগর রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এথেন্সের পরিচয়
○ সভ্যতায় গ্রিসের অবদান:
■ শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন
■ বিজ্ঞান, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও খেলাধুলা
● রোমান সভ্যতা:
○ পটভূমি, ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল
○ রোম নগরী ও রোমান শাসনের পরিচয়
○ সভ্যতায় রোমের অবদান
■ শিক্ষা, সাহিত্য ও লিখন পদ্ধতি
■ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞান
■ ধর্ম, দর্শন ও আইন</td>
<td>● গ্রীক সভ্যতার বিখ্যাত মনীষীদের নামের তালিকা প্রস্তুতকরণ
● রোমান সভ্যতার পথিকৃৎদের উপর উপস্থিত বক্তৃতা– (VIPP Card)
চার্ট/ পোস্টার প্রদর্শন :
● বিশ্বসভ্যতায় মিশর, সিন্ধু, গ্রিস ও রোমের উল্লেখযোগ্য অবদান উল্লেখ করা।
<table>
<tr><th>সভ্যতা</th><th>অবদান</th></tr>
<tr><td>মিশর</td><td>১.
২.
৩.
৪.
৫.</td></tr>
<tr><td>সিন্ধু</td><td>১.
২.
৩.
৪.
৫.</td></tr>
<tr><td>গ্রিস</td><td>১.
২.
৩.
৪.
৫.</td></tr>
<tr><td>রোম</td><td>১.
২.
৩.
৪.
৫.</td></tr>
</table></td>
<td>● উপস্থিত বক্তৃতার মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয়ের মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়ন।
● পূরণকৃত ছকের অবদানগুলো এলোমেলো করে দেখিয়ে কোনটি কোন সভ্যতার তালিকা প্রস্তুত করা।
<table>
<tr><th>অবদান</th><th>সভ্যতা</th></tr>
<tr><td>১.
২.
৩.
৪.
৫.</td><td></td></tr>
</table></td>
<td>● গ্রীক সভ্যতায় নগর রাষ্ট্রের ধারণা প্রদানপূর্বক এথেন্সের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও স্পার্টা সম্পর্কে বর্ণনা থাকবে।
● রোমান সভ্যতায় রোম নগরী ও রোমান শাসনের বিভিন্ন ধাপের পরিচয় দিতে হবে।</td>
</tr>
</table>

শিক্ষাক্রম

ভূগোল ও পরিবেশ

নবম-দশম শ্রেণি

১. ভূমিকা

মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল শিক্ষার প্রচলিত শিক্ষাক্রমটি সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে উন্নয়ন করা হয়। এরই মধ্যে বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক প্রসার ঘটেছে এবং ভূগোল বিষয়ের জ্ঞান ভাণ্ডারেও বহু পরিবর্তন এসেছে। ভূগোল এখন শুধু দেশ, রাজধানী, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর, আমদানি, রপ্তানি, শিল্প ও খনিজ বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর পরিধি এখন আগের চেয়ে অনেক ব্যাপক; যেমন- মানুষ ও তার পরিবেশ, অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, মানুষ কর্তৃক পরিবেশের পরিবর্তন বা পরিবেশের কারণে মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতিও ভূগোল বিষয়ের অন্তর্গত। এ সব নবতর ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের জন্য ২০১১ সালে ভূগোল বিষয়ের শিক্ষাক্রম পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এ শিক্ষাক্রমটির বিষয়বস্তু এবং এর বিন্যাসে যেমন পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে তেমনি এর নামকরণও পরিবর্তন করে 'ভূগোল ও পরিবেশ' করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমের বিশেষত্ব হলো এতে মানুষ, পরিবেশ, বিভিন্ন পরিবেশে জীবনধারা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়নকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি ভূগোল বিষয়টিকে আরও বেশি জীবন ঘনিষ্ঠ এবং শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে ।

২. উদ্দেশ্য

১. ভূগোল ও পরিবেশের স্বরূপ এবং পরিসর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

২. মহাবিশ্ব, সৌরজগত, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

৩. পৃথিবীর গতি, দিবা-রাত্রির হ্রাস- বৃদ্ধি এবং ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে জানা।

৪. মানচিত্র পাঠের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারা।

৫. ভৌগোলিক তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট চার্ট, ডায়াগ্রাম, সারণি, চিত্র, মডেল, মানচিত্র, প্রভৃতি ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে পারা।

৬. পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে অবগত হওয়া।

৭. আবহাওয়া ও জলবায়ুর ধারণা লাভ করা এবং বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া।

৮. নদী, সাগর, মহাসাগর ও জোয়ার ভাঁটা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

৯. জনসংখ্যা ও পরিবেশ এবং এদের পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে জানা লাভ করা।

১০. মানব বসতি এবং পরিবেশের গুণগত মানোন্নয়ন ও সংরক্ষণে দায়িত্বশীল হওয়া।

১১. অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও সম্পদ সম্পর্কে জানা।

১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ও ফলাফল জানা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় জীবনদক্ষতা অর্জন করা।

১৩. বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় সম্পর্কে জানা।

৩. অধ্যায় বিন্যাস ও পিরিয়ড বণ্টন

অধ্যায় ক্রম	অধ্যায়ের নাম (৯ম শ্রেণির জন্য বরাদ্দকৃত)	পিরিয়ড সংখ্যা	অধ্যায় ক্রম	অধ্যায়ের নাম (১০ম শ্রেণির জন্য বরাদ্দকৃত)	পিরিয়ড সংখ্যা
অধ্যায় ১	ভূগোল ও পরিবেশ	৬	অধ্যায় ৮	মানব বসতি	১৯
অধ্যায় ২	বিশ্বজগত ও আমাদের পৃথিবী	১৫	অধ্যায় ৯	সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি	১৩
অধ্যায় ৩	মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার	১৫	বাংলাদেশ: ভৌগোলিক পারচিতি		
অধ্যায় ৪	পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন	২০	অধ্যায় ১০	বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ	১৮
			অধ্যায় ১১	বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প	১২
অধ্যায় ৫	বায়ুমণ্ডল	২৭	অধ্যায় ১২	বাংলাদেশের যোগাযোগ ও বাণিজ্য	১১
অধ্যায় ৬	বারিমণ্ডল	১৬	অধ্যায় ১৩	বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য	০৭
অধ্যায় ৭	জনসংখ্যা	২৪	অধ্যায় ১৪	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ	১৩

৪. শিক্ষাক্রম ছক

নবম-দশম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় : ভূগোল ও পরিবেশ (৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় :				
১. ভূগোল ও পরিবেশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• ভূগোল ও পরিবেশের ধারণা	• মানবীয় ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান সংবলিত চিত্র প্রদর্শন । • **দলগত কাজ:** উল্লেখিত উপাদান দু'টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন।	• ভূগোল ও পরিবেশ ব্যাখ্যা।	• ভূগোল এবং পরিবেশ সম্পর্কে আলাদা বর্ণনার মাধ্যমে ধারণা ব্যক্ত করতে হবে; অতপর এ দু'টি বিষয় একীভূত হওয়ার যুক্তি তুলে ধরতে হবে, আর তা করা উচিত ইনডাকটিভ এপ্রোচে।
২. ভূগোল ও পরিবেশের পরিধি বর্ণনা করতে পারবে।	• ভূগোল ও পরিবেশের পরিধি	• ভূগোল ও পরিবেশের শাখা ছকে প্রদর্শন। • **একক কাজ:** শাখাগুলির মধ্যে রেখা যুক্ত করে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন।	• ছকে প্রদর্শিত শাখার উদাহরণ উপস্থাপন ।	• ভূগোল ও পরিবেশের পরিধি বর্ণনা করতে এর ক্ষেত্র, শাখা এবং অন্যান্য শাখার সাথে সম্পর্ক তুলে ধরতে হবে।
৩. ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব	• ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা। • **বাড়ির কাজ :** ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা ।	• ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা।	• ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব বর্ণনায় ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক কিছু কাজের (Activity) নির্দেশনা থাকবে যাতে শিক্ষার্থীরা এর গুরুত্ব সম্পর্কে নিজ এলাকার বর্ণনা তুলে ধরতে পারে।
আবেগীয়				
৪. ভূগোল ও পরিবেশের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর পাঠে আগ্রহী ও মনোযোগী হবে।				

দ্বিতীয় অধ্যায় : মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী   (১৫পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয়				
১. মহাবিশ্বের জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সৌর জগত, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ২. পৃথিবীর আকার আকৃতি ও উপগ্রহ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবে।	• জ্যোতিষ্কমণ্ডল ও সৌরজগত • পৃথিবীর আকার আকৃতি ও উপগ্রহ	• সৌরজগতের মডেল বা ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করে পৃথিবী, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা। • **একক কাজ:** সৌরজগতের চিত্র অঙ্কন অনুশীলন। • **দলগত কাজ:** সৌর জগত, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান, আকার-আকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য উল্লেখ।	• সৌরজগতের চিত্র অঙ্কন ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান প্রদর্শন। • সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিবরণ ছকে প্রদর্শন।	• জ্যোতিষ্কমণ্ডল এবং সৌরজগতের আলোকচিত্র ও মডেল প্রদর্শন।
৩. অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাসহ গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ ব্যাখ্যা এবং গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৪. অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা ব্যবহার করে মানচিত্রে বিভিন্ন স্থান শনাক্ত করতে পারবে।	• অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ	• তারের সাহায্যে তৈরিকৃত পৃথিবীর মডেলে অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা। • **একক বা দলীয় কাজ:** অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা ব্যবহার করে মানচিত্রে কোন নির্দিষ্ট শহর বা স্থান শনাক্তকরণ। আবার মানচিত্রে কোন নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ চিহ্নিতকরণ। • **বাড়ির কাজ:** বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানসমূহ অধিক উষ্ণ কিন্তু দূরবর্তী স্থানসমূহ অধিক শীতল থাকার কারণ ব্যাখ্যা।	• প্রদর্শিত মডেলে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাসহ গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ শনাক্তকরণ এবং মানচিত্রে স্থান চিহ্নিতকরণ।	
৫. আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি ব্যাখ্যা করতে পারবে ৬. দিবা-রাত্রি সংঘটন ও হ্রাস -বৃদ্ধির কারণ এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি • দিবা-রাত্রি সংঘটন	• পৃথিবী ও সূর্যের ঘূর্ণন সংবলিত ভিডিওচিত্র বা মডেল প্রদর্শন এবং আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি আলোচনা। • অন্ধকার ঘরে মোমবাতি ও ভূ-গোলক ব্যবহার করে দিবা-রাত্রি সংঘটন ব্যাখ্যা।	• আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির পার্থক্য নির্ণয়	

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr><td>৭. ঋতু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

মনোপেশিজ

৮. বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে সৌরজগতের মডেল তৈরি করতে পারবে।

আবেগীয়

আমাদের বসবাসের একমাত্র পৃথিবী সম্পর্কে আরও বেশি জানার আগ্রহ প্রকাশ করবে।</td><td>• ঋতু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব</td><td>• পোস্টারচিত্র বা ভিডিওচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির হ্রাস -বৃদ্ধির ও ঋতু পরিবর্তন ব্যাখ্যা।
• দলগত কাজ: দিবা- রাত্রির হ্রাস -বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব আলোচনা ।
• বাড়ির কাজ :
সৌরজগতের মডেল তৈরি ।</td><td>• কারণ উল্লেখকরণ:
<table><tr><th>দিবা-রাত্রি সংঘটন</th><th>দিবা-রাত্রির হ্রাস -বৃদ্ধি</th><th>ঋতু পরিবর্তন</th></tr><tr><td>১...
২...</td><td>১...
২...</td><td>১...
২...</td></tr></table>উদাহরণসহ দিবা-রাত্রির হ্রাস - বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ।</td><td></td></tr>
</table>

তৃতীয় অধ্যায় : মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার (১৫ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr><td>বুদ্ধিবৃত্তীয়

১. মানচিত্রের ধারণা, ব্যবহার ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td><td>• মানচিত্রের ধারণা ও গুরুত্ব</td><td>• পৃথিবীর ও বাংলাদেশের মানচিত্র এবং ভূগোলক প্রদর্শনের মাধ্যমে মানচিত্র সম্পর্কে ধারণা দান।
• দলগত কাজঃ মানচিত্রের ব্যবহার ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা।</td><td>• মানচিত্র ও মানচিত্রের ব্যবহার এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা।</td><td></td></tr>
<tr><td>২. বিভিন্ন প্রকারের মানচিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।</td><td>• মানচিত্রের প্রকারভেদ</td><td>• ভূ-প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও সমমান রেখাচিত্র মানচিত্র প্রদর্শন ।
• একক কাজঃ প্রত্যেক প্রকারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ।</td><td>• নিচের মানচিত্রগুলোতে যে সব বিষয় থাকে :<table><tr><th>ভূ-প্রাকৃতিক</th><th>রাজনৈতিক</th><th>সমমান রেখাচিত্র</th></tr><tr><td>....
....
....</td><td>...
...
...</td><td>....
....
....</td></tr></table></td><td>• মানচিত্রের প্রকারভেদঃ ভূ-প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও সমমান রেখাচিত্র মানচিত্র।</td></tr>
<tr><td>৩. মানচিত্রে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারবে।</td><td>• মানচিত্রে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন নিয়মাবলি</td><td>• বাংলাদেশের মানচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে মানচিত্রের উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা।
• দলগত কাজঃ মানচিত্রে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন নিয়মাবলি অনুশীলন।
• বাড়ির কাজঃ বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন ও বিভাগ প্রদর্শন।</td><td>• প্রদর্শিত মানচিত্রের বিভিন্ন উপাদান চিহ্নিতকরণ।</td><td>• মানচিত্রে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের নিয়মাবলি উদাহরণসহ ছকে প্রদর্শন।</td></tr>
<tr><td>৪. প্রমাণ সময় ও স্থানীয় সময় বর্ণনা করতে পারবে।</td><td>• প্রমাণ সময় ও স্থানীয় সময়</td><td>• লাঠি বা দণ্ড পদ্ধতিতে সূর্যের লম্ব অবস্থান বুঝিয়ে স্থানীয় সময় সম্পর্কে ধারণা দান।
• একক কাজঃ প্রমাণ সময় ও স্থানীয় সময় নির্ণয়।</td><td>• প্রমাণ সময় ও স্থানীয় সময়ের মধ্যে পার্থক্য।</td><td></td></tr>
</table>

তৃতীয় অধ্যায় : মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার (১৫ পিরিয়ড)

চলমান-২

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ৫. স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. মানচিত্রে জিপিএস ও জিআইএস এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৭. কোন নির্দিষ্ট স্থানের মানচিত্র অংকন করে এতে বিভিন্ন বর্ণ ও প্রতীক উপস্থাপন করতে পারবে।	• স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য • মানচিত্রে জিপিএস ও জিআইএস	• **দলগত কাজ:** দু'টি নির্দিষ্ট স্থানের দ্রাঘিমার পার্থক্যের কারণে কীভাবে সময় ভিন্ন হয় তা মানচিত্র বা ভূগোলকের সাহায্যে নির্ণয়।	• দ্রাঘিমার পার্থক্যের কারণে পরিবর্তিত সময় নির্ণয় ।	• স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য বুঝাতে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি স্থানের সময়ের পার্থক্য নির্ণয় প্রক্রিয়া উপস্থাপন।

চতুর্থ অধ্যায় : পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন (২০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr><td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন বর্ণনা করতে পারবে।</td><td>• পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন : অশ্মমণ্ডল</td><td>• ভূ-ত্বকের অশ্মমণ্ডলের প্রস্থচ্ছেদের পোস্টারচিত্র বা ভিডিওচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তর প্রদর্শন।
• একক কাজ: অশ্মমণ্ডলের প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন।</td><td>• ভূ-ত্বকের প্রস্থচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন ও বিভিন্ন অংশ চিহ্নিতকরণ।</td><td></td></tr>
<tr><td>২. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন বর্ণনা করতে পারবে।</td><td>• পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন উপাদান: (শিলা ও খনিজের শ্রেণিবিভাগ এবং বৈশিষ্ট্য)</td><td>• পোস্টারচিত্র বা ভিডিওচিত্রে ভূ-অভ্যন্তরের গঠনের প্রস্থচ্ছেদ এবং শিলা ও খনিজের নমুনা প্রদর্শন।
• একক কাজ: ভূ-অভ্যন্তরের গঠনের প্রস্থচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা।
• দলগত কাজ: শিলা ও খনিজের বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণ।</td><td>• ভূ-অভ্যন্তরের গঠনের প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন ও চিহ্নিতকরণ।
• শিলা ও খনিজের মধ্যে পার্থক্য।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩. ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td><td>• ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া: (আকস্মিক পরিবর্তন ও ধীর পরিবর্তন)</td><td>• ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের পোস্টারচিত্র বা ভিডিওচিত্র প্রদর্শন এবং আকস্মিক পরিবর্তন ও ধীর পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা দান।
• একক কাজ: আকস্মিক পরিবর্তন ও ধীর পরিবর্তন বর্ণনা।</td><td>• উদাহরণসহ পার্থক্য নিরূপণ :<table><tr><td>আকস্মিক পরিবর্তন</td><td>ধীর পরিবর্তন</td></tr><tr><td>....
....</td><td>....
....</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>৪. ভূ-পৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td><td>• ভূ-পৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ</td><td>• দলগত কাজ: আকস্মিক পরিবর্তন ও ধীর পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে আলোচনা।</td><td>• আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ উল্লেখ।</td><td></td></tr>
<tr><td>৫. ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে।</td><td>• ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ এবং ফলাফল</td><td>• পোস্টারচিত্র বা ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ এবং ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা।
• দলগত কাজ : ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ এবং ফলাফল বর্ণনা।</td><td>• ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ এবং ফলাফল উল্লেখ ।</td><td></td></tr>
</table>

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
৬. **অনুসন্ধান :** তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে অতীতে সংঘটিত কোন একটি সুনামির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।		• ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে এবং ২০১১ সালে জাপানে সংঘটিত সুনামির কোন একটিকে অনুসন্ধানমূলক কাজের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে পত্র পত্রিকা, জার্নাল, ইন্টারনেট ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।	• অনুসন্ধানমূলক কাজের নির্দেশনা অনুযায়ী মূল্যায়ন।	
৭. ভূ-পৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• ভূ-পৃষ্ঠে ধীর পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল	• আশে পাশের মৃত্তিকা ক্ষয় যেমন; রাস্তার ধার, বৃক্ষের শিকড় উন্মোচন ইত্যাদির ছবি প্রদর্শন। • **একক কাজ:** ধীর পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা।	• ধীর পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল উল্লেখ ।	
৮. নদীর গতিপথ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• নদীর গতিপথ: (উর্ধ্বগতি, মধ্যগতি, নিম্নগতি)	• বোর্ডে বা পোস্টারে নদীর গতিপথ প্রদর্শন ও আলোচনা। • **একক কাজ:** নদীর গতিপথ অঙ্কনসহ বর্ণনা।	• নদীর গতিপথ অঙ্কন ও ব্যাখ্যা।	
৯. নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ বর্ণনা করতে পারবে।	• নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ: (ক্ষয়জাত, সঞ্চয়জাত)	• চিত্র প্রদর্শন এবং বোর্ডে অঙ্কনের মাধ্যমে নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ সম্পর্কে আলোচনা। • **বাড়ির কাজ:** নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ।	• প্রদর্শিত চিত্রে ভূমিরূপ চিহ্নিতকরণ এবং বৈশিষ্ট্য উল্লেখ ।	
১০. পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।	• পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপ: (পর্বত,মালভূমি ও সমভূমি)	• প্রধান ভূমিরূপের পোস্টারচিত্র বা ভিডিওচিত্র প্রদর্শন। • **দলগত কাজ:** ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা।	• পর্বত, মালভূমি ও সমভূমির বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বর্ণনা।	

পঞ্চম অধ্যায় : বায়ুমণ্ডল (২৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয়				
১. বায়ুর উপাদান বর্ণনা করতে পারবে।	• বায়ুর উপাদান	• পোস্টারচিত্র বা মাল্টিমিডিয়ায় বায়ুর উপাদানের শতকরা পরিমাণ সম্বলিত পাই চার্ট প্রদর্শন। • **দলগত কাজ:** চিত্রে প্রদর্শিত উপাদান সম্পর্কে আলোচনা ।	• পাই চার্ট অঙ্কন ও বায়ুর উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ।	• চিত্রে (পাই চার্টে বা বার চার্টে) বায়ুর উপাদানের শতকরা পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে; বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাসের চিত্র উপস্থাপনের পর বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ বিষয়ক কাজ থাকবে।
২. বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস ও তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য	• চিত্রে বা ভিডিওচিত্রে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর প্রদর্শন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বায়ুস্তর সম্পর্কে ধারণা দান। • **একক কাজ:** বায়ুস্তর অঙ্কন এবং প্রত্যেক স্তরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নির্দেশকরণ।	• প্রদর্শিত চিত্রে বায়ুমণ্ডলের স্তর চিহ্নিতকরণ।	
৩. বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব	• **বাড়ির কাজ:** বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব ।	• জীবের বসবাস ও নানা প্রয়োজনে প্রত্যেক স্তরের গুরুত্ব উল্লেখ।	• বায়ুস্তরের গুরুত্ব বুঝাতে জীবের জীবন ধারণ, মেঘ সৃষ্টি, বিমান চলাচল, স্যাটেলাইট যোগাযোগ ইত্যাদির প্রয়োজনে বায়ুস্তর সম্পর্কে কাজ থাকতে পারে।
৪. আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান বর্ণনা করতে পারবে।	• আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান: (তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ ও আর্দ্রতা ইত্যাদি)	• আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান সম্পর্কে ধারণা দান। • **দলগত কাজ:** আবহাওয়ার উপাদানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ।	• আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য।	
৫. জলবায়ুর নিয়ামক বর্ণনা করতে পারবে।	• জলবায়ুর নিয়ামক	• মানচিত্র প্রদর্শন ও জলবায়ুর নিয়ামক সম্পর্কে আলোচনা। • **একক কাজ:** মানচিত্রে জলবায়ু অঞ্চলসমূহ শনাক্তকরণ।	• জলবায়ুর নিয়ামক উল্লেখ।	

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ৬. বায়ুপ্রবাহ ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• বায়ুপ্রবাহ	• বায়ুপ্রবাহের প্রকার সম্পর্কে ধারণা দান। • **দলগত কাজ:** বিভিন্ন প্রকার বায়ুপ্রবাহ ও এদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা।	• নিয়ত বায়ুপ্রবাহ চিত্রে প্রদর্শন।	
৭. পানি চক্র ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• পানি চক্র: (বাষ্পিভবন, ঘণীভবন, বারিপাত, আর্দ্রতা ইত্যাদি)	• **ভূমিকাভিনয়ে পানি চক্র ব্যাখ্যা:** কয়েকজন শিক্ষার্থীর প্রত্যেকে পানি চক্রের উপাদানের একটি করে নাম কাগজের টুকরায় (ভূমিকা কার্ডে) লিখে সেপ্টিপিন দিয়ে নিজের জামায় আটকিয়ে চক্রাকারে দাঁড়াবে। একটি সুতার বলের এক প্রান্ত একজন (যেমন- বৃষ্টি) শক্ত করে ধরে বলটি অন্য জনকে (যেমন- মাটি) নিক্ষেপ করবে, আর এভাবে চক্রটি সম্পন্ন করবে। চক্র চলার সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থী পানি চক্রে নিজের অবস্থান ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করবে।	• পানি চক্রের উপাদান ব্যাখ্যা।	
৮. বিভিন্ন প্রকারের বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।	• বৃষ্টিপাত	• চিত্র প্রদর্শনসহ বিভিন্ন প্রকার বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আলোচনা। • **একক কাজ:** বিভিন্ন প্রকার বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ।	• বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের প্রকার বর্ণনা।	
৯. জলবায়ুর শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• জলবায়ুর শ্রেণিবিন্যাস	• প্রশ্নোত্তরে জলবায়ুর শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা। • **একক কাজ:** প্রত্যেক প্রকারের বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণ।	• বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ।	
১০. বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক	• বিশ্বের তাপমাত্রা পরিবর্তনের তথ্য উপাত্ত চিত্রে বা ভিডিওচিত্রে প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা দান। • **দলীয় কাজ:** বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে সম্পর্কিত তা আলোচনা।	• বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন বুঝিয়ে বলা এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা।	

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১১. বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিশেষ অঞ্চলে সম্ভাব্য যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১২. **অনুসন্ধান :** জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের মানুষের বাসস্থান, জীবন - জীবিকা ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব - বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষিত	• বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখপূর্বক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঐ সব অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের খাদ্য, বাসস্থান ও পরিবেশের উপর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা।	• বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উল্লেখ।	• বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল যেমন, মেরু ও মরূ অঞ্চল, ইউরোপ ও এশিয়ার বিশেষ অঞ্চলে মানুষের খাদ্য, বাসস্থান, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের উপর প্রভাব বর্ণনা। • বাংলাদেশের উপকূলসহ সর্বত্র সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা।

ষষ্ঠ অধ্যায় : বারিমণ্ডল (১৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বারিমণ্ডলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• বারিমণ্ডলের ধারণা	• মানচিত্রে বা ভিডিওচিত্রে বারিমণ্ডল প্রদর্শন ও প্রশ্নোত্তরে ধারণা দান। • **দলগত কাজ:** বারিমণ্ডল সম্পর্কে আলোচনা।	• বারিমণ্ডল বর্ণনা।	
২. সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর বর্ণনা করতে পারবে।	• সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর	• মানচিত্রে বা মাল্টিমিডিয়ায় সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর প্রদর্শন। • **দলগত কাজ:** সাগর, মহাসাগর ও উপসাগরের বৈশিষ্ট্য আলোচনা।	• সাগর, মহাসাগর ও উপসাগরের পার্থক্য।	
৩. সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ ও সমুদ্র সম্পদ বর্ণনা করতে পারবে।	• সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	• পোস্টারে বা ভিডিওচিত্রে সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ প্রদর্শন। • **একক কাজ:** সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপের চিত্রাঙ্কন ।	• সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ বর্ণনা।	• চিত্রসহ সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপের বর্ণনা এবং উদাহরণ হিসাবে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।
৪. সমুদ্রস্রোতের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• সমুদ্রস্রোতের কারণ ও প্রভাব	• চিত্র বা ভিডিওচিত্র উপস্থাপন এবং ব্রেইনস্ট্রর্মিংয়ের মাধ্যমে সমুদ্রস্রোতের কারণ উল্লেখ। • **দলগত কাজ:** সমুদ্রস্রোতের প্রভাব উল্লেখ।	• সমুদ্রস্রোতের কারণ ও প্রভাব শনাক্তকরণ।	
৫. জোয়ার ভাটার কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• জোয়ার ভাটার কারণ ও প্রভাব	• প্রশ্নোত্তর ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে জোয়ার ভাটা ও এর কারণ সম্পর্কে ধারণা দান। • **একক কাজ:** জোয়ার ভাটার প্রভাব উপস্থাপন।	• জোয়ার ভাটার কারণ ও প্রভাব শনাক্ত করন।	

সপ্তম অধ্যায় : জনসংখ্যা (২৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বিশ্বের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• বিশ্বের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবর্তন ধারা	• বর্তমান থেকে অতীতের কিছু কাল পর্যন্ত বিশ্ব জনসংখ্যার পরিসংখ্যানিক তথ্য যেমন, মোট জনসংখ্যা, হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি চার্টে বা পিরামিডে প্রদর্শন । • **দলগত কাজ:** প্রদর্শিত চার্টে বিশ্ব জনসংখ্যার পরিবর্তন ধারা আলোচনা।	• চার্ট বা চিত্র থেকে বিশ্ব জনসংখ্যার উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী পরিবর্তন ব্যাখ্যা।	• জনমিতিক উত্তরণ তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্ব জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে হবে। বিশ্ব জনসংখ্যার পরিসংখ্যানিক তথ্য ও বিস্তৃতি চিত্রে (পাইচার্ট বা বার ডায়াগ্রাম) ও মানচিত্রে প্রদর্শন করতে হবে।
২. জনসংখ্যার পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে	• জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক: (জন্মহার, মৃত্যুহার, অভিবাসন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সরকারি নীতি ইত্যাদি)	• অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের জনসংখ্যা পিরামিড উপস্থাপনের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক এবং জনমিতি সংক্রান্ত সূত্র সম্পর্কে ধারণা দান। • **দলগত কাজ:** জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক ব্যাখ্যা এবং জনমিতির সূত্রের অনুশীলন।	• বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামক ব্যাখ্যা এবং সূত্র প্রয়োগ করে গাণিতিক সমস্যা সমাধান।	
৩. প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব	• **দলগত কাজ:** অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে মানুষের প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি, খাদ্য ও ব্যবহার্য পানি কিভাবে বণ্টিত হয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং সর্বত্র এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, এ সম্পর্কিত কাজ (Activity) করে দেখানো। • **বাড়ির কাজ:** প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব।	• ভূমি, খাদ্য ও ব্যবহার্য পানি- প্রতিটির উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার তিনটি নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখ।	• প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে Under population & Over population ধারণকারী দেশের উদাহরণ তুলে ধরতে হবে।

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ৪. জনসংখ্যা ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বণ্টন ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• জনসংখ্যা ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বণ্টন	• অধিক ঘনত্বের এবং কম ঘনত্বের জনসংখ্যা সংবলিত এলাকার ছবি পাশাপাশি রেখে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টন সম্পর্কে ধারণা দান। • **দলগত কাজ:** জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টন আলোচনা।	• জনসংখ্যা ঘনত্ব ও বণ্টন ব্যাখ্যা।	• বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টন মানচিত্রে উপস্থাপন; বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১৯৫১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত) চিত্রে প্রদর্শন।
৫. জনসংখ্যা ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বণ্টনের প্রভাবকসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• জনসংখ্যা ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বণ্টনের প্রভাবক	• **একক কাজ:** জনসংখ্যা ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বণ্টনের প্রভাবক শনাক্তকরণ।	• জনসংখ্যা ঘনত্ব ও বণ্টনের প্রভাবক ব্যাখ্যা।	• জনসংখ্যা ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বণ্টনের প্রভাবক: ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক।
৬. বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, সৃষ্ট সমস্যা এবং সমাধানের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• জনসংখ্যা পরিস্থিতি, সমস্যা ও সমাধান	• জনসংখ্যা পিরামিড প্রদর্শন করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বৃদ্ধির হার নির্ণয় অনুশীলন। • **একক কাজ:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় এবং বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানের উপায় চিহ্নিতকরণ।	• জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশ।	
৭. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায়	• **দলগত কাজ:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধের উপায় শনাক্তকরণ।	• জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায় বর্ণনা।	
৮. অভিবাসনের কারণ ও সুফল কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৯. অভিবাসনের সুফল কুফল সম্পর্কে সচেতন হবে এবং অন্যকে ও সচেতন করবে।	• অভিবাসনের কারণ ও সুফল কুফল	• অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের তথ্যচিত্র চার্টে উপস্থাপনের মাধ্যমে অভিবাসন সম্পর্কে ধারণা দান। • **দলগত কাজ :** অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের কারণ ও সুফল কুফল শনাক্তকরণ।	• বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের কারণ ও সুফল কুফল ব্যাখ্যা।	• অভিবাসন: অভ্যন্তরীণ (গ্রাম থেকে গ্রামে, গ্রাম-শহরে, শহর শহরে) ও আন্তর্জাতিক (দেশ - বিদেশে, বিদেশ- দেশে) • অভিবাসনের ধরন ও কারণ: ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত

অষ্টম অধ্যায় : মানব বসতি (১৯ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয়				
১. গ্রামীণ বসতি ও নগর বসতি বর্ণনা করতে পারবে।	• বসতি: (গ্রামীণ বসতি ও নগর বসতি)	• গ্রামীণ ও নগর বসতির চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা। • **একক কাজ:** গ্রামীণ ও নগর বসতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা।	• গ্রামীণ ও নগর বসতির মধ্যে পার্থক্য।	
২. বসতি স্থাপনের নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• বসতি স্থাপনের নিয়ামক: (ভূ-প্রকৃতি, যোগাযোগ, পরিবেশ ইত্যাদি)	• বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা বসতির চিত্র প্রদর্শন। • **দলগত কাজ:** প্রদর্শিত বসতি গড়ে উঠার নিয়ামক শনাক্তকরণ।	• বসতি স্থাপনের নিয়ামক উল্লেখ।	
৩. গ্রামীণ বসতির ধরন ও বিন্যাস বর্ণনা করতে পারবে।	• গ্রামীণ বসতির ধরন ও বিন্যাস: (লিনিয়ার, ক্লাস্টার, নিউক্লিয়ার)	• চিত্র বা ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ বসতি প্রদর্শন ও আলোচনা। • **একক কাজ:** গ্রামীণ বসতির ধরন ও বিন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ।	• গ্রামীণ বসতির ধরনের মধ্যে পার্থক্য।	
৪. নগরায়ন নগরের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• নগরায়ন ও নগরের শ্রেণিবিন্যাস: (সাইজ, ফাংশানস ইত্যাদি)	• বিভিন্ন ধরনের নগরের চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা। • **দলগত কাজ:** নগরের শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা।	• নগরের শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখ।	
৫. নগরায়নের প্রভাবক ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• নগরায়নের প্রভাবক: (আবাসিক, বিনোদন, বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি)	• ব্রেইনস্ট্রর্মিংয়ের মাধ্যমে নগরায়নের প্রভাবক শনাক্তকরণ। • **বাড়ির কাজ:** নগরায়নের প্রভাবক ব্যাখ্যা।	• নগরায়নের প্রভাবক বর্ণনা।	• নগরায়নের আবাসিক, বিনোদন, বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি সুবিধাদিসহ নগর কাঠামো উপস্থাপন।
৬. অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• অপরিকল্পিত নগরায়নে সৃষ্ট সমস্যা	• চিত্রে বা মাল্টিমিডিয়ায় অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত নগরায়ন প্রদর্শন।	• অপরিকল্পিত নগরায়নে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ শনাক্তকরণ।	• অপরিকল্পিত নগরায়নে সৃষ্ট সমস্যা বর্ণনায় মানুষের আবাসিক, পরিবহন ও

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ৭. **অনুসন্ধান :** নিজ এলাকার বসতির ধরন ও বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** নিজের চারপাশের প্রকৃতি এবং পরিবেশের যত্নের ব্যাপারে সচেতন ও তৎপর থাকবে।		• **দলগত কাজ:** অপরিকল্পিত নগরায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্তকরণ।		যাতায়াত, বস্তি এলাকা সৃষ্টি ইত্যাদি অসুবিধার উল্লেখ থাকবে । • বাংলাদেশের পানি দূষণ ও বায়ু দূষণ সংক্রান্ত সচিত্র কেইস স্টাডি থাকবে।

নবম অধ্যায় : সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি (১৩ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয়				
১. সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে।	• সম্পদের ধারণা ও শ্রেণিবিন্যাস	• পরিচিত উদাহরণের মাধ্যমে সম্পদ ও সম্পদের শ্রেণিবিন্যাসের ধারণা প্রদান। • **দলগত কাজ:** সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস।	• উদাহরণসহ সম্পদের শ্রেণিবিন্যাসের ছক পূরণ: 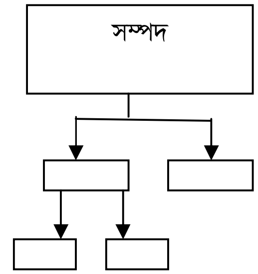 	• সম্পদের ধারণা ও শ্রেণিবিন্যাস ১.প্রাকৃতিক সম্পদ (মৃত্তিকা, খনিজ ও উদ্ভিজ্য): ক. নবায়নযোগ্য সম্পদ (সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, পানি শক্তি) খ. অনবায়নযোগ্য সম্পদ (তেল, গ্যাস, কয়লা ও জ্বালানি কাঠ) ২. মানব সম্পদ।
২. সম্পদ সংক্ষণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• সম্পদ সংক্ষণের উপায়: (সম্পদের ব্যবস্থাপনা, স্থায়িত্ব রক্ষা, অপচয় রোধ-3R: Reduce, Reuse, Recycle)	• আলোচনার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান। • **একক কাজ:** উদাহরণসহ সম্পদ সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা। • **বাড়ির কাজ :** বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এমন সম্পদের তালিকা তৈরি এবং এদের অপচয় রোধের উপায় বর্ণনা।	• সম্পদের অপচয় রোধের উপায় ব্যাখ্যা।	
৩. অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• অর্থনৈতিক কার্যাবলি	• প্রশ্নোত্তর ও পরিচিত উদাহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা। • অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা।	• অর্থনৈতিক কার্যাবলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা।	
৪. অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক	• দলগত কাজ: অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলির বৈশিষ্ট্যের তুলনা।	• নিচের ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক কার্যাবলি ছকে	• অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr><td></td><td>কার্যাবলি: (প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারসিয়ারি)</td><td></td><td>উপস্থাপন : দোকানদার, কামার, শিক্ষক, কৃষক, ব্যবসায়ী ও নার্স<table><tr><td>প্রাইমারি</td><td>সেকেন্ডারি</td><td>টারসিয়ারি</td></tr><tr><td>..</td><td>..</td><td>..</td></tr></table></td><td>আলোচনায় মাথাপিছু আয়, জন্ম-মৃত্যু ও শিক্ষার হার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, কাজের সুযোগ প্রভৃতির তথ্য চিত্র (সারণি, পাইচার্ট, বার ডায়াগ্রাম) উপস্থাপন ।</td></tr>
<tr><td>৫. শিল্প গড়ে উঠার নিয়ামক ব্যাখ্যা করতে পারবে ।</td><td>• শিল্প গড়ে উঠার নিয়ামক: (মূলধন, বিদ্যুৎশক্তি, বাজার, কাঁচামাল, পরিবহন, যোগাযোগ, প্রযুক্তি, সরকারি নীতি ইত্যাদি)</td><td>• প্রশ্নোত্তর ও চার্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে শিল্প গড়ে উঠার নিয়ামক এবং শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা
• দলগত কাজ : শিল্প গড়ে উঠার নিয়ামক শনাক্তকরণ ও উদাহরণসহ বিভিন্ন শিল্পের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন ।</td><td>• শিল্প গড়ে উঠার নিয়ামক ব্যাখ্যা ।</td><td></td></tr>
<tr><td>৬. শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস ও অবস্থানগত কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে ।</td><td>• শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস: (ক্ষুদ্র শিল্প, মাঝারি শিল্প, বৃহৎ শিল্প)</td><td>• শিল্পের অবস্থানগত কারণের সুনির্দিষ্ট উদাহরণ উপস্থাপন এবং শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
• দলগত কাজ: ব্রেইনস্ট্রর্মিংয়ের মাধ্যমে শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস ও অবস্থানগত কারণ সম্পর্কে আলোচনা ।</td><td>• ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের তুলনাকরণ; বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অবস্থান ঢাকা কেন্দ্রিক হওয়ার কারণ শনাক্তকরণ ।</td><td></td></tr>
<tr><td>৭. বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নের স্থানিক পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে ।</td><td>• শিল্পায়নের স্থানিক পরিবর্তনের কারণ: (শ্রম ব্যয়, যোগাযোগ, প্রযুক্তি ব্যবহার)</td><td>• বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নের স্থানিক পরিবর্তন উদাহরণসহ আলোচনা ।
• একক কাজ: উন্নত দেশগুলোর শিল্প অনুন্নত দেশে স্থানান্তরের কারণ শনাক্তকরণ ।</td><td>• বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নের স্থানিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা ।</td><td>• বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নের স্থানিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বলতে হবে উন্নত দেশগুলো কেন তাদের পোশাক ও অন্যান্য শিল্পসমগ্রী বাংলাদেশ ,ভারত, চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে তৈরি করছে ।</td></tr>
<tr><td>৮. আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে ।</td><td>• আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য</td><td>• আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে দলীয় আলোচনা ।</td><td>• আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বর্ণনা ।</td><td></td></tr>
</table>

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
৯. বাণিজ্য ভারসাম্য ও উন্নয়নের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** সম্পদ সংরক্ষণে যত্নবান হবে এবং অন্যকেও সম্পদ সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করবে।	• বাণিজ্য ভারসম্য ও উন্নয়নের সম্পর্ক	• বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের তালিকা ছকে প্রদর্শন করে বাণিজ্য ভারসাম্য সম্পর্কে ধারণা দান। • **দলগত কাজ:** বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা কিভাবে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে তা ছকের তথ্য অবলম্বনে উপস্থাপন। • **বাড়ির কাজ:** বাণিজ্য ভারসাম্য ও উন্নয়নের সম্পর্ক বিশ্লেষণ।	• বাণিজ্য ভারসাম্য ও উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।	• বাণিজ্য ভারসাম্য ও উন্নয়নের সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা থাকবে।

বাংলাদেশ : ভৌগোলিক পরিচিতি

দশম অধ্যায় : বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ (১৮ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr><td>বুদ্ধিবৃত্তীয়</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবে।</td><td>• বাংলাদেশের অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি</td><td>• বাংলাদেশের মানচিত্র প্রদর্শন ও অনুশীলনের মধ্যমে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদী সম্পর্কে ধারণা দান।
• একক কাজ: বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন</td><td>• মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও নদ--নদী চিহ্নিতকরণ।</td><td>• বাংলাদেশের অবস্থান নির্ণয়ে অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা রেখা ও কর্কটক্রান্তি রেখার ব্যবহার।</td></tr>
<tr><td>২. বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী, উপ-নদী এবং শাখা নদী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।</td><td>• বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী</td><td>• বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদী দেখিয়ে মানচিত্র অঙ্কন অনুশীলন।
• বাড়ির কাজ: বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন ও প্রধান নদ-নদী প্রদর্শন।</td><td>• মানচিত্রে প্রধান নদ-নদী প্রদর্শন।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩. বাংলাদেশের নদী ও জলাশয় ভরাটের মানবসৃষ্ট কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td><td>• নদী ও জলাশয় ভরাটের কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ</td><td>• নদী ও জলাশয় ভরাটের কোন চিত্র (হতে পারে পত্রিকায় প্রকাশিত) বা ভিডিওচিত্র প্রদর্শন এবং এর প্রভাব সংক্রান্ত কেইস স্টাডি সরবরাহ।
• দলগত কাজ: নদী ও জলাশয় ভরাটের মানবসৃষ্ট কারণ, প্রভাব এবং প্রতিরোধের উপায় শনাক্তকরণ।</td><td>• নদী ও জলাশয় ভরাটের কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধের উপায় উল্লেখ।</td><td>• বাংলাদেশের নদী ও জলাশয় ভরাটের প্রভাব সংক্রান্ত সচিত্র কেইস স্টাডি এবং এর অনুসরণে কাজ ।</td></tr>
<tr><td>৪. বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।</td><td>• বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব</td><td>• তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বায়ু প্রবাহ মানচিত্র প্রদর্শন এবং আলোচনার মাধ্যমে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দান।</td><td>• নিচের ছকে ঋতুভিত্তিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ:<table><tr><th>গ্রীষ্ম</th><th>বর্ষা</th><th>শীত</th></tr><tr><td>...
...</td><td>...
...</td><td>...
...</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>৫. মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এবং কালবৈশাখী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।</td><td>• মৌসুমী জলবায়ু</td><td>• মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা।
• দলগত কাজ: কালবৈশাখী ঝড় বা বজ্র ঝড়, জড়োবাতাস, বজ্রপাত ইত্যাদির কারণে ক্ষয়</td><td>• কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার উল্লেখ ।</td><td>• কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ভয়াবহতা, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি</td></tr>
</table>

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
আবেগীয়ঃ **৬.** নদী ও জলাশয় ভরাটের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারবে। ৭. কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, অন্যকেও এ ব্যাপারে সচেতন করবে।		ক্ষতি এবং এসব ক্ষেত্রে **সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার** ব্যাখ্যা । ● **বাড়ির কাজ :** কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বর্ণনা।		ইত্যাদির উল্লেখসহ কেইস স্টাডি, অতপর এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত কাজ (Activity) থাকবে।

একাদশ অধ্যায় : বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের প্রধান কৃষিপণ্য ও তাদের বণ্টন বর্ণনা করতে পারবে।	• কৃষিপণ্য	• মানচিত্র প্রদর্শন করে প্রধান কৃষিপণ্য ও তাদের বণ্টন সম্পর্কে আলোচন। • **একক কাজ:** প্রধান কৃষিপণ্যেও বণ্টন নির্দেশকরণ।	• কৃষি পণ্যের বণ্টন বর্ণনা।	
২. বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• বাংলাদেশের বনাঞ্চল: (প্রাকৃতিক ও সামাজিক)	• মানচিত্রে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল উপস্থাপন। • **দলগত কাজ:** বিভিন্ন বনাঞ্চলের গুরুত্ব শনাক্তকরণ।	• বনাঞ্চলের গুরুত্ব বর্ণনা।	
৩. বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও কয়লা ক্ষেত্রের অবস্থান মানচিত্রে প্রদর্শন পূর্বক বর্ণনা করতে পারবে।	• বাংলাদেশের তেল, গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলা	• বাংলাদেশের মানচিত্রে তেল, গ্যাস, ও কয়লা ক্ষেত্র প্রদর্শন এবং আলোচনা। • **একক কাজ:** তেল, গ্যাস ও কয়লা ক্ষেত্রের বর্ণনা।	• মানচিত্র অংকন করে তেল, গ্যাস, ও কয়লা ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।	
৪. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তেল, গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তেল গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব	• জাতীয় উৎপাদনে তেল, গ্যাস ও কয়লার অবদান সংক্রান্ত সারণি প্রদর্শন। • **দলগত কাজ:** সারণি অবলম্বনে তেল, গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা।	• তেল, গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব বিশ্লেষণ।	
৫. বাংলাদেশের প্রধান শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে এবং মানচিত্রে উপস্থাপন করতে পারবে।	• বাংলাদেশের প্রধান শিল্প	• মানচিত্র প্রদর্শন ও প্রধান শিল্প বর্ণনা। • **একক কাজ:** শিল্প মানচিত্র অঙ্কন অনুশীলন।	• মানচিত্রে প্রধান শিল্প নির্দেশকরণ।	
৬. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান	• বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন শিল্পের অবদান সংক্রান্ত পাই বা বার চার্ট প্রদর্শন। • **দলগত কাজ:** প্রদর্শিত চার্ট পর্যালোচনা।	• অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান ব্যাখ্যা।	

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	লেখক নির্দেশনা
৭. বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্রের বর্ণনা করতে পারবে এবং মানচিত্রে প্রদর্শন করতে পারবে ।	● বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র	● মানচিত্রে প্রধান পর্যটন কেন্দ্র প্রদর্শন ও আলোচনা। ● **দলগত কাজ:** মানচিত্রে পর্যটন কেন্দ্র চিহ্নতকরণ।	● পর্যটন কেন্দ্রের বর্ণনা।	
৮. বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।	● পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা	● পর্যটন শিল্পে সাফল্য অর্জন করেছে এমন কিছু দেশের উদাহরণ উপস্থাপন। ● **দলগত কাজ:** ব্রেইনস্ট্রর্মিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা শনাক্তকরণ।	● পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা বর্ণনা ।	● পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা বর্ণনার ক্ষেত্রে থাইল্যান্ড, বালি দ্বীপ, ভারতের আগ্রা প্রভৃতি পর্যটন কেন্দ্রের সাফল্যের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।
৯. **অনুসন্ধান :** বাংলাদেশের কোন একটি পর্যটন কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে তার বর্তমান অবস্থা, সমস্যা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে সচিত্র বর্ণনা দিতে পারবে। **আবেগীয়** ১০. বনজ সম্পদ সংরক্ষণে সতেচন হবে এবং সর্বত্র সচেতনতা সৃষ্টি করবে। ১১. পর্যটক হিসেবে পর্যটন কেন্দ্রের সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণে নাগরিক দায়িত্ব পালন করবে।				

দ্বাদশ অধ্যায় : বাংলাদেশের যোগাযোগ ও বাণিজ্য (১১ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr><td>বুদ্ধিবৃত্তীয়</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১. বাংলাদেশের সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশ পথের বর্ণনা করতে পারবে।</td><td>● যোগাযোগ পথ</td><td>● বাংলাদেশের মানচিত্রে সড়ক রেল, নৌ ও আকাশ পথ প্রদর্শন এবং আলোচনা।
● দলগত কাজ: উল্লেখিত পথ সম্পর্কে বর্ণনা উপস্থাপন।</td><td>● প্রধান যোগাযোগ পথ বর্ণনা।</td><td></td></tr>
<tr><td>২. যোগাযোগ ও পরিবহনে সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশ পথের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।</td><td>● যোগাযোগ পথের গুরুত্ব</td><td>● দলগত কাজ: সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশ পথের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা।</td><td>● যোগাযোগ ও পরিবহনে সড়ক, রেল, নৌ এবং আকাশ পথের গুরুত্ব বর্ণনা।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td><td>● অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য</td><td>● দলগত কাজ: ব্রেইনস্ট্রর্মিংয়ের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং আমদানি ও রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে ধারণা দান।</td><td>● অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাখ্যা।</td><td></td></tr>
<tr><td>৪. বাণিজ্য আমদানি ও রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।</td><td>● বাণিজ্য আমদানি ও রপ্তানি পণ্য</td><td>● একক কাজ: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য উদাহরণসহ বর্ণনা।</td><td>● প্রদত্ত পণ্যগুলো (বিভিন্ন পণ্যের নাম) কে নিচের ছকে উপস্থাপন:<table><tr><td>আমদানি পণ্য</td><td>রপ্তানি পণ্য</td></tr><tr><td>…
…</td><td>…
…</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>আবেগীয়</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৫. সড়ক, রেল ও নৌ পথে চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়াতে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং অন্যকে সাবধান করবে।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

এয়োদশ অধ্যায় : বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য (০৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পরিবেশের ভারসাম্য এবং ভারসাম্যহীনতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য	• ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীন পরিবেশের দু'টি চিত্র (যেমন: একটি পুকুরে পরিবেশের ভারসাম্য অবস্থায় মাছের স্বচ্ছন্দ বসবাস, অন্যদিকে একটি পুকুরে ভারসাম্যহীন পরিবেশে মাছের মড়ক ইত্যাদি) প্রদর্শন। • **একক কাজ:** চিত্র অবলম্বনে পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার কারণ শনাক্তকরণ।	• পরিবেশ ভারসাম্য অবস্থায় থাকার শর্ত বর্ণনা।	
২. পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিণতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিণতি	• প্রশ্নোত্তরে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিণতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান। • **দলগত কাজ:** পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিণতি বর্ণনা।	• ভারসাম্যহীনতার পরিণতি বিশ্লেষণ।	
৩. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা সহ বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বর্ণনা করতে পারবে।	• বাংলাদেশের কয়েকটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড: (অবকাঠামো নির্মাণ, খনিজ উত্তোলন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প স্থাপন প্রভৃতি)	• প্রশ্নোত্তরে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা দান এবং উন্মুক্ত ব্রেইনস্ট্রর্মিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নাম বোর্ডে লিখন। • **একক কাজ:** উল্লেখিত কর্মকাণ্ডগুলো কেন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডরূপে বিবেচিত তা উল্লেককরণ।	• উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা। • বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের তুলনা।	
৪. বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় কিভাবে পরিবেশ দূষণ ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশ দূষণ	• উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে (যেমন- অবকাঠামো নির্মাণ, খনিজ উত্তোলন ইত্যাদি) পরিবেশ দূষণ চিত্রে প্রদর্শন এবং এ সংক্রান্ত কেইস স্টাডি সরবরাহ। • **দলগত কাজ:** চিত্র ও কেইস স্টাডি অবলম্বনে পরিবেশ দূষণ ব্যাখ্যা।		• উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত সচিত্র কেইস স্টাডি ।

এয়োদশ অধ্যায় : বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য (০৭ পিরিয়ড) চলমান-২

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	লেখক নির্দেশনা
৫. **অনুসন্ধান :** উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হবে এবং অন্যকে সচেতন করবে।	• পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায়	• উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উন্নত দেশের কার্যক্রম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ ও আলোচনা। • **বাড়ির কাজ:** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উপায় বর্ণনা।	• পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা।	• উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায় সম্পর্কে উন্নত দেশ অবলম্বনে কেইস স্টাডি।

চতুদর্শ অধ্যায় : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (১৩ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয়				
১. দুর্যোগ ও বিপর্যয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• দুর্যোগ ও বিপর্যয়	• ইতঃপূর্বে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র প্রদর্শন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে দুর্যোগ ও বিপর্যয় সম্পর্কে আলোচনা। • **একক কাজ:** দুর্যোগ ও বিপর্যয় বর্ণনা।	• দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মধ্যে পার্থক্য।	
২. বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্ণনা করতে পারবে।	• বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ: (ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ক্ষরা, ভূমিকম্প ও সুনামি)	• চিত্র প্রদর্শন করে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আলোচনা। • **দলগত কাজ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি) সংঘটনের পূর্বে, সংঘটনের সময় এবং সংঘটনের পরে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার ব্যখ্যা।	• ভূমিকম্প সংঘটনের সময় ও সংঘটনের পরে নিরাপত্তামূলক বিষয়ের উল্লেখ।	
৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র	• **দলগত কাজ:** ব্রেইনস্ট্রর্মিংয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র বর্ণনা।	• বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র সম্পর্কিত অপূরণকৃত কর্মপত্র পূর্ণকরণ।	
৪. বাংলাদেশের উপকূলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• বাংলাদেশের উপকূলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	• **দলগত কাজ:** উপকূলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা। • **বাড়ির কাজ:** উপকূলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপায় বর্ণনা।	• উপকূলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করন।	
৫. ভূমিকম্পের মাত্রা ও সুনামির পূর্বাভাস প্রদানে প্রযুক্তির ব্যবহার ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে পারবে।	• ভূমিকম্পে র মাত্রা ও সুনামির পূর্বাভাস প্রদানে প্রযুক্তির ব্যবহার	• ভূমিকম্পের মাত্রা ও সুনামির পূর্বাভাস প্রদানে বাংলাদেশ ও বিশ্বে কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে এদের উপর নির্ভরতা ও এদের	• ভূমিকম্প ও সুনামি বিষয়ক প্রযুক্তির কার্যকারীতা মূল্যায়ন।	• ভূমিকম্পের মাত্রা ও সুনামির পূর্বাভাস প্রদানে বিশ্বে ব্যবহৃত প্রযুক্তির

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	লেখক নির্দেশনা
আবেগীয় ৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবে এবং অন্যকে সচেতন করবে।		কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা। ● **একক কাজ:** ব্যবহৃত প্রযুক্তির কার্যকারিতা নির্দেশকরণ। ● **বাড়ির কাজ:** বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি (বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প এবং নদী ভাঙ্গন) ব্যাখ্যা।		ব্যবহার ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বর্ণনা।

৫.লেখক নির্দেশিকা

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি নবম-দশম শ্রেণির মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আবশ্যিক বিষয়। বিষয়টির জন্য ১০০ নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সপ্তাহে ৩টি করে ২ বছরে মোট ২১৬ টি পিরিয়ড বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি পিরিয়ডের সময় ৫০মিনিট। **ভূগোল ও পরিবেশ** বিষয়ের শিক্ষাক্রমে শিখনফল এবং বিষয়বস্তু এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যেন বরাদ্দকৃত ২১৬ পিরিয়ডে শিক্ষার্থীরা সবগুলো শিখনফল অর্জন করতে পারে।

ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিখন শেখানো **(Learner centaed teaching learning)** পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে। গতানুগতিক মুখস্থ করার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। **'কী শিখতে হবে'** তার পরিবর্তে **'কিভাবে শিখতে হবে'** এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ভূগোল ও পরিবেশ বইটি রচনার সুবিধার্থে লেখকদেরকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাগুলো অনুসরণের অনুরোধ করা হলে।

১. **প্রাসঙ্গিকতা :**
- ✓ শিক্ষার্থীরা যা শিখবে, তার প্রাসঙ্গিকতা যেন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে তা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।
- ✓ শিখন বিষয়টি শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীর চার পাশে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

২. **আকর্ষণ :**
- ✓ শিখন বিষয়টি অবশ্যই আকর্ষণীয় বা আনন্দদায়ক হতে হবে।
- ✓ শিখনকে এমন ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন তা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে।

৩. **যথার্থতা :**
- ✓ পাঠ্যবিষয় লিখার সময় অবশ্যই শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়সের (Mental Age) সাথে উপযোগী করে লিখতে হবে।
- ✓ বিভিন্ন মানের (Different abilities) শিক্ষার্থীদের শিখার সুযোগের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের জন্য কাঠিন্যের বিভিন্ন স্তরের (Different level of difficult) উপযোগী পাঠ থাকবে।
- ✓ বিষয়বস্তু সঠিক হতে হবে অর্থাৎ তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্ত, চিত্র, উপমা-উদাহরণ নির্ভুল ও সাম্প্রতিক হতে হবে।

৪. **উপলব্ধি করার উপযোগিতা :**
- ✓ শিখন বিষয়গুলো অবশ্যই সহজভাবে বোধগম্য উপায়ে চলতি ভাষায় সুস্পষ্ট হতে হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীর বয়স উপযোগী সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
- ✓ শিখন বিষয়গুলো অবশ্য যুক্তিসঙ্গত ও বোধগম্য অনুচ্ছেদে বিভক্ত হবে। এক্ষেত্রে শিখনফলের চাহিদাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

৫. **শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স :**

এই ছকে অধ্যায়ের জন্য বরাদ্দকৃত পিরিয়ড সংখ্যা, শিখনফল, বিষয়বস্তু, এবং শিখনফল ভিত্তিক বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া আছে যা ভালভাবে উপলব্ধি করে লিখতে হবে।

- প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে **(প্রথম পাতায়)** বাম পাশে শিক্ষাক্রম ছকে উল্লেখিত বুদ্ধিবৃত্তীয় (অনুসন্ধানমূলক), মনোপেশীজ ও আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল বক্সের ভেতর মোটা **হরফে (Bold)** উল্লেখ করতে হবে। ডান পাশে শিক্ষার্থীদের পূর্বপাঠ/অভিজ্ঞতা এবং চেনাজানা/জীবন ঘনিষ্ট উদাহরণ দিয়ে ৩-৫ বাক্যের মধ্যে একটি ভূমিকা দিয়ে মূলপাঠের লেখা শুরু করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা/বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের মাধ্যমে লেখা শুরু করা বাঞ্ছণীয়।
- শিক্ষাক্রম ছকে শিখণফল বুদ্ধিবৃত্তীয় (অনুসন্ধানমূলক), মনোপেশিজ ও আবেগীয় প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তু উপস্থাপনার সময় বুদ্ধিবৃত্তীয় বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানমূলক, মনোপেশীজ ও আবেগীয় শিখণফল এর উপস্থাপনা ঐ বুদ্ধিবৃত্তীয় বিষয়বস্তু উপস্থাপনার সাথে সমন্বিত করে করতে হবে।
- প্রতিটি অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠার ডান পাশে বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রধান শব্দ **(Key word)** উল্লেখ করতে হবে।
- পাঠ ভিত্তিক বই লিখতে হবে। অধ্যায়ে উল্লেখিত পিরিয়ড সংখ্যাকে পাঠ সংখ্যা বিবেচনা করতে হবে। মোট পাঠসংখ্যা দ্বারা বিষয়বস্তুকে এমনভাবে বিন্যাস্ত (সহজ থেকে কঠিনের ক্রমানুসারে) করতে হবে যেন ঐ নির্ধারিত পাঠ সংখ্যা দ্বারা ঐ অধ্যায়ে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর পাঠদান সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং শিখনফল অর্জিত হয়। প্রতিটি অধ্যায়ে পিরিয়ডের সংখ্যা এবং অধ্যায়ে তাত্তিক/হাতে কলমে /ব্যবহারিক/অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পিরিয়ড বিবেচনা করে অধ্যায়ের পৃষ্টা সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। ভূগোল ও পরিবেশ **বিষয়টির বইয়ে পৃষ্টার সংখ্যা হবে ২০০। তবে ১০%হ্রাস বা বৃদ্ধি হতে পারে।**
- প্রতিটি পাঠকে এমনভাবে বিন্যাস্ত করতে হবে **(চিত্র, গ্রাফ, ডাটা, গাণিতিক ব্যাখ্যা** ইত্যাদি দিয়ে) যেন শিক্ষার্থী সৃজনশীল, সৃষ্টিশীল এবং চিন্তন ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পায়।
- পাঠের বিভিন্ন অংশে **প্রশ্ন/ক্রিয়া কর্ম/হাতে কলমে কাজ (Activities)** বক্স করে দিতে হবে যা অনুশীলনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন নিশ্চিত হবে। প্রতিটি অধ্যায়ে কিছু শিখনফল আছে যার জন্য বিষয়বস্তু দেওয়া হয় নি। এসব ক্ষেত্রে শিখণফল অর্জনের জন্য কাজ দিতে হবে । প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য বরাদ্দ মোট পিরিয়ডের গড়ে ৩০ শতাংশ সময় শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ডের জন্য বরাদ্দ থাকবে। উচ্চতর শিখনের **(Higher Learning)** জন্য প্রত্যেক পাঠেই সুযোগ রাখতে হবে। ক্রিয়াকর্ম সমূহ হতে পারে যেমন প্রতিবেদন তৈরি, সার সংক্ষেপ রচনা, পোস্টার তৈরি করা, ড্রইং, সমস্যা সমাধান, হাতে কলমে পরীক্ষণ, দলগত আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গণিত সমস্যার উদাহরণ দিতে হবে।
- হাতে কলমে কাজসহ শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে বক্স করে দিতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাজের নির্দেশনাও এতে থাকবে। পরীক্ষণ/অনুসন্ধানমূলক কাজের সময় [পিরিয়ডের সংখ্যা] বক্সে উল্লেখ করতে হবে। পরীক্ষণ/অনুসন্ধানমূলক কাজসমূহে সহজলভ্য এবং স্থানীয়ভাবে করা যায় এমন উপকরণের ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- **বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও উপস্থাপনা এমনভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল অর্জন করতে পারে।**
- **বাংলাদেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির জন্য পৃথক ল্যাবরেটরি নেই। তদুপরি বিদ্যালয়সমূহের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। বিদ্যালয়সমূহের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় রেখে হাতে কলমে কাজ ডিজাইন করতে হবে। 'করে শেখা (Learning by Doing)' শিখনকে দীর্ঘস্থায়ী এবং ফলপ্রসূ করে বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।**
- উদাহরণ/ছবি ইত্যাদির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার বজায় রাখতে হবে।
- গতানুগতিক ধারায় মুখস্থ করে পরীক্ষায় প্রস্তুতি নেবার বর্তমান প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার লক্ষ্যে বইতে সরাসরি সঙ্গা তৈরি করে দেয়া, ছকে পার্থক্য লিখে দেয়া কিংবা কোন প্রশ্নের উত্তর সাজিয়ে দেয়া যাবে না। সঙ্গা মুখস্থ করার পরিবর্তে উপমা-উদাহরণের মাধ্যমে ধারণা অর্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- প্রতিটি অধ্যায় শেষে **Key Word** ভিত্তিক একটি সার সংক্ষেপ **(Recapitulations)** থাকবে।

- প্রতিটি অধ্যায় শেষে চারপাতার মধ্যে কিছু অনুশীলনমূলক কার্যক্রম দিতে হবে। অনুশীলনমূলক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে চর্চার মাধ্যমে শিখনফলকে সুদৃঢ়করণ **(Reinforcement)**। এগুলোর মধ্যে থাকতে পারে-
  - ✓ শূন্যস্থান পূরণ
  - ✓ মিলকরণ
  - ✓ বিভিন্ন ধরনের পাজল **(Puzzle)**
  - ✓ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
  - ✓ বহু নির্বাচনীমূলক প্রশ্ন

- ✓ সৃজনশীল প্রশ্ন
- ✓ আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল অর্জনের জন্য কিছু কর্মকাণ্ড
- ✓ উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় রেখে কিছু সম্প্রসারিত কর্মকাণ্ড (**Extended Activity**)

অনুশীলন কার্যক্রমসমূহ যেন উচ্চতর দক্ষতা (Higher order thinking) [যেমন বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন, সৃজনশীল চিন্তন (Creative thinking skill) এবং সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical thinking skill)] অর্জিত হয় তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

- **এছাড়াও শিক্ষাক্রম ছকে শিখনফলভিত্তিক সুর্নিদিষ্ট লেখক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।**

আমাদের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে-

- একটি মানসম্মত ও আকর্ষণীয় 'ভূগোল পরিবেশ' বই শিক্ষার্থীদের উপহার দেওয়া।
- ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষাকে প্রেরণামূলক ও আনন্দদায়ক করা।
- শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসুমনা ও কৌতূহলী করা এবং চিন্তনক্ষমতা সম্প্রসারিত করা।
- বইকে সুখপাঠ্য, সহজবোধ্য এবং ব্যবহার্য করা।
- মুখস্থ করার প্রবণতা হ্রাস করা এবং হাতে কলমে শেখাকে উৎসাহিত করা।
- একটি **Self Driven** পাঠ্যবই রচনা করা, যেন শিক্ষার্থীরা ন্যূনতম সাহায্য নিয়ে নিজেরাই শিখনফল অর্জন করতে পারে।

পাঠ্যবইয়ের কাঠামো

ক। বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে ২০০, তবে ১০% হ্রাস বা ১০% বৃদ্ধি হতে পারে

খ। ফন্ট সাইজ ১৩ পয়েন্ট হতে হবে

গ। লাইন স্পেস ১.৫ হবে

ঘ। পাণ্ডুলিপির সাইজ ১/৮ ডিসি (২০″-৩০″)/(২২″-৩২″) হবে

জ। কনটেন্ট এরিয়া হবে (৮.৫″-৫.৭৫″) বা (৯.৫″- ৬.২৫″)

শিক্ষাক্রম

পৌরনীতি ও নাগরিকতা

নবম-দশম শ্রেণি

১. ভূমিকা

শিক্ষা একটি গতিশীল বিষয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সবসময়েই এর পরিবর্তন, পরিমার্জন বা আধুনিকীকরণ করতে হয়। আলোচ্য পৌরনীতি বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক আজ থেকে সতের বছর আগে (১৯৯৫) প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা হয়। ইতোমধ্যে সময়ের আবর্তে এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সমাজ ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এ পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে 'পৌরনীতি' বিষয়টির শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী করে তোলা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীদেরও পৌরনীতি বিষয়ে যুগোপযোগী ধারণা ও জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নাগরিকের ভূমিকা কী হবে তা জানার জন্য পৌরনীতি পাঠের বিকল্প নেই। পৌরনীতি মূলত নাগরিকতা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। তাই বিষয়বস্তুর বিবেচনায় এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা'।

আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, চরিত্র গঠন এবং জনগণ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস- ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরগাঁথা এ সব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ও সচেতনতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও দেশপ্রেমের আদর্শ জাগ্রত করবে। এ সব লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা' বিষয়ের শিক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে।

আমাদের দেশে পরীক্ষা পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পরিবর্তিত মূল্যায়ন পদ্ধতির সাথে সংগতি রেখে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ নির্ভরতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নতুন শিক্ষাক্রমে বিষয়স্তুর বিন্যাস, শিখন-শেখানো কৌশল ও মূল্যায়ন নির্দেশনা এবং লেখক নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, নতুন শিক্ষাক্রম পাঠদান পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিক্ষালাভে সহযোগিতাদানে সক্ষম হবে।

২. উদ্দেশ্য

১. পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সৃজনশীল, দক্ষ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

২. পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থায় নাগরিকের অবস্থান, মর্যাদা, গুরুত্ব ও সম্ভাবনা অনুধাবন করে নিজ ভূমিকা পালন করা।

৩. নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা এবং অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সুনাগরিক হওয়া।

৪. আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ।

৫. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান আচরণ করতে শেখা।

৬. রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মাবলি জেনে সে অনুযায়ী কর্মসম্পাদনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৭. বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, সরকার এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা লাভ করে নাগরিক হিসেবে গঠনমূলক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৮. নাগরিক জীবনের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় জেনে নিজ দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হওয়া।

৯. ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের চেতনায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১০. নাগরিক হিসেবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে নিজ ভূমিকা ও কর্তব্য পালনে সচেতন হওয়া।

৩. অধ্যায় বিন্যাস ও সময় বণ্টন

শিক্ষাক্রমে **পৌরনীতি ও নাগরিকতা** বিষয়ের প্রতিটি ক্লাসের জন্য ৫০ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। সপ্তাহে তিনটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। বাৎসরিক মোট ক্লাশের সংখ্যা হবে ১০৮টি। ১০ম শ্রেণির দ্বিতীয়ার্ধে প্রাক্ নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা বিবেচনায় রেখে বাৎসরিক পিরিয়ড বণ্টন করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাৎসরিক পিরিয়ড সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত অনুশীলন ক্লাশসমূহ শিক্ষার্থীদের সার্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠদানের জন্য শিক্ষক একাধিক পিরিয়ড একসাথে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের পিরিয়ড সংখ্যা বরাদ্দের সময় শিখন-শেখানো নির্দেশনা ও মূল্যায়ন নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুশীলন ক্লাশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যেমন- প্রথম অধ্যায়ের জন্য বরাদ্দকৃত মোট পিরিয়ড সংখ্যা ২৬টি, এর মধ্যে ১৮ টি সাধারণ ক্লাশ ও ০৮ টি অনুশীলনমূলক ক্লাশ। বিষয়ের চাহিদা বিবেচনায় শ্রেণিশিক্ষক অধ্যায়ের সাধারণ ক্লাশ ও অনুশীলনমূলক ক্লাশের সংখ্যা কমবেশি করতে পারেন।

অধ্যায়	বিষয়বস্তু ও পিরিয়ড সংখ্যা	
	অধ্যায়ের শিরোনাম	**পিরিয়ড সংখ্যা (১০৮x২ = ২১৬)**
প্রথম	পৌরনীতি ও নাগরিকতা	(১৮+৮) = ২৬
দ্বিতীয়	নাগরিক ও নাগরিকতা	(৮+৪) = ১২
তৃতীয়	আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য	(১০+৪) = ১৪
চতুর্থ	রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা	(১১+৪) = ১৫
পঞ্চম	সংবিধান	(১০+৫) =১৫
ষষ্ঠ	বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা	(১৫+৫) = ২০
সপ্তম	গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন	(১২+৬) = ১৮
অষ্টম	বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা	(১৫+৭) = ২২
নবম	নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়	(২০+১০) =৩০
দশম	স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নাগরিক চেতনা	(২২+৮) = ৩০
একাদশ	বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন	(১০+৪) = ১৪
	সর্বমোট পিরিয়ড সংখ্যা	**= ২১৬**

৪. শিক্ষাক্রম ছক

নবম-দশম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় : পৌরনীতি ও নাগরিকতা (২৬ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখনো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তিক
১. পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের ধারণা ও পরিসর ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. পৌরনীতি ও নাগরিকতা পাঠের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৩. পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ও সরকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪. রাষ্ট্রের উৎপত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫. পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।</td>
<td>● পৌরনীতি ও নাগরিকতা
● পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের পরিসর
○ পরিবার
○ সমাজ
○ রাষ্ট্র ও এর উপাদান
○ সরকার
○ রাষ্ট্রের উৎপত্তি</td>
<td>একক কাজ :
● পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের আধুনিক ধারণা এবং তার পরিসর তালিকার মাধ্যমে প্রদর্শন।
দলগত কাজ :
● পৌরনীতি ও নাগরিকতার ধারণা ও পরিসর অধ্যয়নের মাধ্যমে পৌরনীতিও নাগরিকতা বিষয় পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তালিকা তৈরি এবং উপস্থাপন করবে।
বাড়ির কাজ :
● দলীয়ভাবে প্রস্তুত তালিকা অনুযায়ী পৌরনীতি ও নাগরিকতার প্রয়োজনীতা বিশ্লেষণ করবে।
বৈশিষ্ট্য:
<table>
<tr><th>পরিবার</th><th>সমাজ</th><th>রাষ্ট্র</th></tr>
<tr><td>১
২
৩</td><td>১
২
৩</td><td>১
২
৩</td></tr>
</table>
● রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদের সারসংক্ষেপ চার্টের মাধ্যমে প্রদর্শন
একক কাজ : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদটি চিহ্নিতকরণ এবং এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন।
● দলগত কাজ : পরিবার, সমাজে ও রাষ্ট্রের পারস্পারিক সম্পর্ক।
● বিতর্ক : সরকার রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি</td>
<td>মিলকরণ :
<table>
<tr><th>পৌরনীতি ও নাগরিকতার পরিসরের ক্ষেত্র</th><th>বিষয়</th></tr>
<tr><td>সামাজিক প্রতিষ্ঠান</td><td>রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল</td></tr>
<tr><td>রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান</td><td>পরিবার, সমাজ</td></tr>
<tr><td>নাগরিকতার স্থানীয় বিষয়</td><td>জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ</td></tr>
<tr><td>নাগরিকতার আন্তর্জাতিক বিষয়</td><td>ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন</td></tr>
</table>
শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন:
পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয় পাঠের প্রয়োজনীতা বিশ্লেষণ।

শ্রেণি অভীক্ষা:
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ও সরকারের ধারণা
❖ কোন মতবাদে বলা হয় বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন?
❖ কার মতে, প্রকৃতি রাজ্যে ছিল স্বর্গের মতো।
একক কাজের মূল্যায়ন।
ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>ক্ষেত্র</th><th>বিষয়</th></tr>
<tr><td>একক ও যৌথ পরিবারের পার্থক্য</td><td>১.
২.</td></tr>
<tr><td>সমাজের উপাদান</td><td>১.
২.</td></tr>
<tr><td>রাষ্ট্রের উপাদান</td><td>১.
২.</td></tr>
<tr><td>সরকারের অঙ্গ</td><td>১.
২.</td></tr>
</table></td>
<td></td>
</tr>
</table>

দ্বিতীয় অধ্যায়: নাগরিক ও নাগরিকতা (১২ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখনো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তিক
১. নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. নাগরিকতার অর্জনের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

৩. দ্বৈত নাগরিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪. সুনাগরিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৫. নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।

৬. নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।

আবেগিক
৭. নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আগ্রহী হবে।</td>
<td>● নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা

● নাগরিকতা অর্জনের উপায়

● দ্বৈত নাগরিকতা
● সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য

● নাগরিকের অধিকার
● নাগরিকের কর্তব্য</td>
<td>প্রশ্নোত্তর : ইঙ্গিত-
● তুমি কি নাগরিক?
● তুমি কেন নাগরিক?
● শ্রীলঙ্কার মিঃ দিলীপ চাকুরীর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ দিন বাংলাদেশে বাস করছেন। সে গত নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন নি। তিনি কি বাংলাদেশের নাগরিক?
যুক্তি :
১.
২.
একক কাজ :
● নাগরিকতা অর্জনের উপায় ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন।
প্রতিবেদন :
● নাগরিক ও বিদেশীর পার্থক্য অনুসন্ধান (নাগরিক ও বিদেশ ফেরৎ বাংলাদেশি নাগরিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যেতে পারে)।
● শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তন- (সুনাগরিক- বুদ্ধিমত্তা, বিবেক ও আত্মসংযম)।
দলগত কাজ :
● নাগরিক অধিকারের চার্ট কর।
● রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যের তালিকা প্রস্তুতকরণ।
বিতর্ক :
● “কর্তব্য পালন ব্যতীত অধিকার ভোগ করা যায় না।”
একক কাজ :
● শিক্ষার্থী হিসেবে বিদ্যালয়ে তুমি কী কী অধিকার ভোগ কর? তালিকা প্রস্তুত কর।
● বিদ্যালয়ের প্রতি তুমি কী কী কর্তব্য পালন কর তা খুঁজে বের কর।</td>
<td>মিলকরণ :
<table>
<tr><th>ক্ষেত্র</th><th>বিষয়বস্তু</th></tr>
<tr><td>নাগরিক</td><td>মর্যাদা</td></tr>
<tr><td>নাগরিকতা</td><td>স্থায়ী বাসিন্দা</td></tr>
<tr><td></td><td>ব্যক্তির পরিচয়</td></tr>
</table>

● একক কাজ মূল্যায়ন

● প্রতিবেদন মূল্যায়ন

● বাংলাদেশের এক দম্পত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গমন করে এবং সেখানে ‘রাফসান’ নামক এক সন্তান জন্ম হয়। রাফসানের নাগরিকত্ব কিরূপ হবে?
● জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জব্বার আলী একজন সৎ ও কর্তব্য পরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করেন। জব্বার আলীর মধ্যে সুনাগরিকের কোন গুণ লক্ষ করা যায়?

শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন

বিতর্কের বিষয়বস্তুর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি পর্যবেক্ষণ করে নিজের চিন্তন দক্ষতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লিখিতভাবে উপস্থাপন ।

● প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুযায়ী মূল্যায়ন ।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

তৃতীয় অধ্যায়: আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখনো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তিক ১. আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. আইনের উৎস বর্ণনা করতে পারবে। ৩. আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. আইনের শাসনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগিক:** ৫. আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং আইন মেনে চলবে।	• নাগরিক ও আইন • নাগরিক ও স্বাধীনতা • নাগরিক জীবন ও সাম্য • নাগরিক জীবনে আইনের শাসন	**আলোচনা :** • শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা জানার মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত করা • নিরব পাঠের ব্যবস্থা করা। • আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের বাস্তব উদাহরণ। • আইন ও সামাজিক মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত। • বিতর্ক- "সাধারণ নিয়ম-নীতির সমষ্টিই আইন।" **একক কাজ :** • আইনের উৎসের চার্ট তৈরি। **দলগত কাজ :** • আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক খুজে বের করা। **উৎস :** পাঠ্যপুস্তক ও বাস্তব উদাহরণ **পর্যবেক্ষণ :** **একক কাজ :** • আইনের শাসন ও নাগরিক জীবন **দলগত কাজ :** • আইনের শাসন মানুষের জন্য প্রয়োজন কেন? এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট উদাহরণসহ চেকলিস্ট তৈরি এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন। **বাড়ির কাজ :** • চেকলিষ্ট অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থী আইনের শাসনের গুরুত্ব বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা/পর্যবেক্ষণ লিখে আনবে। • বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে চলার নির্দেশনা প্রদান।	**ছক পূরণ :** বিষয় — বৈশিষ্ট্য আইন — ১. ২. স্বাধীনতা — ১. ২. সাম্য — ১. ২. **শ্রেণি অভীক্ষা :** • আইনের উৎস বর্ণনা **বাড়ির কাজ :** • আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের পারস্পারিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ। **শ্রেণি অভীক্ষা :** • আইনের শাসনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ। বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে চলার বিষয়ে পর্যবেক্ষণ।	

চতুর্থ অধ্যায়: রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখনো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তিক ১. বিভিন্ন সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিকের অবস্থান ও সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. গণতন্ত্র ও একনায়কন্ত্রের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। **আবেগিক:** ৪. গণতান্ত্রিক আচরণ শিখতে ও তা প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।	• রাষ্ট্রের প্রকারভেদ ও নাগরিকের সাথে সম্পর্ক • বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা • গণতন্ত্র • একনায়কতন্ত্র	**দলগত কাজ :** • কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের একটি চার্ট অঙ্কন করা **একক কাজ :** • গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রে নাগরিকের অবস্থান অনুসন্ধান। **বিতর্ক :** • "একমাত্র গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায়ই নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার সুনিশ্চিত হয়।" • বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে চার্ট তৈরি **দলীয় কাজ :** • বিভিন্ন গণতান্ত্রিক. সরকার ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এ বিষয়ে এককভাবে রিপোর্ট পেশ। **দলতগ কাজ :** • কতগুলো গণতান্ত্রিক আচরণ চিহ্নিতকরণ ও (দৈনন্দিন জীবনে থেকে নেয়া) তা অনুসরণের নির্দেশনা।	**শ্রেণি অভীক্ষা :** • গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রে নাগরিকের অবস্থান নির্ণয় কর। Class Test, Class Work এবং একক কাজ বিষয় | বৈশিষ্ট্য গণতন্ত্র | একনায়কতন্ত্র | • পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট আচরণ মূল্যায়ন।	

পঞ্চম অধ্যায়: সংবিধান (১৫ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তিক
১. সংবিধানের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

৩. উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।

৪. বাংলাদেশে সংবিধান রচনার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে।

৫. বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৬. বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।</td>
<td>• সংবিধান ও এর গুরুত্ব
• বিভিন্ন ধরনের সংবিধান ও এর বৈশিষ্ট্য
• সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি

• উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

• বাংলাদেশের সংবিধান ও এর বৈশিষ্ট্য

• বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ</td>
<td>একক কাজ :
• বিভিন্ন ধরনের সংবিধানের চার্ট প্রস্তুত।
• দলগত কাজ :
• রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধানের গুরুত্ব।
একক কাজ :
• সংবিধান তৈরির পদ্ধতি চার্টে প্রদর্শন।
একক কাজ :
• উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের তালিকা তৈরি।
দলগত কাজ :
• বাংলাদেশের সংবিধান কি উত্তম? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
• বাংলাদেশের সংবিধানের কপি প্রদর্শনের মাধ্যমে সংবিধান রচনার ইতিহাস আলোচনা।
একক কাজ :
• সংবিধান রচনার ঘটনা প্রবাহের তালিকা প্রস্তুত ও প্রদর্শন।
• বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত।
শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তন
(বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনী আইন, ১ম থেকে পঞ্চদশ)।
একক কাজ :
• বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহের ১টি করে মূল বৈশিষ্ট্যের তালিকা তৈরি</td>
<td>• রাষ্ট্র পরিচালিত কিসের মাধ্যমে?
• কিসের মাধ্যমে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বজায় থাকে ?
• যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য উপযোগী কোন সংবিধান ?
শ্রেণী অভীক্ষা :
• সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি বিবরণ।
ছক পূরণ :

শ্রেণি অভীক্ষা :
• বাংলাদেশে সংবিধান রচনার ইতিহাস বর্ণনা।
• বাংলাদেশে সংবিধানের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর :
১. ....
২. ....
৩. ....
৪. ....

মিলকরণ
<table>
<tr><td>সংশোধনী</td><td>বিষয়বস্তু</td></tr>
<tr><td>চতুর্থ সংশোধনী</td><td>সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা</td></tr>
<tr><td>দ্বাদশ সংশোধনী আইন</td><td>তত্ত্বাবধায়ক সরকার</td></tr>
<tr><td>এয়োদশ সংশোধনী আইন</td><td>রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন এবং বাকশাল গঠন</td></tr>
<tr><td>পঞ্চদশ সংশোধনী</td><td>তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা (২০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখনো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তিক
১. বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবে।

২. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবে।

৩. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে।

৪. বাংলাদেশের আইনসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।

৫. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।</td>
<td>● বাংলাদেশের শাসন বিভাগ
○ রাষ্ট্রপতি: ক্ষমতা ও কার্যাবলী
○ প্রধানমন্ত্রী: ক্ষমতা ও কার্যাবলী
○ মন্ত্রিসভা: গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী
● বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো
● বাংলাদেশের আইনসভা
○ জাতীয় সংসদ : গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী
● বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা
○ সুপ্রীম কোর্ট
○ হাইকোর্ট
○ নিম্ন আদালত</td>
<td>জোড়ায় কাজ :
● রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলীর তালিকা প্রস্তুত
● ‘প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি’ যুক্তি দাও।

একক কাজ :
বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর ছক তৈরি

পর্যবেক্ষণ-
● জাতীয় সংসদের ছবি

জোড়ায় কাজ :
● জাতীয় সংসদের গঠনের ছক তৈরি
● জাতীয় সংদের কার্যাবলীর তালিকা প্রস্তুত

একক কাজ :
● বাংলাদেশের বিচার কাঠামোর ছক প্রস্তুত

দলীয় কাজ :
● নিম্ন আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার ছক প্রস্তুত</td>
<td>মিলকরণ:
<table><tr><td>কাজের ক্ষেত্র</td><td>বিষয়</td></tr><tr><td>রাষ্ট্রপতি</td><td>মন্ত্রিসভার নেতা</td></tr><tr><td>প্রধানমন্ত্রী</td><td>প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন</td></tr><tr><td>মন্ত্রিসভা</td><td>রাষ্ট্র প্রধান</td></tr></table>● দলগত কাজ মূল্যায়ন
● বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর স্তর কয়টি?
● কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সর্বনিম্নে কার অবস্থান?
● জেল প্রশাসনের শাসক কে?
● জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ কী ?
● বাজেট পাশ করা জাতীয় সংসদের কোন ধরনের কাজ ?
● সরকারের কোন বিভাগকে জাতীয় সংসদ নিয়ন্ত্রণ করে ?

শ্রেণি অভীক্ষা :
● সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা কার্যাবলী</td>
<td></td>
</tr>
</table>

সপ্তম অধ্যায় ০৭: গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন (১৮ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখনো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তিক
১. রাজনৈতিক দলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. গণতন্ত্রের বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৩. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের বর্ণনা দিতে পারবে।
৪. গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক নিরুপণ করতে পারবে।
৫. বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবে।
আবেগিয়
৬. গণতান্ত্রিক আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হতে</td>
<td>● রাজনৈতিক দলের ধারণা
● রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য
● রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী
● গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দল
● বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা
● নির্বাচন
● নির্বাচন কমিশন
● বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন</td>
<td>একক কাজ :
● তালিকা প্রস্তুত :
○ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য
○ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী
দলগত কাজ :
● নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ তাদের দলীয় কর্মসূচি প্রচার করে জনমতকে নিজেদের পক্ষে নেয়ার চেষ্টা করে। উল্লিখিত কাজের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল কিভাবে গণতন্ত্র বিকাশে সহায়তা করছে, তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ কর।
একক কাজ :
● প্রতিষ্ঠাকালসহ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের তালিকা প্রস্তুত ।
দলগত কাজ :
● গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক নিরূপণ
বিতর্ক :
● "নির্বাচন স্থিতিশীল গণতন্ত্রের একমাত্র শর্ত।"
দলগত কাজ :
● নির্বাচন কমিশনের গঠনের চার্ট প্রদর্শন।
● নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর তালিকা প্রস্তুত।
বিতর্ক :
"সুষ্ঠু নির্বাচনই গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্যের একমাত্র শর্ত ।"</td>
<td>শ্রেণি অভীক্ষা :
➢ রাজনৈতিক দলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি
বাড়ির কাজ :
● গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী
● বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের উপর একটি টেবিল তৈরি কর
ইঙ্গিত:
<table>
<tr><th>রাজনৈতিক দলের নাম</th><th>প্রতিষ্ঠার সন</th><th>বর্তমান দলনেতা</th><th>আদর্শ</th></tr>
<tr><td>১</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৪</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
শ্রেণি অভীক্ষা :
● গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক নিরূপণ
বাড়ির কাজ :
● বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা</td>
<td></td>
</tr>
</table>

অষ্টম অধ্যায় : বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা (২১ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখনো নিদের্শনা</th><th>মূল্যায়ন নিদের্শনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তিক
১. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবে।

২. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৩. নাগরিকতার বিকাশে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৪. নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকরের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।</td>
<td>● স্থানীয় সরকার
○ ইউনিয়ন পরিষদ : গঠন ও কার্যাবলি
○ উপজেলা পরিষদ: গঠন ও কার্যাবলি
○ জেলা পরিষদ: গঠন ও কার্যাবলি
○ পৌরসভা : গঠন ও কার্যাবলি
○ সিটি কর্পোরেশন: গঠন ও কার্যাবলি
○ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ: গঠন ও কার্যাবলি
○ নাগরিকতার বিকাশে স্থানীয় সরকার</td>
<td>দলগত কাজ :
● দলগতভাবে নিজ নিজ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সম্পাদিত (তোমার নিজ এলাকার) কাজের তালিকা তৈরি (অনুরুপভাবে সকল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাজের তালিকা উল্লেখ করা যায়)।
● নিজ নিজ স্থানীয় সরকারের কার্যালয়ে গিয়ে এ সংক্রান্ত তালিকা সংগ্রহ ।
নীচের তালিকা থেকে শহর ও গ্রামীণ এবং বিশেষ ধরনের সরকার ব্যবস্থা আলাদা করে টেবিল তৈরি কর
<table><tr><td>শহর</td><td>গ্রাম</td><td>বিশেষ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>
দলগত আলোচনা
● দলগতভাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়।
একক কাজ:
● তোমার এলাকায় স্থানীয় সরকারের একটি কাজ চিহ্নিত করে তা কিভাবে নাগরিকতা বিকাশে ভূমিকা পালন করে তা দেখাও ।(যেমন- জন্ম নিবন্ধন)
দলগত কাজ :
● তোমার নিজ স্থানীয় সরকার হতে তুমি কী কী সুবিধা পেতে পার তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।</td>
<td>বাড়ির কাজ :
তোমার নিজ এলাকায় (ওয়ার্ড) সম্প্রতি স্থানীয় সরকারের সম্পাদিত ১টি কাজ উল্লেখ কর।
বাড়ির কাজ :
● স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ (ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ)
একক কাজ:
<table><tr><th>কাজ</th><th>নাগরিকতার বিকাশে ভূমিকা</th></tr><tr><td>ভোটার তালিকা</td><td></td></tr><tr><td>টিকাদান</td><td></td></tr><tr><td>রাস্তাঘাট নির্মাণ</td><td></td></tr></table>
● ভাবাখালি ইউনিয়নের রহমতের স্ত্রী ঝগড়ার কারণে শহরে গিয়ে পারিবারিক আদালতে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করতে যায়। কিন্তু রহমত চায় ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যস্থতায় এই ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে চায়।
ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যস্থতায় ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে এই ঝগড়ার সমাধান রহমত ও তার স্ত্রীর জন্য কী কী সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে?</td>
<td></td>
</tr>
</table>

নবম অধ্যায়: নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়   (৩০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখনো নিদের্শনা</th><th>মূল্যায়ন নিদের্শনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তিক
১. আমাদের নাগরিক জীবনের প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

২. জনসংখ্যা সমস্যার কারণ ও এর প্রভাব এবং সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৩. নিরক্ষরতার কারণ, প্রভাব ও সমাধানের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

৪. খাদ্য নিরাপত্তাজনিত সংকটের কারণ ও প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।</td>
<td>● নাগরিক সমস্যা

○ জনসংখ্যা: সমস্যা ও প্রতিকার

○ নিরক্ষরতা : কারণ ও প্রতিকার

○ খাদ্য নিরাপত্তা: সংকট ও প্রতিকার
○</td>
<td>একক কাজ :
● আমাদের নাগরিক জীবনের প্রধান সমস্যারগুলোর তালিকা প্রস্তুত, তালিকা হতে নিজ নিজ এলাকার সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ ও তা প্রদর্শন।
একক কাজ :
● তোমার প্রতিবেশীদের মধ্যে অধিক জনসংখ্যার একটি পরিবার চিহ্নিত করে তাদের সমস্যার কারণ ও সমস্যার প্রভাব এবং এর প্রতিকার দেখাও।
দলগত আলোচনা :
● তোমার আশেপাশের একটি নিরক্ষর লোকের নিরক্ষতার কারণ, তার প্রভাব এবং তা সমাধানের উপায় নির্দেশ কর।
● দলীয় কাজ: বাজারে চাল কিনতে গিয়ে দেখা গেল যে, চালের দাম খুব বেশি এবং বাচারে পর্যাপ্ত চাল নেই। এ ঘটনার কী কী কারণ হতে পারে এবং তা কোন সমস্যাকে নির্দেশ করে তা নির্ধারণ করা।
● খাদ্য নিরাপত্তা কারণ ও এর প্রতিকারে ব্যক্তি ও পারিবারিক অভিজ্ঞতা বিনিময়।</td>
<td>বাড়ির কাজ :
● আমাদের নাগরিক জীবনের প্রধান সমস্যাসমূহ যুক্তিসহ অগ্রাধিকার নির্ণয় কর।
● কারণ এবং প্রতিকারের উপায় নির্ণয়-
<table>
<tr><th>জনসংখ্যা সমস্যার কারণ</th><th>প্রতিকারের উপায়</th></tr>
<tr><td>১.</td><td></td></tr>
<tr><td>২.</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.</td><td></td></tr>
<tr><td>নিরক্ষতার কারণ</td><td>প্রতিকারের উপায়</td></tr>
<tr><td>১.</td><td></td></tr>
<tr><td>২.</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.</td><td></td></tr>
</table>
শ্রেণি অভীক্ষা:
● খাদ্য নিরাপত্তাজনিত সংকটের কারণ ও প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা
শ্রেণি অভীক্ষা:
● পরিবেশগত দুর্যোগের ধারণা বর্ণনা করা
বাড়ির কাজ:
● পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবেলার উপায় বর্ণনা করা</td>
<td></td>
</tr>
</table>

নবম অধ্যায় : নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয় (৩০ পিরিয়ড) **চলমান-২**

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখনো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>৫. পরিবেশগত দুর্যোগের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।

৬. পরিবেশগত দুর্যোগ মোকাবেলার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।</td>
<td>○ পরিবেশগত দুর্যোগ

○ পরিবেশগত দুর্যোগ : মোকাবেলায় করণীয়</td>
<td>একক কাজ :
৩. তোমার এলাকায় সংঘটিত ১টি পরিবেশগত দুর্যোগ চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপায় দেখাও।
১. পরিবেশগত দুর্যোগের একটি তালিকা তৈরি</td>
<td>ক) সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের ৪টি কারণ পর্যায়ক্রম লিখ
খ) সন্ত্রাসের ফলাফলের উপর একটি ছক তৈরি কর
নমুনা:
<table><tr><th>ক্ষেত্র</th><th>ফলাফল</th></tr><tr><td>রাজনৈতিক</td><td></td></tr><tr><td>অর্থনৈতিক</td><td></td></tr><tr><td>সামাজিক</td><td></td></tr></table></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৭. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উৎস, সমাজ জীবনে এর প্রভাব এবং এর নিরসনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৮. নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।</td>
<td>○ সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ : প্রতিকারে করণীয়

○ নারী নির্যাতন: বিভিন্ন রূপ ও প্রতিকার</td>
<td>একক কাজ :
সম্প্রতি দৈনিক পতিকায় প্রকাশিত ১টি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে তা সমাধানে তোমার সুপারিশ পেশ কর।
দলগত কাজ:
৩. যৌতুক কিভাবে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ, তা তোমার জানা কোনো ঘটনার দ্বারা বুঝিয়ে দাও।</td>
<td>গ) সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের প্রতিকারের উপর তোমার পরামর্শ দাও/লিখ

বাড়ির কাজ:
● নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা
শ্রেণি অভীক্ষা: নাগরিক সমস্যা সমাধানে নাগরিকের ভূমিকাই প্রধান-ব্যাখ্যা কর।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৯. নাগরিক সমস্যা সমাধানে নাগরিকের ভূমিকা নির্ণয় করতে পারবে।

আবেগিয় :
১০. নাগরিক সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হবে</td>
<td></td>
<td>একক কাজ :
● তোমার নিজ এলাকার কোনো নাগরিক সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে তোমার সুপারিশ দাও।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

দশম অধ্যায়: স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নাগরিক চেতনা (২৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখনো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তিক : ১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. দেশপ্রেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করতে পারবে।	• স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি • ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব • ১৯৪৮-'৫২ সালের ভাষা আন্দোলন • বাঙ্গালির মুক্তি সংগ্রাম ও ছয়দফা কর্মসূচি • ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান • ১৯৭০ সালের নির্বাচন • বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন • ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ	**দলগত কাজ :** • বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিটি পর্ব উল্লেখ করে একটি চার্ট তৈরি (সন ও বিষয় উল্লেখ থাকবে)। • দেশপ্রেম প্রকাশ পায় এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি। **একক কাজ** • ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের চার্ট তৈরি ও উপস্থাপন। **দলগতকাজ:** • মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা (সম্ভব হলে)। • ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকচিত্র সংগ্রহ ও প্রদর্শন (পত্র-পত্রিকা এবং পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায়)।	• স্বাধীনতার পূর্ব এবং পরের নাগরিক অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ।	

একাদশ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখনো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তিক : ১. সার্কের গঠন, উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের সাথে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২. জাতিসংঘের গঠন, উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। ৩. জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে। ৪. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. কমনওয়েলথের গঠন, উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের সাথে এর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে। ৬. ওআইসি-র গঠন, উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের সাথে এর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।	● সার্ক ● জাতিসংঘ ● কমনওয়েলথ ● ওআইসি	**নিরব পাঠ-** ● সার্কের গঠন উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রশ্নোত্তর। **একক কাজ :** ● জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখাসমূহ চার্টে উপস্থাপন । **দলগত কাজ** ● জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দলীয় আলোচনা ও প্রতিবেদন উপস্থাপন। **বিতর্ক :** "বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাই জাতিসংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য/কাজ।" **অনুসন্ধান :** ● জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ইতিবৃত্ত। (পাঠ্যপুস্তক ও ইন্টারনেট)। **দলীয় কাজঃ** ● জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রসমূহ চার্টে উপস্থাপন। ● জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ।	**বাড়ির কাজ :** ● সার্কের গঠন, উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের সাথে সার্কের সম্পর্ক। **একক কাজ : বিতর্কের বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন।** ● অনুসন্ধান রিপোর্টের মাধ্যমে মূল্যায়ন। **অনুসন্ধান প্রতিবেদন** ● জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : (Class Work) ৩/৪/৫টি ক. খ. গ. ঘ.	

৫. লেখক নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের জন্য বোধগম্য, আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে লেখকের জন্য কিছু নির্দেশনার সুপারিশ করা হলো :

১. লেখককে অবশ্যই শুরুতে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের শিক্ষাক্রম দলিলটি ভালোভাবে পাঠ করে এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও মর্মার্থ অনুধাবন করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষাক্রমে বর্ণিত **শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কৌশল, উদাহরণ, মূল্যায়ন** ইত্যাদি মৌল বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিবেন।

২. পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় লেখককে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের বয়স, শিক্ষাস্তর ও পাঠদানের সুযোগ সুবিধা বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩. তাত্ত্বিক ও অনুশীলনধর্মী বিষয়গুলো এমনভাবে বাস্তব উদাহরণ, চিত্র, ছবি, চার্ট, মানচিত্র ইত্যাদি সমন্বয়ে সহজভাষায় উপস্থাপন করতে হবে যাতে বোধগম্য ও শিক্ষার্থীবান্ধব হয়। কার্যক্রমগুলো অবশ্যই বিষয়সম্পৃক্ত, জীবনঘনিষ্ঠ, অর্থপূর্ণ ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনার সময় বিষয় বা প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করার রীতি নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। বরং পাঠ রচনার সময় উদাহরণসহ বর্ণনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে শিক্ষার্থী বর্ণনার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়ের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

৫. নাগরিক জীবনের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনার সময় জনগণের তথ্য অধিকারের বিষয়টি সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে অন্যান্য বিষয়ের সঠিক ও প্রাণবন্ত উপস্থাপনের জন্য লেখক সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধি, সংবাদপত্র, জার্নাল, প্রকাশিত পুস্তক, নিবন্ধ, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ইত্যাদির সাহায্য নিতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কপিস্বত্ব আইন অবশ্য অনুসরণ করতে হবে।

৬. বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় সততা, নৈতিকতা, দেশপ্রেম, ধর্ম নিরপেক্ষতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

৭. তথ্যের রেফারেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

৮. লেখক প্রতিটি পাঠ রচনার শুরুতে বক্সে শিখনফল লিখে শুরু করবেন। একই শিখনফলের যেমন একাধিক পাঠ হতে পারে তেমনি একাধিক শিখনফলের জন্যও একটি পাঠ হতে পারে। লক্ষ রাখতে হবে প্রতিটি পাঠ শেষে নির্দিষ্ট শিখনফলটি যেন অর্জিত হয়। শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য প্রতি অধ্যায় শেষে পর্যাপ্ত বহু নির্বাচনি, সৃজনশীল প্রশ্নসহ অন্যান্য কার্যক্রম সংযোজন করতে হবে।

৯. চলিত ভাষায় বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করে পুস্তক রচনা করতে হবে। টেকনিক্যাল শব্দ ও পরিভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজি অভিধা ব্যবহার করতে পারবেন।

১০. শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি পাঠ ৫০ মিনিটে উপস্থাপনার উপযোগী করে লিখতে হবে। প্রতিটি পাঠ পাশাপাশি দুটো পৃষ্ঠায় পর্যাপ্ত শিখন-শেখানো কার্যক্রমসহ লিখতে হবে। তাছাড়া শিখন-শেখানো কার্যক্রম তথা শ্রেণির কাজ, মৌখিক উপস্থাপনা (বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা ইত্যাদি), বাড়ির কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ ও দলগতকাজ পরিচালনা/পরীক্ষণ/ অনুশীলনের জন্য অতিরিক্ত পিরিয়ড বিবেচনায় রেখে (পুস্তকের জন্য নির্ধারিত পৃষ্ঠার মধ্যে) পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।

১১. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১৪০-১৫০ পৃষ্ঠা।

১২. পাণ্ডুলিপি : ক. ফন্ট সাইজ ১৩ হতে হবে। খ. লাইন স্পেস ১.৫ হতে হবে। গ. পাণ্ডুলিপির সাইজ ১/৮ ডিসি (১০.৫″ ×৭.৭৫″) হবে। ঘ. কন্টেন্ট এরিয়া ৯.৫″×৬.২৫″ হতে হবে।

শিক্ষাক্রম

অর্থনীতি

নবম–দশম শ্রেণি

১. ভূমিকা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো, অর্থনৈতিক লেনদেন, জীবন-জীবিকা, উন্নয়ন নীতি ও কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকটও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতি বুঝা ও সাফল্যের সাথে মোকাবেলার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে নবম-দশম শ্রেণির অর্থনীতি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণিতে পঠিত অর্থনীতি বিষয়ক জ্ঞান-দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সুসংহত করার পাশাপাশি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে অর্থনীতি পাঠের প্রস্তুতি গ্রহণের উপযোগী বিষয়বস্তুর সমন্বয় করা হয়েছে। এ বিষয়ের পাঠ্যসূচি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তুল্যমানে উন্নীত করার জন্য কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক পর্যায়ের অর্থনীতি শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জাতীয় অর্থনীতির গতিধারা, বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা এবং শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা বিবেচনা করে এ বিষয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিষয়বস্তু বিন্যাস করা হয়েছে । অর্থনীতির ধারণা, তত্ত্ব এবং বিধিসমূহের সাধারণ আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, জাতীয় অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক সমস্যা ও সম্ভাবনা যুগপৎভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে অর্থনীতির জ্ঞানের প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

প্রত্যাশা করা যায় যে, এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবে, দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সাধনে আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং নিজে কোন অর্থনৈতিক কর্ম কিংবা উদ্যোগ গ্রহণ করে জনসম্পদে পরিণত হবে। সর্বোপরি দেশপ্রেম, নাগরিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন সাধনে অবদান রাখবে।

২. উদ্দেশ্য

১. অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ এবং মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

২. অর্থনীতির মৌলিক ধারণা, তত্ত্ব ও বিধি শিক্ষা লাভ করা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সমর্থ হওয়া।

৩. সূচি, সারণি, লেখচিত্র, গাণিতিক সূত্র ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারা।

৪. উৎপাদন , উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা লাভ এবং ভবিষ্যতে নিজকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৫. বাজার এবং বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

৬. বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং এর গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের অবদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

৭. অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মৌলিক পরিমাপসমূহ জানতে পারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সমর্থ হওয়া।

৮. অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

৯. বাংলাদেশের সরকারি অর্থব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা।

১০. বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা বুঝতে পারা এবং এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে করণীয় নির্ধারণে সমর্থ হওয়া।

১১. ব্যবহারিক জীবনে অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োগ করতে আগ্রহী হওয়া।

৩. অধ্যায় বিন্যাস এবং সময় বণ্টন

	অধ্যায়ের নাম	পিরিয়ড সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়	অর্থনীতি পরিচয়	২২
দ্বিতীয় অধ্যায়	অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ	২২
তৃতীয় অধ্যায়	উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য	৩০
চতুর্থ অধ্যায়	উৎপাদন ও সংগঠন	২২
পঞ্চম অধ্যায়	বাজার	১৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ	২০
সপ্তম অধ্যায়	অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা	২০
অষ্টম অধ্যায়	বাংলাদেশ অর্থনীতি	১৮
নবম অধ্যায়	বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ	২৬
দশম অধ্যায়	বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা	১৮

৪. শিক্ষাক্রম ছক

নবম-দশম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় : অর্থনীতি পরিচয় (২২ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>
বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. অর্থনীতির উৎপত্তি ও এর বিকাশ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে।
২. দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. অর্থনীতির ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
৪. অর্থনীতির প্রধান দশটি নীতি বর্ণনা করতে পারবে।
৫. বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।
৬. বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা মূল্যায়ন করতে পারবে।

মনোপেশিজ
৭. দু'টি খাত বিশিষ্ট আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহের নকশা অঙ্কন করতে পারবে।

আবেগীয়
৮. বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে আগ্রহী হবে।
</td>
<td>
● অর্থনীতি পরিচয়
○ অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ
○ দু'টি প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা : দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব
○ অর্থনীতির ধারণা
○ অর্থনীতির দশটি নীতি
○ আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (দু'টি খাত)
○ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (পরিচয়, প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ): চিরায়ত অর্থনীতি, বাজার অর্থনীতি, নির্দেশমূলক অর্থনীতি, মিশ্র অর্থনীতি ও ইসলামি অর্থনীতি
</td>
<td>
● যুগ পরিক্রমায় (যথা-গ্রিক, রোমান, ইন্ডিয়ান, ফিজিওক্যাটস, মারকেনটাইলিজম এবং এডাম স্মিথ পর্যন্ত) অর্থনীতির উৎপত্তি ও এর বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ দিক পোস্টার পেপারে/বোর্ডে লিখে উপস্থাপন এবং প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করা।
● শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ পরিবারে অভাব এবং অভাব পূরণের প্রাপ্ত সম্পদের তালিকা তৈরি করা। এককভাবে প্রস্তুতকৃত তালিকা নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করা।
● অর্থনীতির দশটি নীতি এবং প্রতিটি নীতি সম্পর্কিত উদাহরণ পর্যায়ক্রমে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা।
পর্যবেক্ষণ :
সমাজের দু'টি গোষ্ঠী:
○ ফার্ম বা উৎপাদক
○ পরিবার
এ দু'য়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আলোচনা করা।
একক কাজ :
ফার্ম ও পরিবারের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রবাহ চিত্র অঙ্কন।
● প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং জীবনঘনিষ্ঠ উদাহরণ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা।
</td>
<td>
ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>যুগ</th><th>অর্থনীতির ধারণা</th></tr>
<tr><td>ফিজিওক্যাটস</td><td></td></tr>
<tr><td>মারকেনটাইলিজম</td><td></td></tr>
<tr><td>এডাম স্মিথ</td><td></td></tr>
</table>
● অভাবের সাথে সম্পদের সম্পর্ক নির্ণয় করা।
● সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত নীতিগুলো চিহ্নিত করা
● অঙ্কনকৃত আয়ের প্রবাহ চিত্রের সঠিকতা
● নিচের তালিকায় বর্ণিত দেশগুলোর অর্থনীতির গঠন বৈশিষ্ট্যের আলোকে ঐসব দেশের প্রচলিত অর্থব্যবস্থার পরিচয় এবং সুবিধা-অসুবিধা চিহ্নিত করা
</td>
<td>
● অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পরিচিত লাভের পূর্ব কথা (হযরত মুসা (আ:) গ্রিক, রোমান, ইন্ডিয়ান, ফিজিওক্যাটস, ম্যারকেনটাইলিজম এবং এডাম স্মিথের সময়কাল পর্যন্ত) সংক্ষেপে আলোচনা করা।
● দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব কিভাবে অর্থনীতির বিষয়ের মূলভিত্তি তা উদাহরণসহ উপস্থাপন করা।
● সীমিত সম্পদ এবং অসীম অভাবের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এসব সমস্যার সমাধান যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তা অর্থনীতি এমন বক্তব্য পেশ করা।
● অর্থনীতির ১০টি নীতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা।
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>শ্রেণির কাজ : (এককভাবে)
● বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের তালিকা তৈরি করা।
● প্রত্যেকের প্রস্তুতকৃত তালিকা দলীয়ভাবে সমন্বিত করে একটি একক তালিকা তৈরি করা।</td>
<td>
<table>
<tr><th>দেশের নাম এবং অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য</th><th>অর্থব্যবস্থার ধরন</th><th>সুবিধা</th><th>অসুবিধা</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশঃ
১. সম্পত্তির সরকারি ও বেসরকারি মালিকানা
২. সরকার প্রয়োজনে দাম নিন্ত্রয়ণ করে
৩. বৃহৎ শিল্প কারখানায় সরকারি মালিকানায়</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>জাপানঃ
১. সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা
২. ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা
৩. অবাধ প্রতিযোগিতা</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>চীন :
১. ব্যক্তি মালিকানা সীমিত
২. সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে
৩. পরিকল্পিত অর্থনীতি</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>■ পরিবার/খানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (ফার্ম) এ দুটি খাত নিয়ে আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ অংকন ও আলোচনা করা।
■ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের পরিচিতি, প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা।</td>
</tr>
</table>

দ্বিতীয় অধ্যায় : অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ (২২ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. অর্থনৈতিক সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ এবং উৎপাদিত সম্পদের মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
৩. বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পদ চিহ্নিত করতে পারবে।
৪. দ্রব্য কী তা বর্ণনা করতে পারবে।
৫. অবাধলভ্য দ্রব্য এবং অর্থনৈতিক দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
৬. স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
৭. মধ্যবর্তী দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
৮. সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৯. আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।
১০. অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
১১. বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলির তালিকা তৈরি করতে পারবে।
মনোপেশিজ
১২. স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করে তা প্রদর্শন করতে পারবে।
আবেগীয়
১৩. অর্থনীতির ধারণাসমূহ শিক্ষা লাভ এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হবে।</td>
<td>● অর্থনীতির গুরুত্বপূণ ধারণাসমূহ
○ অর্থনৈতিক সম্পদ (প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ, উৎপাদিত সম্পদ, বাংলাদেশের সম্পদ)
○ দ্রব্য, অবাধলভ্য দ্রব্য, অর্থনৈতিক দ্রব্য, স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য, মূলধনী দ্রব্য,
○ সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন
○ আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
○ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি
○ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি</td>
<td>● বিভিন্ন ধরনের সম্পদের ছবি/চার্ট প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর
শ্রেণির কাজ : (এককভাবে)
ছকের সাহায্যে বাংলাদেশের প্রাপ্ত সম্পদসমূহকে সম্পদের প্রকারভেদ অনুযায়ী বিন্যস্ত করা।
● বাস্তব কিছু দ্রব্য/দ্রব্যের ছবি কিংবা চার্ট প্রদর্শন পূর্বক প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
● অসীম অভাব এবং সম্পদ সীমিত হওয়ার কারণে নির্বাচন করতে হয় এমন বাস্তব ঘটনার অবতারণা এবং আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর।
● একটি পরিবারের কাল্পনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করে তার আলোকে আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়াগ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা।
শ্রেণিতে কাজ (একক) :
শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ পরিবার ও আত্মীয়দের আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন তৈরি।
● দেশের বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের প্রামাণ্য চিত্র/ চার্ট প্রদর্শন করা এবং এর ভিত্তিতে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা করা।</td>
<td>● প্রকারভেদ অনুযায়ী সঠিক মূল্যায়ন করা
ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>দ্রব্য</th><th>উদাহরণ (২টি)</th></tr>
<tr><td>অর্থনৈতিক দ্রব্য</td><td></td></tr>
<tr><td>মধ্যবর্তী দ্রব্য</td><td></td></tr>
<tr><td>মূলধনী দ্রব্য</td><td></td></tr>
<tr><td>স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য</td><td></td></tr>
</table>
প্রশ্ন :
● নির্বাচন ও সুযোগ ব্যয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করা
● সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক নির্ণয় কর
ছক পূরণ :
● বাংলাদেশের শহর ও গ্রামীণ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যাবলি
<table>
<tr><th>শহর</th><th>গ্রামীণ</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>১.</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>২.</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>৩.</td></tr>
</table></td>
<td>● অর্থনৈতিক সম্পদ কী এবং অর্থনৈতিক সম্পদের প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা করা। এরপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বিবরণ দেওয়া।
● উদাহরণসহ দ্রব্যের প্রকারভেদ আলোচনা করা, মূলধনী ও মধ্যবর্তী দ্রব্যের পার্থক্য নির্ণয়ে শিক্ষার্থীর কাজ (Activity) সংযোজন করা যেতে পারে
● বাস্তব ঘটনার অবতারণা করে সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচনের ধারণা ব্যক্ত করা
● আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কী এবং তিনটির পারস্পরিক সম্পর্ক জীবনঘনিষ্ঠ উদাহরণসহ আলোচনা করা
● অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কাজের উদাহরণসহ আলোচনা করা।
● বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রামাণ্যচিত্র সংযোজন করা।</td>
</tr>
</table>

তৃতীয় অধ্যায় : উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য (৩০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>
বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. উপযোগের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
২. উপযোগ, ভোগ ও ভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।
৩. মোট উপযোগ যে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি তা প্রমাণ করতে পারবে।
৪. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. দাম ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. দামের পরিবর্তনের সাথে চাহিদার পরিমাণ কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭. দাম ও যোগানের পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
মনোপেশিজ
৮. চাহিদা সূচি তৈরি ও চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারবে।
৯. যোগান সূচি তৈরি ও যোগান রেখা অঙ্কন করতে পারবে।
১০. বাজার চাহিদা রেখা ও বাজার যোগান রেখা অঙ্কন করতে পারবে।
১১. চিত্র অঙ্কন করে ভারসাম্য দাম নির্ধারণ করতে পারবে।
আবেগীয়
১২. অর্থনীতির ধারণাগুলো শিক্ষালাভ করে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হবে।
</td>
<td>
● উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য
○ ভোগ, উপযোগ ও ভোক্তা
○ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ
○ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
○ চাহিদা, চাহিদা বিধি, চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন (স্বাভাবিক দ্রব্য)
○ বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন
○ যোগান, যোগান বিধি, যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন
○ বাজার যোগান রেখা অঙ্কন
○ ভারসাম্য দাম নির্ধারণ
</td>
<td>
● ভোগ, ভোক্তা, উপযোগ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা। একটি কাল্পনিক উদাহরণ থেকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি অনুশীলন করা শ্রেণির কাজ (একক/দলীয়ভাবে) কাল্পনিক ঘটনার ভিত্তিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে সূচি ও রেখাচিত্রে রূপদান।
● কাল্পনিক চাহিদা সূচি উপস্থাপন করে দাম ও চাহিদার মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনা করা, উক্ত সূচিকে চিত্রে রূপ দিয়ে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা অঙ্কন করা।
● দুই বা ততোধিক ব্যক্তির চাহিদা রেখার সমন্বয়ে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করে আলোচনা।
● কোনো দ্রব্য বিভিন্ন দামে একজন বিক্রেতা কী পরিমাণ যোগান দেয় তা কাল্পনিক সূচি ও রেখা চিত্রে উপস্থাপন করা।
● কোনো দ্রব্যের দুই বা ততোধিক বিক্রেতার যোগান সমন্বিত করে বাজার যোগান রেখা অঙ্কন করে আলোচনা।
● উদাহরণের সাহায্যে বাজার ভারসাম্য আলোচনা।
</td>
<td>
সূচির খালি ঘর পূরণ কর :
<table>
<tr><th>দ্রব্যের একক</th><th>দাম (টাকা)</th><th>মোট উপযোগ</th><th>প্রান্তিক উপযোগ</th></tr>
<tr><td>১ম কমলা</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২য় কমলা</td><td>৮</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩য় কমলা</td><td>৫</td><td></td><td></td></tr>
</table>
সূচির আলোকে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা অঙ্কন :
<table>
<tr><th>চাউলের দাম (টাকা)</th><th>চাহিদার পরিমাণ (কেজি)</th></tr>
<tr><td>৩০</td><td>১০০</td></tr>
<tr><td>২৫</td><td>১২০</td></tr>
<tr><td>২০</td><td>১৫০</td></tr>
</table>
● কাল্পনিক বাজার চাহিদা সূচি থেকে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করা
নিচের সূচি থেকে চিত্র অঙ্কন করে বাজার ভারসাম্য নির্ধারণ :
<table>
<tr><th>দাম (টাকা)</th><th>বাজার চাহিদা (কেজি)</th><th>বাজার যোগান (কেজি)</th></tr>
<tr><td>১০</td><td>১০০</td><td>৩০০</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>২০০</td><td>২০০</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>৩০০</td><td>১০০</td></tr>
</table>
</td>
<td>
● উপযোগ, ভোগ এবং ভোক্তার ধারণাকে পরস্পর সম্পর্কিত করে উপস্থাপন।
● মোট উপযোগ, প্রান্তিক উপযোগ এবং ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বাস্তব ঘটনা, সূচি ও রেখার সাহায্যে উপস্থাপন করা।
● দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের সাথে চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক সূচি ও রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা।
● ব্যক্তিগত চাহিদারেখা (২জন) থেকে বাজার চাহিদা এবং ২টি প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা থেকে বাজার যোগান রেখা অঙ্কনের পদ্ধতি সংযোজন করা।
● ভারসাম্য দাম নির্ধারণ চিত্রের সাহায্যে আলোচনা করা।
</td>
</tr>
</table>

চতুর্থ অধ্যায় : উৎপাদন ও সংগঠন (২২ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>
বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. উৎপাদনের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
২. উৎপাদনের সাথে উৎপাদকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. উৎপাদনের উপকরণসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৪. সংগঠন ও এর বিকাশ আলোচনা করতে পারবে।
৫. গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. উৎপাদন ব্যয়ের ধারণাটি বর্ণনা করতে পারবে।
৭. প্রকাশ্য ব্যয় ও অ-প্রকাশ্য ব্যয় চিহ্নিত করতে পারবে।

মনোপেশিজ
৮. ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি সারণি ও লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারবে।

আবেগীয়
৯. উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড এবং উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হবে।
</td>
<td>
● উৎপাদন ও সংগঠন
○ উৎপাদন ও উৎপাদক
○ উৎপাদনের উপকরণসমূহ
○ সংগঠন ও এর বিকাশ
○ গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন
○ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি
○ উৎপাদন ব্যয়
○ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়
</td>
<td>
● কোনো দ্রব্য উৎপাদনের বাস্তব ঘটনা অবতারণা করে উৎপাদন, উৎপাদক এবং উৎপাদনের উপকরণের ধারণা উপস্থাপন ও প্রশ্নের উত্তর দান।

● একজন সফল সংগঠকের উৎপত্তি ও বিকাশ / কেস স্টাডি উপস্থাপন এবং সংগঠনের প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করা।
● গড় উৎপাদন, প্রান্তিক উৎপাদন এবং ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর।
কাজ : (দলীয়)
প্রদত্ত তথ্যের আলোকে ছক পূরণ
<table>
<tr><th>উপকরণ ব্যবহার</th><th>মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)</th><th>গড় উৎপাদন (কুইন্টাল)</th><th>প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)</th></tr>
<tr><td>১ একক</td><td>১০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২ একক</td><td>১৮</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩ একক</td><td>২৪</td><td></td><td></td></tr>
</table>

● একজন উৎপাদনকারীর কোন একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং উৎপাদন ব্যয়ের বিবরণ উপস্থাপন ও আলোচনা
</td>
<td>
ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>পিঠা তৈরির উপকরণসমূহ</th><th>উপকরণের ধরন</th></tr>
<tr><td>১. তৈল
২. পিঠা ঘরের মালিক
৩. চাউলের গুড়া
৪. কারিগর</td><td></td></tr>
</table>

প্রশ্ন লিখন :
● সংগঠনের পর্যায়ক্রমিক/প্রবণতা বিকাশ আলোচনা করা

নিচের সারণির আলোকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির লেখচিত্র অঙ্কন :
<table>
<tr><th>ভূমি (হেক্টর)</th><th>শ্রম ও মূলধন ব্যয়</th><th>প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)</th></tr>
<tr><td>১</td><td>১০ হাজার</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>১</td><td>২০ হাজার</td><td>৮</td></tr>
<tr><td>১</td><td>৩০ হাজার</td><td>৬</td></tr>
</table>

নিচের ছকে বর্ণিত ব্যয়ের ধরন চিহ্নিতকরণ :
<table>
<tr><th>উৎপাদন ব্যয়ের খাত</th><th>ব্যয়ের ধরন</th></tr>
<tr><td>সেলাই মেশিন</td><td></td></tr>
<tr><td>নিজ দোকান ঘর</td><td></td></tr>
<tr><td>সুই সুতা</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>
● বাস্তব ঘটনার অবতারণা করে উৎপাদন ও উৎপাদনের ধারণা প্রদান করা।
● উৎপাদনের ৪টি উপকরণ এবং এদের তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা করা।
● সংগঠনের উৎপত্তি এবং সংগঠনের পাঁচটি প্রবণতা বর্ণনা করা।
● গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি লেখচিত্রে রূপ দান করা।
● উদাহরণের সাহায্যে উৎপাদন ব্যয়, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয় এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের ধারণা প্রদান করা যেতে পারে।
</td>
</tr>
</table>

পঞ্চম অধ্যায় : বাজার (১৮ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. বাজারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে
২. বাজার বিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারবে।
৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. একচেটিয়া এবং একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
৫. অলিগপলি বাজারের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবে।
৬. বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থার ধরন চিহ্নিত করতে পারবে।

মনোপেশিজ
৭. প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের ধরন চার্ট অংকন করে দেখাতে পারবে।

আবেগীয়
৮. দ্রব্যসামগ্রীর দাম পরিবর্তনের কারণ ও এর প্রভাব জানতে উৎসাহী হবে।</td>
<td>● বাজার
○ বাজার ও বাজারের বিকাশ
○ বাজারের ধরন ও বৈশিষ্ট্য
▪ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
▪ একচেটিয়া বাজার
▪ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার
▪ অলিগপলি বাজার
○ বাংলাদেশের বাজার (প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে)</td>
<td>● বাজার এবং বাজারের বিকাশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর এবং শিক্ষার্থীদের ধারণার অসম্পূর্ণতা দূর করা।

● প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের ধরন এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর।
শ্রেণির কাজ (দলীয়ভাবে) :
প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বাজারের চার্ট তৈরি এবং শ্রেণিতে প্রদর্শন ও আলোচনা করা।

● বিভিন্ন পণ্যের বাজারে দাম পরিবর্তনের কারণ ও এর প্রভাব নিয়ে দলীয় আলোচনা।</td>
<td>একক কাজ :
● বাজার ও এর বিকাশ লিখ।

নিচের ছকে বর্ণিত দ্রব্যের বাজারের ধরন চিহ্নিত করা :
<table>
<tr><th>দ্রব্যের নাম</th><th>বাজারের ধরন</th></tr>
<tr><td>মোবাইল ফোন</td><td></td></tr>
<tr><td>টুথপেস্ট</td><td></td></tr>
<tr><td>ডাক টিকেট</td><td></td></tr>
<tr><td>মুরগির ডিম</td><td></td></tr>
</table>

● দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, অন্যের বক্তব্য শোনা এবং একে অন্যকে সহযোগিতা করা ইত্যাদি মানদণ্ডের আলোকে মূল্যায়ন করা।</td>
<td>● বাজার, বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং বাজারের ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করা।
● প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণিবিভাগ ছকে প্রদর্শন করা।
● পূর্ণপ্রতিযোগিতা, একচেটিয়া অলিগপলি এবং একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা, প্রয়োজনে উদাহরণ দেওয়া।
● বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পণ্যের বাজারের প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি আলোকপাত করা।</td>
</tr>
</table>

ষষ্ঠ অধ্যায় : জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. জাতীয় আয়ের ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. মোট জাতীয় আয়ের (GNI)সাথে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) পার্থক্য দেখাতে পারবে। ৩. মোট জাতীয় আয়ের সাথে নীট জাতীয় উৎপাদনের তুলনা করতে পারবে। ৪. জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. GDPর নির্ধারকসমূহকে উপকরণ এবং প্রযুক্তি এই দুই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারবে। ৬. GDPর হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদির তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৮. পত্র পত্রিকা, ইন্টারনেট ইত্যাদি উৎস থেকে জাতীয় আয়ের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে আগ্রহী হবে।	● জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ ○ মোট দেশজ উৎপাদন (GDP), মোট জাতীয় আয় (GNI), নীট জাতীয় আয় (NNI) ○ জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ : উৎপাদন, আয় ও ব্যয় পদ্ধতি ○ মাথাপিছু আয় ○ GDPর নির্ধারকসমূহ (উপকরণ ও প্রযুক্তি) ○ GDPর হিসাব বর্হিভূত বিষয়াদি ○ বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি (উৎপাদন ও ব্যয় পদ্ধতি)	● জাতীয় আয়ের ধারণাসমূহ (GNI, GDP, NNI), আলোচনা করা। দলীয়ভাবে GNI এর সাথে GDP এবং GNI এর সাথে NNI এর পার্থক্য চিহ্নিত করে উপস্থাপন করা ● জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ অনুশীলন ○ উৎপাদন পদ্ধতি ○ আয় পদ্ধতি ○ ব্যয় পদ্ধতি ● GDP নির্ধারক এবং GDP হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদির তালিকা প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা ● বাংলাদেশের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় পরিমাপ পদ্ধতি অনুশীলন	**ছক পূরণ :** জাতীয় আয়ের ধারণা | উপাদান GNI | GDP | NNI | **প্রদত্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে উৎপাদন ও ব্যয় পদ্ধতি GDP নির্ণয় :** ক. চূড়ান্ত দ্রব্যের মূল্য-৫০০ কোটি খ. মধ্যবর্তী দ্রব্যের মূল্য-৪০০ কোটি গ. মোট বিনিয়োগের পরিমাণ-১০০ কোটি ঘ. মোট ভোগ ব্যয়-৪০০ কোটি ঙ. সেবা খাতের আয়-৩০০-কোটি চ. সরকারি ব্যয়-৩০০ কোটি ● GDP নির্ধারকসমূহকে উপকরণ ও প্রযুক্তি এই দুই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে তালিকা তৈরি। **প্রশ্ন :** ● কোন অর্থে একটি দেশের মোট আয়= মোট ব্যয়	● GDP, GNI, NNP এবং এসবের উপাদানসমূহ আলোচনা করা ● উৎপাদন, আয় ও ব্যয় পদ্ধতিতে কিভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয় তা আলোচনা করা ● সূত্র উল্লেখপূর্বক মাথাপিছু আয়ের ধারণা আলোচনা ● GDP নির্ধারকসমূহ উপকরণ ও প্রযুক্তি এ দু'টি ভাগে বিভাজন করে বর্ণনা করা ● GDPর হিসাববহির্ভূত বিষয়াদির বিবরণী সংযোজন করা। ● বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের তথ্য-উপাত্ত এবং জাতীয় আয় পরিমাপে ব্যবহৃত উৎপাদন ও ব্যয় পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোকপাত করা।

সপ্তম অধ্যায় : অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা (২০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>
বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. অর্থের ধারণা এবং অর্থের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে।
২. অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং এর প্রধান কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
৪. ব্যাংক হিসাব খোলা এবং পরিচালনার নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনা করতে পারবে।
৭. কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।

মনোপেশিজ
৮. চার্ট অঙ্কন করে (ডিজিটাল ডিভাইস/ পোস্টার পেপারে) বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা প্রদর্শন করতে পারবে।

আবেগীয়
৯. দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে।
</td>
<td>
● অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা
○ অর্থ কী এবং অর্থের প্রকারভেদ (ধাতব মুদ্রা, নোট ও ব্যাংক হিসাব এবং বিহিত অর্থ)
○ অর্থের কার্যাবলি
○ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
○ ব্যাংকে হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলি
○ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি
○ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা
○ শিল্পায়ন, কৃষি উন্নয়ন এবং আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকা
▪ বাংলাদেশ ব্যাংক
▪ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ
▪ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
▪ বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক
▪ গ্রামীণ ব্যাংক
▪ সমবায় ব্যাংক
</td>
<td>
● ১টি ধাতব মুদ্রা, ১০ টাকার নোট এবং ব্যাংকের চেক প্রদর্শন করে প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা একটি নির্দিষ্ট মূল্যের কাগজি নোটের কার্যাবলি দলীয়ভাবে চিহ্নিত করে আলোচনা করা।
● বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলির চার্ট উপস্থাপন ও আলোচনা করা।
● বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খোলা ও পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং প্রশ্নোত্তর।
● বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ভিডিও চিত্র/ছবি প্রদর্শন করা।
● বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাংক এবং তাদের কার্যাবলি পোস্টার পেপারে/মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা করা।
</td>
<td>
ছক পূরণ :
● অর্থের ধরন চিহ্নিত করা
<table>
<tr><th>অর্থ / মুদ্রা</th><th>ধরন</th></tr>
<tr><td>প্রাইজবন্ড</td><td></td></tr>
<tr><td>২ টাকার নোট</td><td></td></tr>
<tr><td>১০ টাকার নোট</td><td></td></tr>
</table>
● কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পার্থক্য নির্ণয়।
● মৌখিক প্রশ্নোত্তর ও অভীক্ষা গ্রহণ
● বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার চার্ট তৈরি
ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>ব্যাংক</th><th>কৃষি উন্নয়ন কার্যাবলি (২টি)</th><th>শিল্পোন্নয়ন কার্যাবলি (২টি)</th><th>কর্ম সংস্থানমূলক কার্যাবলি</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক</td><td>১.
২.</td><td>১.
২.</td><td>১.
২.</td></tr>
<tr><td>বাণিজ্যিক ব্যাংক</td><td>১.
২.</td><td>১.
২.</td><td>১.
২.</td></tr>
</table>
</td>
<td>
● অর্থ কী এবং এর ৪টি প্রধান কার্যাবলি আলোচনা করা।
● বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং এর কার্যাবলি আলোচনা করা।
● ব্যাংকের হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যাবলি চিত্রভিত্তিক উপস্থাপন করা।
● কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং এর কার্যাবলি আলোচনা করা।
● বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা চার্ট অঙ্কন করে প্রদর্শন করা।
● বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ও সমবায় ব্যাকের ভূমিকা বাস্তব উদাহরণসহ আলোচনা করা।
</td>
</tr>
</table>

অষ্টম অধ্যায় : বাংলাদেশ অর্থনীতি (১৮ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (কৃষি, শিল্প ও সেবা) বর্ণনা করতে পারবে।
৩. দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন (কৃষি, শিল্প, সেবা) খাতের তুলনামূলক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪. কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ শনাক্ত করতে পারবে।
৫. অর্থনীতির তথ্য উপাত্ত ব্যাখ্যা এবং গাণিতিকভাবে বিন্যস্ত করতে পারবে।

মনোপেশিজ
৬. অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবদান (ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস/স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে) চিত্র অঙ্কন করে প্রদর্শন করতে পারবে।

আবেগীয়
৭. বাংলাদেশের অর্থনীতির তথ্য উপাত্ত জানতে ও বুঝতে আগ্রহী হবে।</td>
<td>● বাংলাদেশ অর্থনীতি
○ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ
○ অর্থনীতির বিভিন্ন খাত :
▪ কৃষি খাত (সংজ্ঞা, প্রবৃদ্ধি ও গুরুত্ব)
▪ শিল্প খাত (সংজ্ঞা, প্রবৃদ্ধি ও গুরুত্ব)
▪ সেবা খাত (সংজ্ঞা, প্রবৃদ্ধি ও গুরুত্ব)
○ বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব
○ কৃষি ও শিল্প খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা</td>
<td>● বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রামাণ্য চিত্র/ছবি প্রদর্শন করা, প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ এবং আলোচনা করা।
● GDP তে বিভিন্ন খাতের অবদান প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা।
● বিগত তিন বছরের GDP তে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদানের স্তম্ভ রেখা/সারণি প্রদর্শন।
● কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রামাণ্য চিত্র/ছবি প্রদর্শনপূর্বক প্রশ্নোত্তর আলোচনা।</td>
<td>● বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা।
নিচের সূচির আলোকে পাই (PIE) চিত্র/আয়তলেখ অঙ্কন :
<table>
<tr><th>খাতসমূহ</th><th>GDP তে অবদান</th></tr>
<tr><td>কৃষি</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>শিল্প</td><td>৩০</td></tr>
<tr><td>সেবা</td><td>৫০</td></tr>
</table>
● বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তিনটি খাতের আপেক্ষিত গুরুত্ব বর্ণনা করা
● কৃষির উপর শিল্পের নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ কী কী ?</td>
<td>● বাংলাদেশের অর্থনীতির পরিচিতি, এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা।
● বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধান তিনটি খাতের পরিচয়, প্রবৃদ্ধি ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা, সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংযুক্ত করা।
● প্রধান তিনটি খাতের বিগত কয়েক বছরের অবদান লেখচিত্রে প্রদর্শন করা।
● কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ উপস্থাপন করা।</td>
</tr>
</table>

নবম অধ্যায় : বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ (২৬ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবে।
৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর চিহ্নিত করতে পারবে।
৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।
৫. বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৭. বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রকৃতি, কারণ এবং প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৮. বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রকৃতি এবং এর নিরসনের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৯. মানবসম্পদের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে
১০. জনসংখ্যা কিভাবে দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
মনোপেশিজ
১১. সরকারি/ বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব অনুসন্ধান করতে পারবে।</td>
<td>● বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ
○ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন
○ উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য
○ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ
○ বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম
○ বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম
○ দারিদ্র্য (সংজ্ঞা ও পরিমাপ, গতি-প্রবণতা, দারিদ্র্য বিমোচন)
○ বেকারত্ব (সংজ্ঞা, গতি প্রকৃতি এবং এর নিরসন)
○ মানবসম্পদ (সংজ্ঞা, মানবসম্পদ উন্নয়নের পদ্ধতি)</td>
<td>● অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নয়নের বাস্তব দৃষ্টান্ত/তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন এবং আলোচনা।
কাজ (দলীয়) :
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পার্থক্য নির্ণয় করা।
● ১টি উন্নত, ১টি অনুন্নত এবং ১টি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত নিয়ে সারণি প্রস্তুতকরণ, উপস্থাপন এবং প্রশ্নোত্তর।
● বাংলাদেশের বিগত পাঁচ বছরের মাথাপিছু আয়, জাতীয় উৎপাদনে কৃষি ও শিল্পের অবদান, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের চিত্র (Bar Diagram) প্রদর্শন।
● কোনো একটি সমস্যাকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় ধরে নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান।
বাড়ির কাজ :
● বিতর্কে অংশগ্রহণ কিংবা উপভোগ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান ৫টি সমস্যার তালিকা প্রস্তুত করা।
● সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ভিডিও চিত্র/ছবি/সারণি প্রদর্শন।</td>
<td>বাড়ির কাজ :
● অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কের তালিকা তৈরি করা।
ছক পূরণ :
● উন্নত দেশের সাথে অনুন্নত দেশের পার্থক্য<table><tr><th>উন্নত দেশ</th><th>অনুন্নত দেশ</th></tr><tr><td>১.
২.</td><td>১.
২.</td></tr></table>● প্রদর্শিত তথ্য উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং স্তর চিহ্নিতকরণ।
● বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা।
● প্রদর্শিত উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করা। (শ্রেণি/বাড়ির কাজ)</td>
<td>● জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং এর ক্রমোন্নতির ধারা কিভাবে উন্নয়ন সাধন করে তা উপস্থাপন করা।
● উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা।
● বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর ও মাত্রা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোকপাত করা।
● অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (আয়সৃজনমূলক কার্যক্রম, স্ব-কর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্রঋণ, গণশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি)
● বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব পরিস্থিতি, গতি প্রবণতা ও এর প্রশমনের উপায় আলোচনা।
● মানবসম্পদ কী ? মানবসম্পদ উন্নয়নের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা।</td>
</tr>
</table>

নবম অধ্যায় : বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ (২৬ পিরিয়ড) চলমান ২

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
		• নিজ নিজ এলাকায় বাস্তবায়নাধীন বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর। • দারিদ্র্য পরিমাপের মৌলিক চাহিদা প্রস্তাবনা চার্ট আকারে প্রদর্শন ও প্রশ্নোত্তর, দলীয়ভাবে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রকৃতি চিহ্নিত করে শ্রেণিতে উপস্থাপন। • পত্রিকায় প্রকাশিত কোন বেকার যুবকের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে আত্মকর্মী হওয়ার ঘটনা/ কেস স্টাডি শ্রেণিতে প্রদর্শন এবং প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা।	• আলোচিত কার্যক্রম অর্থনৈতিক উন্নয়ণ কিভাবে ভূমিকা রাখছে (শ্রেণি/বাড়ির কাজ) • নিজ এলাকার দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী এবং তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের উপায়সমূহ চিহ্নিত করা। • গ্রামীণ বেকার যুব ও মহিলাদের মানবসম্পদে পরিণত করার প্রস্তাবনা তৈরি।	

দশম অধ্যায় : বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা (১৮ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>
বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।
২. সরকারের আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৩. সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৪. বাজেটের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. চলতি ও মূলধনী বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
৬. বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ও এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবে।
৭. সুষম বাজেটের সাথে অসম বাজেটের তুলনা করতে পারবে।
৮. বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।

আবেগীয়
৯. জাতীয় বাজেটের আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহী হবে।
</td>
<td>
● বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা
○ সরকারি অর্থব্যবস্থা
○ সরকারের আয়ের প্রধান উৎসসমূহ
○ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ
○ বাজেট এবং বাজেটের প্রকারভেদ:
■ চলতি ও মূলধনী
■ সুষম ও অসম বাজেট
○ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট:
■ অ-উন্নয়ন বাজেট
■ উন্নয়ন বাজেট
○ বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটে অর্থায়ন
</td>
<td>
● একটি অর্থ বছরের সরকারের আয়-ব্যয়ের তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর।
● শিক্ষার্থী নিজ নিজ পরিবারের বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের খাতসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে জমা দিবে। শিক্ষার্থীদের তালিকা থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এক বা একাধিক তালিকা বেছে নিয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর
● বাংলাদেশ সরকারের সর্বশেষ জাতীয় বাজেট বক্তৃতার ভিডিও চিত্র/ পেপার কাটিং, তথ্য উপাত্ত প্রদর্শন, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর
● বাংলাদেশ সরকারের সর্বশেষ উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়নের উৎসমূহ এবং এতদসংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন।
</td>
<td>
ছক পূরণ :
● গুরুত্ব অনুসারে সরকারের আয় ও ব্যয়ের তিনটি খাত বিন্যস্ত করে দেখাও
<table>
<tr><th>ক্রমিক নম্বর</th><th>আয়ের উৎস</th><th>ব্যয়ের খাত</th></tr>
<tr><td>১.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৩.</td><td></td><td></td></tr>
</table>
● চলতি ও মূলধনী বাজেটের পার্থক্যকরণ
● উন্নয়ন বাজেটের সাথে অ-উন্নয়ন বাজেটের সম্পর্ক নির্ণয়
● উন্নয়ন বাজেটের বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা হ্রাসের উপায়সমূহের তালিকা তৈরি।
</td>
<td>
● সরকারি অর্থব্যবস্থা কী তা উল্লেখ করা।
● সরকারের আয় ও ব্যয়ের প্রধান উৎসসমূহ (সাম্প্রতিক তথ্য উপাত্তসহ) আলোচনা।
● বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে বাজেট এবং বাজেটের প্রকারভেদ দু'টি প্রধানভাগে (চলতি ও মূলধনী এবং সুষম ও অসম বাজেট) বিভাজন করে আলোচনা করা।
● রাষ্ট্রীয় বাজেটের ধারণা ও এর গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিবিভাগ যেমন- উন্নয়ন ও অ-উন্নয়ন, সুষম ও অসম বাজেট এর আলোচনা।
● বাংলাদেশ সরকারের সর্বশেষ বাজেট এ অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা।
</td>
</tr>
</table>

৫. লেখক নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টি আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও মানসম্মত করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে লেখকের জন্য কিছু সাধারণ নির্দেশনার সুপারিশ করা হল :

১. অর্থনীতি বিষয়ের পাঠ্যবই অবশ্যই সহজ সরল ভাষায় লিখতে হবে।

২. বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর বয়স এবং মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে উপস্থাপন করতে হবে।

৩. প্রয়োজনে চিত্র, গাণিতিক সূত্র, সারণি, ছক ইত্যাদি দিয়ে আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

৪. যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত বিষয়বস্তু দিয়ে দীর্ঘায়িত করা যাবে না।

৫. বিষয়বস্তু ও শিখনফলের বাইরে কোন আলোচনা করা যাবে না।

৬. উপস্থাপিত বিষয় জীবনঘনিষ্ঠ হতে হবে।

৭. সম্ভব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদাহরণ দিতে হবে।

৮. প্রথম অধ্যায় অর্থনীতির সূচনা প্রসঙ্গে লেখককে যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে। মনে রাখতে হবে অর্থনীতি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক এই অধ্যায় থেকে শুরু। এই অধ্যায়ের জন্য ২২টি পিরিয়ড বরাদ্ধ থাকবে। লেখক সেই চিন্তা করেই বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন।

৯. নির্ভরশীল সূত্র/উৎস থেকে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করা

১০. তথ্যের রেফারেন্স দেওয়ার প্রচলিত রীতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

১১. লেখক প্রতিটি পাঠ রচনার শুরুতে বক্সে শিখনফল লিখে শুরু করবেন এবং একই শিখনফলের একাধিক পাঠ হতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটি পাঠ শেষে নির্দিষ্ট শিখনফলটি যেন অর্জিত হয়।

১২. প্রতিটি পাঠ পাশাপাশি দু'টো পৃষ্ঠায় চলতি ভাষায় বাংলা একাডেমীর বানানরীতি অনুসরণ করে রচনা করতে হবে। টেকনিক্যাল শব্দ ও পরিভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার করলে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি ব্যবহার করতে হবে।

১৩. অনুসন্ধানমুলক কাজের ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপ যেমন পরিকল্পনা তৈরি করা, উপাত্ত সংগ্রহ ও সংগঠন করা , ফলাফল নির্ধারণ করা এবং প্রতিবেদন তৈরি করা ইত্যাদি অনুসরণ করে পাঠের উপস্থাপনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স ও স্তর বিবেচনায় রাখতে হবে।

১৪. প্রতি অধ্যায় শেষে পাঠ অনুশীলনীতে দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৫. শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি পাঠ ৫০ মিনিটে উপস্থাপনার উপযোগী করে দশটি অধ্যায়ের কাঠামোতে বিন্যস্ত করতে হবে।

১৬. জেন্ডার সমতা অনুসরণ করতে হবে (নামকরণ, চিত্র, উদাহরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে)

১৭. শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ভাষা ব্যবহার করতে হবে।

১৮. বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা **(আনুমানিক ১০% কম-বেশি)** নবম ও দশম শ্রেণির জন্য ২০০ পৃষ্ঠা

১৯. পাণ্ডুলিপি : ক. ফন্ট সাইজ ১৪ হতে হবে। খ. লাইন স্পেস ১.৫ হতে হবে। গ. পাণ্ডুলিপির সাইজ ১/৮ ডিসি (২০″-৩০″)/(২২″-৩২″) হবে। ঘ. কন্টেন্ট এরিয়া (৮.৫″×৫.৭৫″)/(৯.৫″×৬.২৫″) হতে হবে।

২০. উপরে বর্ণিত সাধারণ নির্দেশনার পাশাপাশি শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স অংশে বর্ণিত লেখক নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

শিক্ষাক্রম

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি

ষষ্ঠ–অষ্টম শ্রেণি

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি বহুভাষা ও বহু সংস্কৃতির দেশ। এদেশের প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালি ছাড়াও প্রায় ২৫ লক্ষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করে। কমবেশী ত্রিশটি ভিন্ন ভাষা ব্যবহারকারী ৪৫টি বা তারও বেশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। এদের রয়েছে বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে এরা অনন্য ও সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল, ওঁরাও, মাহালি, মাহাতো, পাহান প্রভৃতি উত্তরবঙ্গে; চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, চাক, খুমি প্রভৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামে; গারো, হাজং, কোচ প্রভৃতি ময়মনসিংহ এবং খাসি, মনিপুরী, পাত্র প্রভৃতি সিলেট অঞ্চলে বাস করে। নৃতাত্ত্বিক ভাবে এদের কেউ মঙ্গোলীয়, কেউ দ্রাবিড় আবার কেউ অস্ট্রিক বংশোদ্ভূত। এদের মধ্যে কেউ কেউ পার্বত্য অঞ্চলে এবং অন্যরা সমতলে বাস করে।

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা, আর্থিক অবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব, ভাষিক-বৈচিত্র্য, ধর্ম ও লোকবিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণের ধারণা ও পারস্পরিক জানাশোনার পরিধি পর্যাপ্ত নয়। এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির লালন, পরিচর্যা এবং বিকশিত করার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। একই সঙ্গে বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলার দায়িত্ব সকলের।

বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্য এবং ঐক্য রয়েছে তার মেলবন্ধন ঘটাতে হলে এদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে পারস্পরিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজন ও গুরুত্বকে সামনে রেখেই এ বিষয়ে পাঠ এবং শিখন জরুরি। তাই এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ধারণা লাভের জন্যই মূলত জাতীয় শিক্ষানীতিতে (২০১০) এবিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রত্যাশা করা যায়, এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সংবেদনশীল হবে এবং দেশের সকল জাতিসত্তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠবে।

২. উদ্দেশ্য :

১. শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে পরিচিত হওয়া এবং তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা।

২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং এর লালন ও উৎকর্ষ সাধনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনধারা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

৪. স্বাধিকার আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আত্মত্যাগ, আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস সর্ম্পকে জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও বর্ণমালার সাথে পরিচিত হওয়া এবং এসবের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন।

৬. জীববৈচিত্র্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা।

৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণে গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়নে সমর্থ হওয়া।

৮. বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূলধারার সাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির যোগসূত্র বুঝতে পারা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গঠনে সচেষ্ট হওয়া।

৩.প্রান্তিক শিখনফল

প্রত্যাশা করা যায় যে ষষ্ঠ - অষ্টম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীরা-

১. বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারণা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে এবং সমাজজীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে;

২. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম, শারীরিক গঠন ও বসবাসের স্থানসমূহের বিবরণ দিতে এবং বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে সকলকে সমান মর্যাদা দিতে উদ্বুদ্ধ হবে;

৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিবার ও সমাজজীবন, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, প্রত্ন-ঐতিহ্য, আচার অনুষ্ঠান, এসবের পরিবর্তনের ধারা বর্ণনা করতে পারবে এবং এসব বৈচিত্র্য অনুধাবন করে পরস্পরের প্রতি আচরণে সংবেদনশীল হবে;

৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজজ্ঞান ও উৎসব, সংগীত, খেলাধুলা ও কারুশিল্পের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা এবং বিনোদন ও জীবনাচারে এসবের প্রভাব মূল্যায়নে সক্ষম হবে;

৫. স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগ্রামী জীবন, আত্মত্যাগ, জাতীয়ভাবে খেতাব অর্জনের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারবে;

৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটন করে তাদের জীবন ধারায় এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে;

৭. জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে নিজেরা অবদান রাখতে আগ্রহী হবে;

৮. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং নারীর অবস্থান বিষয়ে ধারণা বর্ণনা করতে পারবে;

৯. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কারণ নির্ণয় এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তোরণের উপায় অনুসন্ধান করতে পারবে;

১০. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানকল্পে গৃহীত সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের ফলাফল নির্ণয় করতে পারবে;

১১. জাতিসত্তা ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবে।

৪.প্রান্তিক শিখনফলের শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলে বিভাজন

৬ষ্ঠ শ্রেণির শিখনফল **Learning outcomes**	৭ম শ্রেণির শিখনফল **Learning outcomes**	৮ম শ্রেণির শিখনফল **Learning outcomes**	প্রান্তিক শিখনফল **(Terminal outcomes)**
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সংস্কৃতির ধারণাটি বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশে জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের মানচিত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করে জনমিতিক বিভাজন ও সাংস্কৃতিক রূপ বর্ণনা করতে পারবে ৫. বিভাগভিত্তিক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। ৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার ধারণা ও উৎস বর্ণনা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও ভাষা পরিবারের নাম উল্লেখ করতে পারবে। ৮. অস্ট্রোএশিয়াটিক, তিব্বতি বর্মি, ইন্দো-আর্য এবং দ্রাবিড় ভাষা ও ভাষা পরিবারের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ উল্লেখ করতে পারবে। ২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্ম ও সংস্কৃতির রূপ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছড়া ও রূপকথার স্বতন্ত্ররূপ চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যভ্যাসের বিবরণ দিতে পারবে এবং নৃগোষ্ঠীভেদে পোশাক ও খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. প্রধান চারটি ভাষা পরিবারভুক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ২. বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষিক বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতি পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবে।	১. বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারণা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে এবং সমাজ জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২. জাতিসত্তা ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবে।
আবেগীয় ৯. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও বর্ণমালার সাথে পরিচিত হবার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে	**আবেগীয়** ৫. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ এবং তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির দিকসমূহ জানতে আগ্রহী হবে। ৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্ম ও সংগীতের নান্দনিক দিক উপভোগ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।	**আবেগীয়** ৪. বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বৈচিত্র্য খুঁজে পেতে আগ্রহী হবে। ৫. বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হবে।	
মনোপেশীজ ১০. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে।			

	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. অঞ্চলভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসতি স্থাপন, জনসংখ্যার বিন্যাস এবং সভ্যতার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ২. নাগরিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. নরগোষ্ঠীর ধারণা ও উৎস বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক স্বাতন্ত্র্য, বৈচিত্র্য ও নৃতাত্ত্বিক ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. শ্বেতকায়, মঙ্গোলীয়, কৃষ্ণাকায় এবং অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর শারীরিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং সকল নাগরিকের অধিকারে প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে।	৩. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম, শারীরিক গঠন ও বসবাসের স্থানসমূহের বিবরণ দিতে এবং বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে সকলকে সমান মর্যাদা দিতে উদ্বুদ্ধ হবে।
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবন বর্ণনা করতে পারবে। ২. গোত্র বা বংশের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. গোত্র বা বংশের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। ৪. মাতৃসূত্রীয় ও পিতৃসূত্রীয় বংশধারার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ও উভয় বংশধারার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। ৫. বিবাহের ধারণা এবং প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৬. পরিবারের ধারণা, প্রকারভেদ এবং কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৭. সমাজ জীবনে পরিবারের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। ৮. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক পরিচ্ছদের স্বাতন্ত্র্য বর্ণনা করতে পারবে এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং এর প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে ১০. বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উত্তারিধাকারের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত আদর্শ (Norms) বর্ণনা করতে পারবে। ২. মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার ও প্রথাসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৫. সমাজে প্রচলিত বিধি নিষেধের তালিকা প্রস্তত করতে পারবে। ৬. সর্বপ্রাণবাদের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে ' ৭. গোষ্ঠীর জন্মরহস্য সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. বাংলাদেশের সমতল ও পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক পরিবর্তনের ধরন এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবিকা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিবর্তনের ধারা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত শাসন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় পরিবর্তন বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গৃহস্থালি কাজকর্মের বিবরণ দিতে পারবে ৬. সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হাল-কৃষিকাজ, পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীর জুমচাষ ও পানচাষের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারবে ৭. সমতল ও পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে।	৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিবার ও সমাজজীবন, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, প্রত্ন-ঐতিহ্য আচার অনুষ্ঠান, এসবের পরিবর্তনের ধারা বর্ণনা করতে পারবে এবং এসব বৈচিত্র্য অনুধাবন করে তাদের প্রতি আচরণে সংবেদনশীল হবে।

১১. অঞ্চলভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্ন স্থাপনাসমূহের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে ১২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত তৈজষপত্র এবং অলঙ্কারাদির বিবরণ দিতে পারবে এবং এসবের বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক সনাক্ত করতে পারবে। ১৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় উপাসনালয়ের স্থাপত্য কৌশল বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১৪. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সমাজ জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করবে। **মনোপেশিজ** ১৫. প্রত্ন স্থাপনাসমূহ পরিভ্রমণে উৎসাহী হবে ১৬. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে তাতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্নস্থাপনার অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে	**আবেগীয়** ৮. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নিষেধাজ্ঞা পালনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে	**মনোপেশিজ** ৮. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কার্যাবলির তালিকা প্রস্তুত এবং অর্থনৈতিক জীবন ধারার ছবি এঁকে প্রদর্শন করতে পারবে।	

বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় উৎসব পালনের রীতি-পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ২. চাকমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, ওঁরাও, গারো এবং মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর উৎসব পালনের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব পালনের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. উৎসব পালনের সামাজিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব ও বৈচিত্র্যের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে। ৬. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব অনুষ্ঠান ও এর পরিবর্তন বিষয়ে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করবে। **মনোপেশিজ** ৭. অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসবের একটি ছক প্রস্তুত করতে পারবে ৮. নিজের এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনুসন্ধান করে তাদের গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করতে পারবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোককাহিনি, ছড়া, রূপকথা এবং সংগীতের বিবরণ দিতে পারবে। ২. বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। ৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রবাদ-প্রবচন তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ৫. সমাজ জীবনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজজ্ঞানের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে। ৬. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজজ্ঞান ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং লোকজ জ্ঞানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবে। **মনোপেশিজ** ৮. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশেষ খেলাধুলার সরঞ্জামাদির তালিকা তৈরি এবং ছবি আঁকতে পারবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবে। ২. জাতীয় দিবস উদযাপনে বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং তাদের যৌথ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করতে পারবে। ৩. বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যের মেলবন্ধন স্থাপনের উপায় চিহ্নিত করতে পারবে।	৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজজ্ঞান ও উৎসব, সংগীত, খেলাধুলা ও কারুশিল্পের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা এবং বিনোদন ও জীবনাচারে এসবের প্রভাব মূল্যায়নে সক্ষম হবে।
	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সাওতাল বিদ্রোহ, টংক ও হাজং বিদ্রোহ এবং তেভাগা আন্দোলনের বিবরণ দিতে পারবে। ৩. মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তাদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।		৬. স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগ্রামী জীবন, আত্মত্যাগ, জাতীয়ভাবে খেতাব অর্জনের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারবে।

	আবেগীয় ৪. মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলি জানতে আগ্রহী হবে এবং এ যুদ্ধে বিভিন্ন জাতিসত্তার লোকজনের অবদান কৃতজ্ঞতার চিত্রে স্মরণ করবে। **মনোপেশিজ** ৫. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপ্রদর্শনকারী ও খেতাবপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।		
	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত শাসন পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবে। ২. প্রথাগত আইনসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সামাজিক বিচারকার্যের ধরন ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারায় প্রথাগত শাসনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।		৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটন করে তাদের জীবন ধারায় এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. জীববৈচিত্র্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৩. জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করবে।		৮. জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে নিজেরা অবদান রাখতে আগ্রহী হবে।
		বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. উন্নয়নের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ২. নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত কার্যাবলির বর্ণনা করতে পারবে।	৯. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
	মনোপেশিজ ১. স্থানীয়ভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় অনুসন্ধান এবং প্রতিবেদন তৈরি করতে	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবে।	১০. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কারণ নির্ণয় এবং এসব

	পারবে।	২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে নিরক্ষরতার প্রধান প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের মাত্রা ও কারণ সনাক্ত করতে পারবে। ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বেকারত্বের ধরন উল্লেখ করতে পারবে। ৫. পাহাড়ি অঞ্চলে বন উজাড়ের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে/অবহিত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিপন্নতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করতে পারবে।	সমস্যা থেকে উত্তোরণের উপায় অনুসন্ধান করতে পারবে।
		বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবে। ২. শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সংস্থার কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৩. স্বাস্থ্যসেবা এবং পানি সরবরাহ কার্যাবলি ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ও আলোচনা করতে উৎসাহিত হবে। **মনোপেশিজ** ৫. সরকারের বিশেষ কোন উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব অনুসন্ধান করতে পারবে।	১১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানকল্পে গৃহীত সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের ফলাফল নির্ণয় করতে পারবে।
আবেগীয় ১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির পরিচয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং এদের ভাষিক অধিকারের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে।	**আবেগীয়** ১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে। ২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্ম ও সংগীতের নান্দনিক দিক উপভোগ করতে উৎসাহী হবে।	**আবেগীয়** ১. বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হবে।	১২. জাতিসত্তা ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবে।

৬. শিক্ষাক্রম ছক

ষষ্ঠ শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতি (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সংস্কৃতির ধারণাটি বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের মানচিত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান ও জনমিতিক বিভাজন নির্ণয় করে দেখাতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রূপ বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. সংস্কৃতি এবং এর উপাদান ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে একে অন্যের সাথে আলোচনা করতে উদ্বুদ্ধ হবে।	● বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতি ○ সংস্কৃতির ধারণা ○ সংস্কৃতির উপাদান ○ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ○ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মানচিত্র (জনমিতিক, ভাষিক, নৃগোষ্ঠীগত এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য)	শিক্ষক বিদ্যালয় এবং সমাজে কী কী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে তা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের অসম্পূর্ণতা চিহ্নিত করে শিক্ষক বাস্তব উদাহরণ দিয়ে সংস্কৃতির পুর্ণাঙ্গ ধারণা আলোচনা করবেন। শিক্ষক সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা একক/দলীয়ভাবে সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে ***উপস্থাপন*** করবেন। শিক্ষক বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে গ্রামীণ ও শহুরে, সমতল ও পাহাড়ি আঙ্গিকে বিভাজন করে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যসহ ***উপস্থাপন ও আলোচনা*** করবেন। শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির রূপ/বৈশিষ্ট্য দলীয়ভাবে চিহ্নিত করবে। শিক্ষক বাংলাদেশের মানচিত্রে জনমিতিক/নৃগোষ্ঠীগত, ভাষিক এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যর চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলে তা ***প্রদর্শন*** করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করে তাদের ধারণা সুসংহত করবে।	● শিক্ষার্থীদের বক্তব্যের সঠিকতা মূল্যায়ন করা। ● প্রস্তুতকৃত তালিকার সঠিকতা মূল্যায়ন করা। ● নির্দিষ্ট পরিমাপক/নির্ণায়কের আলোকে দলগতভাবে সম্পাদিত কাজ মূল্যায়ন করা। ● প্রশ্ন করার যথার্থতা মূল্যায়ন করা। ● শ্রেণিতে দলীয় কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্যমতে উপনিত হওয়া ইত্যাদি গুণাবলি মূল্যায়ন করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিচিতি (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ২. বিভাগভিত্তিক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৩. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে।	● বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিচিতি ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধারণা ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থান (বিভাগ ভিত্তিক) ▪ ঢাকা বিভাগ ▪ চট্টগ্রাম বিভাগ ▪ সিলেট বিভাগ ▪ রাজশাহী বিভাগ ▪ রংপুর বিভাগ ▪ খুলনা বিভাগ ▪ বরিশাল বিভাগ	শিক্ষক বাংলাদেশে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীর সংখ্যাতাত্ত্বিক চিত্র ***প্রদর্শন*** করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধারণাটি আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নৃগোষ্ঠীর নামের তালিকা তৈরি করবে এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয় পাবে। শিক্ষক বাংলাদেশের মানচিত্র ***প্রদর্শন*** এবং সাতটি বিভাগে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থান চিহ্নিত করে তা ***আলোচনা*** করবেন। শিক্ষার্থীরা বিভাগভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন করবে (একক বা দলগতভাবে)	● আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং শ্রেণিতে নিজস্ব মতামত দানের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। ● তালিকা তৈরির যথার্থতা মূল্যায়ন করা। ● বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা ● প্রদর্শিত চার্ট, গ্রাফ, সারণি পড়তে ও বুঝতে পারার দক্ষতা মূল্যায়ন করা, বাস্তব কোন ঘটনা, চিত্র, দৃশ্য ইত্যাদি দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা।

তৃতীয় অধ্যায় :   ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাপরিচয়   (০৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. প্রধান প্রধান নৃগোষ্ঠীর ভাষার ধারণা ও উৎস বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা পরিবারের নাম উল্লেখ করতে পারবে। ৩. অস্ট্রোএশিয়াটিক, তিব্বতি বর্মি, ইন্দো-আর্য এবং দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চিহ্নিত করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা পরিবারের সাথে পরিচিত হতে আগ্রহ প্রকাশ করবে।	• ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাপরিচয় ○ ভাষার ধারণা ও উৎস ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা-পরিবার ▪ অস্ট্রো-এশিয়াটিক(Austro-Asiatic) ▪ দ্রাবিড়ীয় (Dravidian) ▪ তিব্বতি-বর্মি (Tibeto-Burmese) ▪ ইন্দো-আর্যীয় (Indo-Aryan)	শিক্ষক বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর ভাষার নাম এবং প্রধান ৪টি ভাষা পরিবার ***চার্ট এ প্রদর্শন*** করে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রদর্শিত চার্টে ৪টি ভাষা পরিবার এবং ঐসমস্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাদের ধারণা সুসংহত করবে। শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে উৎসভিত্তিক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা পরিবার ৪টি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করে দেখাবে।	• আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং শ্রেণিতে নিজস্ব মতামত দানের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। • কুইজ ধরনের প্রশ্ন, বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা • তালিকা তৈরির যথার্থতা মূল্যায়ন করা। • প্রদর্শিত চার্ট, গ্রাফ, সারণি পড়তে ও বুঝতে পারার দক্ষতা মূল্যায়ন করা, বাস্তব কোন ঘটনা, চিত্র, দৃশ্য ইত্যাদি দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। • শ্রেণির কাজের অংশ হিসেবে একক/দলগত কাজ মূল্যায়ন করা।

চতুর্থ অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্ন ঐতিহ্য (০৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. অঞ্চলভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্ন স্থাপনাসমূহের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে। ২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত তৈজসপত্র এবং অলঙ্কারাদির বিবরণ দিতে পারবে এবং এসবের বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক সনাক্ত করতে পারবে। ৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় উপাসনালয়ের স্থাপত্য কৌশল পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৪. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে তাতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্নস্থাপনার অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্ন স্থাপনাসমূহের পরিচিতি এবং অবস্থান জানতে আগ্রহী হবে। ৬. প্রত্ন স্থাপনাসমূহ পরিভ্রমণে উৎসাহী হবে।	● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্ন ঐতিহ্য ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাসের ইতিহাস ○ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্ন স্থাপনাসমূহ ○ যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার্য সরঞ্জাম ○ তৈজষপত্র ও অলঙ্কার ○ ধর্মীয় উপাসনালয়	বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কী ধরনের প্রত্নসম্পদ ও ঐতিহ্য রয়েছে তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রত্নসম্পদ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পূর্ব পূরুষ কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত এবং সেগুলোর কী কাজে ব্যবহৃত হতো, তাদের তৈজষপত্রগুলো কী ধরনের ছিল এর উপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করবেন। শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদেরকে কিছু অলঙ্কার এর মডেল দেখিয়ে প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন এগুলো কী এবং কারা এগুলো ব্যবহার করে। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলবে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অলংকারের ব্যবহার প্রণালি বর্ণনা করে শ্রেণিতে একটি কৌতূহল উদ্দীপক পরিবেশ তৈরি করবেন। শিক্ষক শ্রেণিতে বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের উপর একটি সাধারণ আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিবেন তারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোনো উপসনালয়ের কথা জানে কি? শিক্ষক এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করে দিবেন।	● আলোচনায় অংশগ্রহণের আগ্রহ এবং বক্তব্য দানের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। ● কুইজ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। ● প্রদর্শিত মডেল দেখে প্রশ্ন করার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। ● শ্রেণির কাজে আগ্রহী হওয়া এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ মূল্যায়ন করা। ● প্রশ্ন করার যথার্থতা মূল্যায়ন করা। ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

পঞ্চম অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজজীবন (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজজীবন বর্ণনা করতে পারবে। ২. গোত্র বা বংশের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. গোত্র বা বংশের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। ৪. মাতৃসূত্রীয় ও পিতৃসূত্রীয় বংশধারার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ও উভয় বংশধারার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। ৫. বিবাহের ধারণা এবং প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৬. পরিবারের ধারণা, প্রকারভেদ এবং কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৭. সমাজ জীবনে পরিবারের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। ৮. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং এর প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৯. বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উত্তারিধাকারের ধরন চিহ্নিত করতে পারবে। **আবেগীয়** ১০. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করবে।	• ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজজীবন ○ সমাজ পরিচিতি ○ গোত্র ও বংশ পরিচিতি ○ বংশধারা ○ উত্তরাধিকার ○ বিবাহ ও পরিবার গঠন ○ জ্ঞাতি সম্পর্ক	বাংলাদেশের সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাপন পদ্ধতি, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, অর্থনৈতিক কর্ম ইত্যাদির ***চিত্র উপস্থাপন ও আলোচনা*** করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনধারার সাথে অপর নৃগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য একক/দলীয়ভাবে চিহ্নিত করবে, পারস্পারিক সহযোগিতা ও ঐক্যের বন্ধনে উদ্বুদ্ধ হবে। শিক্ষক গোত্র ও বংশ পরিচয়ের ধারণা আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা ***আলোচনায়*** অংশগ্রহণ করে নিজেদের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিবে। শিক্ষক মাতৃসূত্রীয় ও পিতৃসূত্রীয় বংশধারার ভিত্তিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাজনের চার্ট প্রস্তুত করে তা ***উপস্থাপন*** করবে। শিক্ষার্থীরা মাতৃ ও পিতৃসূত্রীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকা এককভাবে/দলীয়ভাবে প্রস্তুত করবে। শিক্ষক মাতৃসূত্রীয় বংশধারার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ, বিবাহ পদ্ধতি, পরিবার গঠনের রূপ এবং কার্যাবলি সংক্ষিপ্তভাবে (পাঠ্যবই এবং সহায়ক গ্রন্থাবলির আলোকে) ***উপস্থাপন*** করবেন। শিক্ষার্থীরা ***উপস্থাপনার*** বিভিন্ন দিকের প্রতি তাদের কৌতুহল প্রকাশ এবং তা নিবারণে প্রশ্ন করবে। সমাজ জীবনে পরিবারের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করবে (বাড়ির কাজ)। শিক্ষক জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং এর প্রকারভেদ ***আলোচনা*** করবে। শিক্ষার্থীরা আলোচনা শুনবে, প্রয়োজন নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলবে, প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিবে। প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোনটির ক্ষেত্রে কিরূপ উত্তরাধিকারের বিধান প্রযোজ্য তা নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশ নিবে।	• আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং শ্রেণিতে নিজস্ব মতামত দানের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। • কুইজ ধরনের প্রশ্ন, বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা • তালিকা তৈরির যথার্থতা মূল্যায়ন করা • প্রদর্শিত চার্ট, গ্রাফ, সারণি পড়তে ও বুঝতে পারার দক্ষতা মূল্যায়ন করা, বাস্তব কোন ঘটনা, চিত্র, দৃশ্য ইত্যাদি দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব পালনের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ২. উৎসব পালনের সামাজিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। ৩. চাকমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, ওঁরাও, গারো নৃগোষ্ঠীর উৎসব পালনের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব পালনে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৫. অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসবের একটি ছক প্রস্তুত করতে পারবে ৬. নিজের এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অনুসন্ধান করে তাদের গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। ৮. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব অনুষ্ঠান ও এর পরিবর্তন বিষয়ে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করবে। ৯. উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে যে সামাজিক সংহতি ও ঐক্য গড়ে ওঠে তা উপলব্ধি করতে পারবে।	• ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব ○ বৈসুক/ সাংগ্রাই/ বিজু/ বৈসাবি উৎসব (ত্রিপুরা, মারমা, রাখাইন,তঞ্চঙ্গা ও চাকমা) ○ চিয়াসৎপয় (গোহত্যা) উৎসব (ম্রো ও খুমি) ○ সোহ্‌রাই উৎসব (সাঁওতাল) ○ বাহা (সাঁওতাল) ○ কারাম উৎসব (ওঁরাও) ○ ওয়াংগালা উৎসব (গারো) ○ সাদ-সুক-মনসিন (খাসি)	শিক্ষক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উৎসবের তালিকা শ্রেণিতে প্রদর্শন করে এর কোনটি কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব তা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। উত্তরদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীরা উৎসাহ নিয়ে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিবে এবং এসব উৎসবের আনন্দ ও বিভিন্ন আয়োজন নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে। শিক্ষক পাঠ্যবইতে সংযোজিত প্রতিটি উৎসবের আনন্দ আয়োজনের চিত্র ধারাবাহিকভাবে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবেন। এসব আনন্দ উৎসব আয়োজন, বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষের উপস্থিতি, আনন্দ উপভোগ কীভাবে সমাজে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মৈত্রীর ভাব সুদৃঢ় করে তা আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উৎসবের আনন্দ আয়োজনের রূপ চিহ্নিত করবে (একক/দলীয়ভাবে)। উৎসবের ছবি/চিত্র দেখে আরো বিস্তারিত জানতে এবং নিজেরা উৎসব আয়োজন প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী এবং উৎসাহী হবে। শিক্ষক কোনো বিশেষ উৎসবের আয়োজনে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করতে কীভাবে ভূমিকা রাখে তা অনুসন্ধান করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশনা ও সহায়তা নিয়ে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং প্রতিবেদন তৈরি করবে।	• আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং শ্রেণিতে নিজস্ব মতামত দানের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। • বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা • তালিকা তৈরির যথার্থতা মূল্যায়ন করা • প্রদর্শিত চার্ট, গ্রাফ, সারণি পড়তে ও বুঝতে পারার দক্ষতা মূল্যায়ন করা, বাস্তব কোন ঘটনা, চিত্র, দৃশ্য ইত্যাদি দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। • এ ছাড়া কোনো অধ্যায়ের পাঠ শেষে শ্রেণি অভীক্ষা গৃহীত হবে। এ পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতির বহুনির্বাচনী (MCQ) এবং সৃজনশীল (CQ) প্রশ্ন ব্যবহৃত হবে।

৭. শিক্ষাক্রম ছক

সপ্তম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচিতি (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ উল্লেখ করতে পারবে। ২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্ম ও সংস্কৃতির রূপ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছড়া ও রূপকথার স্বতন্ত্ররূপ চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গল্প ও লোক কাহিনি, লোকগীতি, ছড়া, রূপকথা এবং সংগীতের বিবরণ দিতে পারবে। ৫. বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। ৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক পরিচ্ছদ এবং খাদ্যাভ্যাসের বিবরণ দিতে পারবে এবং নৃগোষ্ঠী ভেদে পোশাক ও খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। ৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশেষ খেলাধুলার বিবরণ দিতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৮. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশেষ খেলাধুলার সরঞ্জামাদির তালিকা তৈরি করতে পারবে এবং ছবি আঁকতে পারবে। **আবেগীয়** ৯. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ এবং তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির দিকসমূহ জানতে আগ্রহী হবে। ১০. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্ম ও সংগীতের নান্দনিক দিক উপভোগ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।	● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচিতি ○ ভাষা ও সাহিত্য ○ ছড়া ও রূপকথা ○ গল্প ও লোককাহিনি ○ সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র ○ পোশাক পরিচ্ছদ ○ খাদ্যাভ্যাস ○ খেলাধুলা	সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে সর্ব প্রথম ভাষার মাধ্যমে এবং ভাষার লিখিত রূপ সাহিত্য তা শ্রেণিতে আলোচনা করবেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার কথ্য-রূপ ও লিখিত রূপ শিক্ষার্থীদের সামনে উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীরা একক/দলীয়ভাবে এদের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির সাহিত্যের রূপ চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছড়া ও রূপকথা দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিচিত করাবেন। শিক্ষক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনে যে সকল গল্প ও লোককাহিনী মিশে আছে সেগুলোর উদাহরণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন এবং তার ধারাবাহিকতায় বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বহুল আলোচিত লোককাহিনি গল্প ও লোকগাঁথা বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষার্থীরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এসকল গল্প, লোককাহিনি ও লোকগাঁথার শিরোনামের তালিকা (একক/দলগতভাবে) প্রস্তুত করবে। শিক্ষক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের উপর একটি পরিচিতিমূলক আলোচনা শেষে বাদ্যযন্ত্রের ছবি প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীরা একক/দলীয়ভাবে বাদ্যযন্ত্রের তালিকা তৈরি করবে। শিক্ষক শ্রেণিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাস এর একটি সাধারণ আলোচনা উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীরা একটি বিশেষ দিনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক পরিধান করে যেমন খুশি তেমন সাজো পর্বে অংশ নিবে। শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের সামনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খেলাধুলা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা উপস্থাপন করবেন। খেলাধুলার নাম, নিয়ম-কানুন ও যাদের জন্য ঐ সকল খেলাধুলা তার একটি তালিকা/সারণি শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। সারণি দেখে শিক্ষার্থীরা গোষ্ঠী ভেদে খেলাধুলা আলাদা করে তার তালিকা প্রস্তুত করবে।	● প্রশ্নোত্তর এবং তালিকা তৈরির কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। ● প্রস্তুতকৃত শিরোনামের সঠিকতা মূল্যায়ন করা। ● ছবি/চত্র দেখে বাদ্যযন্ত্রের নামের তালিকা তৈরির কাজ মূল্যায়ন করা। ● 'যেমন খুশি তেমন সাজ' পর্বে অংশগ্রহণ এবং পোশাক পরিধানের কাজ মূল্যায়ন করা। ● প্রদর্শিত তালিকা/সারণি পড়তে ও বুঝতে পারা এবং এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের আলোকে তালিকা তৈরির কাজ মূল্যায়ন করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত আদর্শ (Norms) বর্ণনা করতে পারবে। ২. মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার ও প্রথাসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৫. সমাজে প্রচলিত বিধি নিষেধের তালিকা প্রস্তত করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। ৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজে প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নিষেধাজ্ঞা পালনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।	• ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ○ আদর্শ ও মূল্যবোধ (Norms & Values) ○ প্রথা ও ঐতিহ্য (Custom & Tradition) ○ বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার (Beliefs & Rituals) ○ সামাজিক নিষেধাজ্ঞা (Social Taboo)	শিক্ষক শ্রেণিতে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ বিষয়ের একটি সাধারণ আলোচনা করবেন এবং একইসাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারনা স্পষ্ট করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট তাদের নিজ নিজ সমাজের আর্দশ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে দু'একটি উদাহরণ দিতে বলবেন। শিক্ষক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব আদর্শ ও মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার এবং সামাজিক নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও উদাহরণ উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করে তাদের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটাবে। শিক্ষক আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শ্রেণিতে এমন পরিবেশ তৈরি করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৌতূহল জাগ্রত হয় এবং এ বিষয়ে তাদের ধারণা স্পষ্ট করতে পারে।	• প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং মূল্যায়ন করা। • প্রশ্ন করার প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করা। • প্রতিবেদন তৈরির কাজ মূল্যায়ন করা। • শিক্ষার্থীদের উদ্ধৃত বাস্তব ঘটনা কিংবা উদাহরণ মূল্যায়ন করা। • বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা • শ্রেণির কাজের অংশ হিসেবে একক/দলগত কাজ মূল্যায়ন করা।

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবন (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত শাসন পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবে। ২. প্রথাগত আইনসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সামাজিক বিচারকার্যের ধরন ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারায় প্রথাগত শাসনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভে আগ্রহী হবে।	• বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবন ○ প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা ○ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামো ○ প্রথাগত আইন ○ সমাজিক বিচার ব্যবস্থা	শিক্ষক বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলার প্রথাগত শাসন ব্যবস্থার চিত্র চার্টের মাধ্যমে **উপস্থাপন করবেন**। উক্ত চার্টে প্রদর্শিত বিভিন্ন স্তরে নেতা/প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি, মেয়াদ এ ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। শিখন অগ্রগতি যাচাইক্রমে (গঠনকালীন মূল্যায়ন) ফিডব্যাক দিবেন। শিক্ষক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজের প্রথাগত আইন এবং এ আইনে যে, বিচারকার্য পরিচালিত হয় তা **আলোচনা করবেন**। বাস্তব উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন। তাদের প্রশ্ন করবেন এবং সঠিক তথ্য পেতে সহায়তা করবেন। প্রথাগত আইনের তালিকার তৈরি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের উপস্থাপিত বিষয়াদি বুঝতে অসুবিধা হলে প্রশ্ন করে তা বুঝে নিবে, প্রশ্নের জবাব দিবে। বিভিন্ন প্রস্তাবনার উপর উপস্থিত বক্তৃতা/বক্তব্য প্রদান করবে।	• প্রদর্শিত চার্ট/সারণি পড়তে পারা, বুঝতে পারা এবং আলোচনার অংশগ্রহণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। • মৌখিক প্রশ্ন, কুইজ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ, বক্তব্য প্রদান কিংবা উত্তর দানের সঠিকতা মূল্যায়ন করা। • প্রস্তুতকৃত তালিকার সঠিকতা মূল্যায়ন করা। • উপস্থিত বক্তৃতা/বক্তব্য মূল্যায়ন করা।

চতুর্থ অধ্যায় : ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলন (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সাঁওতাল বিদ্রোহ, টংক ও হাজং বিদ্রোহ এবং তেভাগা আন্দোলনের বিবরণ দিতে পারবে। ২. বিট্রিশ বিরোধী আন্দোলনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করতে পারবে। ৪. মুক্তিযুদ্ধে সমতলের এবং পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তাদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৫. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপ্রদর্শণকারী ও খেতাবপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলি জানতে আগ্রহী হবে এবং এ যুদ্ধে বিভিন্ন জাতিসত্তার লোকজনের অবদান কৃতজ্ঞচিত্রে স্বরণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।	• ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ○ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ○ সাঁওতাল বিদ্রোহ ○ মুণ্ডা বিদ্রোহ ○ টংক, তেভাগা, হাজং বিদ্রোহ ○ মুক্তিযুদ্ধ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ○ মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বীরত্বপূর্ণ অবদান	শিক্ষক বাংলাদেশে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সাঁওতাল, মুণ্ডা, টংক, হাজং বিদ্রোহ এবং তেভাগা আন্দোলনের সংগ্রামের ঘটনাসমূহের তালিকা প্রস্তুত এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদান চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ***আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে***। একক/দলগতভাবে শ্রেণিরকাজ সম্পাদন করবেন। সময়ের ক্রমঅনুসারে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামের ঘটনাসমূহের ***তালিকা প্রস্তুত করবে***। শিক্ষক বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে শ্রেষ্ঠ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং তাদের বীরত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব ***অভিজ্ঞতা যাচাই*** করবেন। প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত এবং ঘটনার বিবরণ তুলে ধরবেন, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সুসংহত করবেন। এ যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের ***তালিকা তৈরি*** করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ***উপস্থাপন করবে, প্রশ্নের উত্তর দিবে***।	• প্রস্তুতকৃত চার্টের সঠিকতা মূল্যায়ন করা। • আলোচনায় অংশগ্রহণ, বক্তব্য প্রদান কিংবা উত্তরদানের সঠিকতা মূল্যায়ন করা। • প্রস্তুতকৃত তালিকার সঠিকতা মূল্যায়ন করা • দলীয় উপস্থাপনা মূল্যায়ন করা। • বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য প্রদান মূল্যায়ন করা। • দলীয় কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ, পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান, প্রস্তাবনা গ্রহণ এবং ঐক্যমতে উপনিত হওয়া ইত্যাদি মূল্যায়ন করা।

পঞ্চম অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ্ঞান (০৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রবাদ-প্রবচনের তালিকা প্রস্তুত করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ৩. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ্ঞান ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সমাজ জীবনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ্ঞানের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং লোকজ্ঞানের প্রতি মর্যাদা দানের মনোভাব পোষণ করবে।	• ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ্ঞান ○ প্রবাদ-প্রবচন ○ চিকিৎসা ○ চাষাবাদ	শিক্ষক শ্রেণিতে লোকজ্ঞান/স্থানীয় ধারণার উপর একটি সাধারণ আলোচনা উপস্থাপন করবেন। এ আলোচনার পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনে এসকল লোকজ্ঞান কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা নিয়ে টীকা/ রচনা লিখতে দিবেন। শিক্ষক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রবাদ-প্রবচন এর উদাহরণ দিবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজ্ঞান কিভাবে কাজে লাগে সেটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করবেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর চাষাবাদের ক্ষেত্রে লোকজ্ঞান কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের প্রশ্ন করে তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করবে।	• আলোচনায় অংশগ্রহণের আগ্রহ এবং বক্তব্য দানের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। • টীকা ও রচনা লেখার কাজ মূল্যায়ন করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • কুইজ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • প্রশ্ন করার প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করা।

ষষ্ঠ অধ্যায় : জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. জীববৈচিত্র্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৩. জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৪. স্থানীয়ভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় অনুসন্ধান এবং প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করবে।	● জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ○ জীববৈচিত্র্যের ধারণা ○ পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ○ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ ■ পার্বত্য অঞ্চল ■ সমতল অঞ্চল	শিক্ষক শ্রেণিতে জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেবার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের দলীয়/এককভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন তৈরি করবে।	● আলোচনায় অংশগ্রহণের আগ্রহ এবং বক্তব্য দানের দক্ষতা মূল্যায়ন করা ● নির্দিষ্ট মানদণ্ডের আলোকে অনুসন্ধানমূলক কাজ মূল্যায়ন করা। ● প্রশ্নের যথার্থতা মূল্যায়ন করা ● এ ছাড়া কোনো অধ্যায়ের পাঠ শেষে শ্রেণি অভীক্ষা গৃহীত হবে। এ পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতির বহুনির্বাচনী (CQ) এবং সৃজনশীল (CQ) প্রশ্ন ব্যবহৃত হবে।

৮. শিক্ষাক্রম ছক

অষ্টম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. প্রধান চারটি ভাষা পরিবারভুক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ২. প্রধান চারটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষিক বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. জাতীয় দিবস উদযাপনে বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং তাদের যৌথ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করতে পারবে। ৫. বাঙালি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যের মেলবন্ধন স্থাপনের উপায় চিহ্নিত করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বৈচিত্র্য খুঁজে পেতে আগ্রহী হবে। ৭. বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হবে।	● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ○ ভাষিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ○ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ○ গণমাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিফলন ▪ টেলিভিশন ▪ বেতার ▪ সংবাদপত্র	শিক্ষক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা চার্ট / সারণির সাহায্যে ***উপস্থাপন*** করবেন। চার্টে প্রদর্শিত চারটি ধারায় অন্তভুর্ক্ত প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা কী; ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য কী তা ধারাবাহিকভাবে ***আলোচনা*** করবেন। শিক্ষার্থীরা এক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে অপর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য (একক/দলীয়ভাবে) চিহ্নিত করে তা শ্রেণিতে ***উপস্থাপন*** করবে। শিক্ষক দেশের বিভিন্ন অংশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কিভাবে আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবস উপযাপন করে তা চার্টের মাধ্যমে শ্রেণিতে ***উপস্থাপন*** করবেন। সম্ভব হলে জাতীয় দিবসমূহ পালনে গৃহীত রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং তাদের বিভিন্ন পরিবেশনার ছবি/চিত্র, পেপার কাটিং প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করবে। বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির যোগসূত্র এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব (শ্রেণির কাজ/বাড়ির কাজ) লিপিবদ্ধ করবে শিক্ষক বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাপত্রে পরিবেশিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির (যেমন- সংগীত, নাটক, কবিতা, কথিকা ইত্যাদি) ***বিবরণ দিবেন।*** এসব অনুষ্ঠানাদির সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার কথা শুনবেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন। শিক্ষার্থীরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ভূমিকা চিহ্নিত করতে বলবেন (শ্রেণি/বাড়ির কাজ)	● প্রদর্শিত চার্ট/সারণি পড়তে পারা, বুঝতে পারা এবং আলোচনার অংশগ্রহণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। ● চিত্র, দৃশ্য বা বাস্তব ঘটনা বর্ণনা থেকে শিক্ষাগ্রহণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। ● দলীয় কাজের উপস্থাপনা মূল্যায়ন করা। ● জাতীয় দিবস উদযাপনের ছবি/চিত্র/পেপার কাটিং দেখে এর অন্তনিহিত তাৎপর্য বলতে পারা কিংবা লিখতে পারার দক্ষতা মূল্যায়ন করা। ● শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা হিসেবে উদ্ধৃত ঘটাবলির বিবরণ শুনে তা মূল্যায়ন করা। ● শ্রেণির ও বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন পরিচিতি (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. নরগোষ্ঠীর ধারণা ও উৎস বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক স্বাতন্ত্র্য, বৈচিত্র্য ও নৃতাত্ত্বিক ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, কৃষ্ণাকায় এবং অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং সকল নাগরিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে।	• ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন পরিচিতি ○ নরগোষ্ঠীর ধারণা ○ নরগোষ্ঠীর উৎস ○ নরগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ ▪ কৃষ্ণকায় (Negroid) ▪ ককেশীয় (Caucasoid) ▪ অষ্ট্রালীয় (Australoid) ▪ মঙ্গোলীয় (Mongoloid)	শিক্ষক নরগোষ্ঠী বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করবেন। মানুষের শারীরিক রং/বর্ণের ভিন্নতা যে প্রাকৃতিক কারণে ঘটে তা উদাহরণের সাহায্য আলোচনা করবেন। আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা কতটা বুঝতে পেরেছে তা প্রশ্ন করে জানবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করবে। পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে শিক্ষকের আলোচনা শুনবে এবং বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করে জেনে নিবে। শিক্ষক ৪ ধরনের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নরগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাজন আলোচনা করবেন। প্রতিটি গঠন বৈশিষ্ট্যের নরগোষ্ঠীর ছবি প্রদর্শন করে তা থেকে স্বেতকায়, মঙ্গোলীয়, কৃষ্ণকায় এবং অষ্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর দৈহিক স্বাতন্ত্র্য শিক্ষার্থীদের (একক/দলীয়ভাবে) চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা একক/দলীয়ভাবে শ্রেণিভেদে নরগোষ্ঠীর শারীরিক গঠনের স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা শারীরিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহকে ৪টি ভাগে সজ্জিত করে তালিকা প্রস্তুত করবে (বাড়ি/শ্রেণির কাজ)	• আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং শ্রেণিতে নিজস্ব মতামত দানের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। • কুইজ ধরনের প্রশ্ন, বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা • তালিকা তৈরির যথার্থতা মূল্যায়ন করা। • প্রদর্শিত চার্ট, গ্রাফ, সারণি পড়তে ও বুঝতে পারার দক্ষতা মূল্যায়ন করা, বাস্তব কোন ঘটনা, চিত্র, দৃশ্য ইত্যাদি দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা।

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবন (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গৃহস্থালি কাজকর্মের বিবরণ দিতে পারবে। ২. সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হাল-কৃষিকাজ এবং পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীর জুমচাষের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারবে। ৩. সমতল ও পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. জাতীয় অর্থনীতির মূলধারা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কার্যাবলির তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে এবং অর্থনৈতিক জীবনধারা ছবি এঁকে প্রদর্শন করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদানে উদ্বুদ্ধ হবে।	• বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবন ○ গৃহস্থালির কাজ-কর্ম ○ কৃষিকাজ ○ হালকৃষি ○ জুমচাষ ○ পানচাষ ○ ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা ○ হস্তশিল্প ○ বাজার ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ○ বনায়ন ও বনজসম্পদ আহরণ ○ পশুপালন ও শিকার	শিক্ষক শ্রেণিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা করবেন। শিক্ষক হালকৃষি, জুমচাষ ও পানচাষ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানাবেন এবং কারা, কোথায় কোন কৃষি কাজে অভ্যস্ত তা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে প্রশ্ন করে জানতে চাইবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কৃষিকাজের সাথে পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জুম চাষাবাদের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কোথায় তা নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হবে। একক/দলীয়ভাবে স্থানীয় যে কোনো একটি চাষাবাদের উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন। শিক্ষক হস্তশিল্পের উপর একটি সাধারণ আলোচনা উপস্থাপনা করবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে বিভিন্ন কুঠির শিল্পজাত পণ্যের নাম জানতে চাইবেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎপাদিত হস্থশিল্প সামগ্রির নামসহ তালিকা প্রস্তুত করতে বলবেন । দেশীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদান মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন তৈরি করতে বাড়ির কাজ দিবেন। শিক্ষক শ্রেণিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাজার ব্যবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর সাধারণ আলোচনা উপস্থাপন করবেন শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করে এ সম্পর্কে নানা রকম কৌতুহল দূর করবে। শিক্ষক শ্রেণিতে বনায়ন ও বনজসম্পদের আহরণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বনজসম্পদ আহরণের প্রক্রিয়া জেনে নিবে। শিক্ষক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পশুপালন ও শিকার সম্পর্কে আলোচনা করবেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পশু পালন পদ্ধতি ও শিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে প্রশ্ন করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কৌতূহল পূরণ করবে।	• আলোচনায় অংশগ্রহণের আগ্রহ এবং বক্তব্য দানের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। • প্রশ্নের যথার্থতা মূল্যায়ন করা। • শ্রেণির কাজে আগ্রহ এবং অংশগ্রহণ মূল্যায়ন করা। • শিক্ষার্থীদের উদ্ধৃত বাস্তব ঘটনা কিংবা উদাহরণ মূল্যায়ন করা। • বিতর্কে অংশগ্রহণ, তথ্য-তত্ত্ব উপাস্থাপন, যুক্তি প্রদান ও খণ্ডন ইত্যাদি মানদণ্ডের আলোকে মূল্যায়ন করা। • প্রস্তুতকৃত তালিকার যথার্থতা মূল্যায়ন করা। • প্রতিবেদন তৈরির কাজ মূল্যায়ন করা।

চতুর্থ অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিবর্তনের ধারা (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের সমতল ও পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক পরিবর্তনের ধরন এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতি পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবিকা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিবর্তনের ধারা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত শাসনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় পরিবর্তন উল্লেখ করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৬. শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার হারের চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিবর্তিত জীবনধারা সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করবে।	● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিবর্তনের ধারা ○ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারণা ○ কতিপয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ▪ ভাষা ▪ বিবাহ ও পরিবার ▪ পোশাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাস ▪ জীবিকা ▪ প্রথাগত শাসন ব্যাবস্থা ▪ ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার	শিক্ষক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্তমান এবং অতীত জীবনধারার চিত্র ***প্রদর্শন*** করে শিক্ষার্থীদেরকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন ঘটছে, এর তালিকা প্রস্তুত ও শ্রেণিতে ***উপস্থাপন করতে বলবেন***। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রথাগত শাসন এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধরন এবং প্রভাব আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা একক/দলীয়ভাবে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করতে শ্রেণির/বাড়ির কাজে ও অংশ নিবে।	● প্রদর্শিত চিত্রের বিষয়বস্তু অনুধাবন করে তালিকা তৈরির সঠিকতা মূল্যায়ন। ● লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। ● শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। ● দলীয়কাজে অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিত ও ঐক্যমতে উপনিত হওয়া ইত্যাদি দক্ষতা মূল্যায়ন করা। ● বাড়ির কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

পঞ্চম অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমস্যা (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবে। ২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে নিরক্ষরতার প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের মাত্রা ও কারণ সনাক্ত করতে পারবে। ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বেকারত্বের ধরন উল্লেখ করতে পারবে। ৫. পাহাড়ি অঞ্চলে বন উজাড়ের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিপন্নতার স্বরূপ ও কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমস্যাসমূহ জানতে এবং বুঝতে আগ্রহী হবে।	• ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমস্যা ○ ভূমি সমস্যা ○ নিরক্ষরতা ও মাতৃভাষায় শিক্ষা ○ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব ○ বন উজাড় ও পরিবেশগত প্রতিকূলতা ○ সাংস্কৃতিক বিপন্নতা	শিক্ষক পার্বত্য চট্টগামের ভূমির মালিকানা এবং এর ব্যবহারের তথ্যচিত্র ***উপস্থাপন ও আলোচনা করবেন।*** শিক্ষার্থীদেরকে ভূমি সমস্যার প্রকৃতি এবং কারণসমূহ দলগতভাবে চিহ্নিত করতে বলবেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হারের তথ্যচিত্র প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছে সাক্ষরতার নিম্ন হারের কারণ জানতে চাইবেন। পাহাড়ি অঞ্চলের বন উজাড়ের বাস্তব ঘটনা/চিত্র প্রদর্শন করে এর পরিবেশগত সমস্যা কী হবে তা নির্ণয় করতে শিক্ষার্থীদের দিয়ে দলীয় কাজ করবেন। সাংস্কৃতিক বিপন্নতা সম্পর্কিত বাস্তব ঘটনা/ কেস স্টাডি উপস্থাপন করবেন। এর কারণ আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা ***উপস্থাপিত*** তথ্যচিত্র দেখে তা বুঝতে চেষ্টা করবে, শ্রেণিতে একক ও দলীয় কাজে অংশগ্রহণ করবে।	• উপস্থাপিত তথ্যচিত্র থেকে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পারার দক্ষতার মূল্যায়ন করা। • আলোচনায় অংশগ্রহণের আগ্রহ , বক্তব্যদান, প্রশ্নের লিখিত ও মৌখিক উত্তরদানের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। • শিক্ষার্থীর উদ্ধৃত বাস্তব ঘটনা/উদাহরণ কিংবা কেস সমীক্ষণের প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করা। • শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • শ্রেণির (একক/দলগত)কাজের মূল্যায়ন করা।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. উন্নয়নের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে ৪. শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সংস্থার কার্যাবলি মূল্যায়ন করতে পারবে। ৫. স্বাস্থ্য এবং পানি কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. নিজেদের সমস্যা সমাধানের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৭. সরকারের বিশেষ কোন কার্যক্রমের প্রভাব অনুসন্ধান করতে পারবে। **আবেগীয়** ৮. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ও আলোচনা করতে উৎসাহিত হবে।	● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন ○ উন্নয়নের ধারণা ○ উন্নয়ন কার্যক্রম (প্রথাগত, সরকারি ও বেসরকারি) ○ নারীর ক্ষমতায়ন ○ শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা ○ স্বাস্থ্য এবং পানি ○ উন্নয়ন সম্ভাবনা	শিক্ষক, উন্নয়ন কী এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের তালিকা তৈরি করে তা ***উপস্থাপন করবেন***। তালিকায় নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা, স্বাস্থ্য এবং পানি সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রমকে প্রথাগত, সরকারি ও বেসরকারি এ তিনভাগে বিন্যস্ত করে দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে। কোন বিশেষ উন্নয়ন কার্যক্রমের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে বিতর্ক করবে এবং অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রমে অংশ নিবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবেন।	● প্রদর্শিত তালিকা পড়তে ও বুঝতে পারা এবং তা থেকে শিক্ষাগ্রহণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা। ● শ্রেণির কাজ মূল্যায়ন করা ● বিতর্কে অংশগ্রহণ, তথ্য এবং তত্ত্ব উপস্থাপন, যুক্তিপ্রদান ও খণ্ডন ইত্যাদি মানদণ্ডের আলোকে মূল্যায়ন করা। ● নির্দিষ্ট মানদণ্ডের আলোকে অনুসন্ধানমূলক কাজ মূল্যায়ন করা। ● শ্রেণি অভীক্ষায় CQ এবং MCQ ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা।

৮. লেখক নির্দেশনা

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতি বিষয়টি ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে প্রথম সংযোজন। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সম্পর্কে ভালভাবে অবগত নয়। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের জন্য বোধগম্য আকর্ষণীয় আনন্দদায়ক ও মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে লেখকের জন্য নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ সুপারিশ করা হল:

১. লেখককে অবশ্যই শুরুতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষাক্রম দলিলটি ভালোভাবে পাঠ করে এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও মমার্থ অনুধাবন করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফল, বিষয় বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উদাহরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি/ কৌশল ইত্যাদি মূল বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিবেন।

২. লেখককে অব্যশই পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স শিক্ষা স্তর ও পাঠদানের সুযোগ সুবিধা বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩. তাত্ত্বিক ও হাতে কলমে শেখার বিষয়গুলো এমনভাবে বাস্তব উদাহরণ, চিত্র, ছবি, চার্ট ইত্যাদি সমন্বয়ে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে যাতে বোধগম্য ও শিক্ষার্থীবান্ধব হয়। পাঠ্যবস্তু ও শিক্ষার্থীদের কাজ (Activity) অবশ্যই বিষয়সম্পৃক্ত অর্থপূর্ণ ও স্পষ্ট এবং মানবিক বোধসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনার সময় প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করার রীতি নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। বরং পাঠ রচনার সময় উদাহরণসহ বর্ণনা দিয়ে এমনভাবে শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে শিক্ষার্থী বর্ণনার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধানমূলক ও সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়ের মমার্থ উপলদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

৫. ব্যক্তি জীবন, পরিবার, সমাজজীবনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব, পরিবেশ ঝুঁকি এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষগুলো পাঠ্যপুস্তককে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য লেখক সংবাদপত্র, জার্নাল, প্রকাশিত পুস্তক, নিবন্ধ, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, টিভি-বেতার ইত্যাদি সাহায্য নিতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে কপিকৃত আইন মেনে করতে হবে।

৬. বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় সততা, নৈতিকতা, দেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িক, মানবিকতা, অন্য জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পরমত সহিষ্ণুতা, সংবেদনশীলতা ইত্যাদি সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ এবং বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ের লেখককে অবশ্যই বিদ্যালয় বর্হিভূত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট যেমন, বিতর্ক, পোশাক- অলঙ্কার ও বাদ্যযন্ত্র প্রদর্শনী মেলা, দক্ষ অতিথি বক্তাকে শ্রেণি কক্ষে আহ্বান; সংশ্লিষ্ট সংস্থা, এলাকা, প্রতিষ্ঠান ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করবেন।

৮. তথ্যের রেফারেন্স দেওয়ার প্রচলিত রীতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। শিক্ষার্থীকে বিষয় সংশ্লিষ্ট মানচিত্র অঙ্কন এবং প্রতিবেদন তৈরি করার দক্ষতা অর্জনের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৯. লেখক প্রতিটি পাঠ রচনার শুরুতে বক্সে শিখনফল লিখে শুরু করবেন এবং একই শিখনফল একাধিক পাঠ হতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটি পাঠ শেষে নিদিষ্ট শিখনফল যেন অর্জিত হয়।

১০. প্রতিটি পাঠ পাশাপশি দুটো পৃষ্ঠায় চলতি ভাষায় এনসিটিবি'র বানারীতি অনুসরন করে রচনা করতে হবে। টেকনিক্যাল শব্দ ও পরিভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার করলে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি ব্যবহার করতে হবে। কোন পাঠের ক্ষেত্রে অধিক অনুশীলনের দরকার হলে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা বিবেচনা করা যায়: তবে সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর 'নিজে করি', 'বাড়ির কাজ বা প্রতিবেদন ইত্যাদি হিসাবে গণ্য হবে।

১১. শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি পাঠ ৫০ মিনিটে উপস্থাপনার উপযোগী করে ছয়টি অধ্যায়ের কাঠামোতে বিন্যস্ত করতে হবে।

১২. পাণ্ডুলিপি:

ক. ফন্ট সাইজ ১৪ হতে হবে।

খ. লাইন স্পেস ১.৫ হতে হবে।

গ. পাণ্ডুলিপির সাইজ ১/ ৮ ডিসি (২০˝ - ৩০˝)/ (২˝ - ৩২˝) হবে।

ঘ. কন্টেন্ট এরিয়া (৮.৫˝ × ৫.৭৫˝) / (৯.৫˝ × ৬.২৫˝) হতে হবে।

ঙ. কন্টেন্ট চার রং এর হতে হবে।

চ. ছবি, ম্যাপ ও স্কেচ ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষাক্রম

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি

নবম-দশম শ্রেণি

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে কমপক্ষে ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করে। এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্যেকের রয়েছে সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় ভাষা ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, চাক, খুমি প্রভৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামে; সাঁওতাল, ওঁরাও, মাহালি, মাহাতো, পাহান প্রভৃতি উত্তরবঙ্গে; গারো, হাজং, কোচ প্রভৃতি ময়মনসিংহ এবং খাসি, মনিপুরী, পাত্র প্রভৃতি সিলেট অঞ্চলে বাস করে। এদের সবার সংস্কৃতি আমাদের দেশকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এবং তাদের ভাষা বিষয়ে আমাদের ধারণা ও পারস্পরিক জানাশোনার পরিধি পর্যাপ্ত নয়। এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে লালন, তার বিকাশ এবং চর্চা নিশ্চিত করা, শিক্ষার সম্প্রসারণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। একই সঙ্গে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি ও অন্য সকল নৃগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্য এবং ঐক্য রয়েছে তার মেলবন্ধন ঘটাতে হলে এদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি এবং জীবন যাপন বিষয়ে পারস্পরিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এরজন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষণ জরুরি। তাই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভিন্নতাকে অনুধাবন এবং এদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার বিষয়টিকে জাতীয় শিক্ষানীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এসবের প্রতি লক্ষ রেখেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা আশা করতে পারি, এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অনুধাবন করে সকল জাতিসত্তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠবে।

২. উদ্দেশ্য

১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত হওয়া এবং এসবের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন সাধন।

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর শারীরিক গঠনবৈচিত্র্য ও বংশগতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি সুসংহত করা।

৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষিক বিপন্নতা অনুধাবন করে তাদের ভাষা-সাহিত্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উপায় অনুসন্ধান করতে সমর্থ হওয়া।

৪. রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার পরিস্থিতি অনুধাবন এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকার সাথে পরিচিত হওয়া।

৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব বুঝতে পারা।

৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচিতি, সাংস্কৃতিক বিপন্নতার কারণ ও প্রান্তিকতা উপলব্ধি করতে পারা।

৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দারিদ্র্য পরিস্থিতি, সামর্থের বিকাশ এবং সামাজিক ন্যায়ের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন।

৮. দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগ ও ঝুঁকি অনুধাবন এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় সচেষ্ট হওয়া।

৯. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা ও উন্নয়ন সম্ভাবনা বিষয়ে অবগত হওয়া এবং জাতীয় সংহতি ও উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৩. অধ্যায় বিন্যাস এবং পিরিয়ড বণ্টন

	অধ্যায়ের নাম	পিরিয়ড সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়	৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং বংশগতি সংরক্ষণে সংস্কৃতি	২৫
তৃতীয় অধ্যায়	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য	৩০
চতুর্থ অধ্যায়	সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে দারিদ্র্য বিমোচন	২৫
পঞ্চম অধ্যায়	বিশ্বায়ন ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি	২৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	২৫
সপ্তম অধ্যায়	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা	২৬
অষ্টম অধ্যায়	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন	৩০

৪. শিক্ষাক্রম ছক

নবম-দশম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় (৩০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সংস্কৃতি ও নৃগোষ্ঠীর পরিচিতির সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচিতির ‘সামাজিক নির্মাণ’ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচিতির ভিত্তিতে আত্মচেতনার বিকাশ বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪. জনমিতিক দিক থেকে বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর আন্তঃ সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
৫. বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মিথোজীবিতার (symbiosis) সম্পর্কের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. নৃগোষ্ঠীসমূহের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের (Interaction) সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে পারবে।
৭. প্রান্তিকতার ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।</td>
<td>● বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়
● সংস্কৃতি ও নৃগোষ্ঠীর পরিচিতি
○ ঐতিহাসিক পটভূমি
○ সামাজিক নির্মাণ (Construction)
○ পরিচিতি ও আত্মচেতনা
● নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক
○ জনমিতিক
○ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মিথোজীবিতার (symbiosis) সম্পর্ক
– রাজনৈতিক
– অর্থনৈতিক
– সাংস্কৃতিক
○ সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের সম্পর্ক</td>
<td>● সামাজিক নির্মাণের ধারণা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা–
শ্রেণির /বাড়ির কাজ :
সামাজিক নির্মাণের উপাদানসমূহের তালিকা প্রস্তুত
● VIPP কার্ড ব্যবহার করে আত্মচেতনার বিকাশে সহায়ক উপাদান যেমন- পোশাক, ধর্ম, ভাষা, শারীরিক গঠনবৈশিষ্ট্য, খাদ্যাভ্যাস, সংগীত, উৎসব ইত্যাদি বিষয়ে উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন
● অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনমিতিক বিভাজন মানচিত্রে রূপদিয়ে উপস্থাপন
শ্রেণির কাজ : ছক পূরণ
<table>
<tr><th>ক্ষেত্র</th><th>আন্তঃসম্পর্ক</th></tr>
<tr><td>শিক্ষা</td><td></td></tr>
<tr><td>স্বাস্থ্য</td><td></td></tr>
<tr><td>শ্রম বাজার</td><td></td></tr>
<tr><td>জেন্ডার</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>● তালিকার সঠিকতা মূল্যায়ন
● উপস্থিত বক্তৃতা মূল্যায়ন
● ছক পূরণের সঠিকতা মূল্যায়ন</td>
<td>● সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাকে ড. অমত্য সেনের ‘সামর্থ্য এবং প্রাপ্যতার’ নীতিতে আলোচনা করা।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>৮. প্রান্তিকতার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৯. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্তমান পরিস্থিতি বিচ্ছিন্নতা, সম্পৃক্ততা ও সমীভবনের আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারবে।
১০. নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচিতি, প্রান্তিকতা ও সমীভবনের প্রকৃতি চিহ্নিত করতে পারবে।</td>
<td>● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রান্তিকতা (Marginalization)
○ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রান্তিকতা
○ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতা
○ ভাষার প্রান্তিকতা
○ নারীদের প্রান্তিকতা</td>
<td>ছক পূরণ :
<table><tr><th>ক্ষেত্র</th><th>সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান</th></tr><tr><td>বিবাহ</td><td></td></tr><tr><td>উৎসব</td><td></td></tr><tr><td>খেলাধুলা</td><td></td></tr></table></td>
<td>● ছক পূরণের সঠিকতা মূল্যায়ন।
● শ্রেণিবিন্যাসের সঠিকতা মূল্যায়ন করা।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>মনোপেশিজ
১১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রান্তিকতার বর্তমান পরিস্থিতির চার্ট অঙ্কন করে তা প্রদর্শন করতে পারবে।</td>
<td>● বিচ্ছিন্নতা, সম্পৃক্ততা ও সমীভবন সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর জাতিতাত্ত্বিক বিবরণ</td>
<td>নিচের প্রান্তিকতার ঘটনাসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করা :
● ভোটাধিকার হারানো, নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারা, জমির মালিকানা হারানো, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ না করতে পারা, মূলধন গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া।</td>
<td>● সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর প্রান্তিকতা ও সমীভবনের সঠিক রূপ চিহ্নিত করা।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>আবেগীয়
১২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতা ও প্রান্তিকতা অনুধাবন করে তা প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ হবে।</td>
<td></td>
<td>বিতর্ক অনুষ্ঠান :
● ‘সম্পদের মালিকানা হারানোর কারণেই বাংলাদেশের সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী জাতিসত্তাবোধ এবং আত্মপরিচয় হারাচ্ছে’।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং বংশগতি সংরক্ষণে সংস্কৃতি (২৫ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে।
২. বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বংশগতি বর্ণনা করতে পারবে।
৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বংশগতির পরিচিতি এবং এর উত্তরাধিকার বর্ণনা করতে পারবে।
৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বংশগতির সংরক্ষণে সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৬. নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজ নিজ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে বংশগতি সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

মনোপেশিজ
৭. বাংলাদেশের নির্বাচিত একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আন্তঃবিবাহ ও আন্তঃপ্রজননের বংশ ধারার চার্ট অঙ্কন করতে পারবে।

আবেগীয়
৮. বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর প্রতি সম্প্রীতির মনোভাব প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হবে।</td>
<td>● বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং বংশগতি সংরক্ষণে সংস্কৃতি
○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক গঠনের ইতিহাস ও বিকাশ
○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বংশগতির ধারণা
○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য
○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গঠন বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার
○ বংশগতি সংরক্ষণে সংস্কৃতি
▪ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আন্তঃবিবাহ ও আন্তঃ প্রজনন
▪ নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (ম্রো) আন্তঃ বিবাহ ও আন্তঃপ্রজননের বিবরণ</td>
<td>● নৃগোষ্ঠীর দৈহিক গঠন বৈশিষ্ট্যের চার্ট নিম্নরূপে প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা
<table>
<tr><th>পরিমাপক</th><th>নিগ্রোয়েড</th><th>মঙ্গোলয়েড</th><th>ককেশয়েড</th><th>অষ্ট্রেলয়েড</th></tr>
<tr><td>শ্রেফালিক সূচক</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>নাসিকা সূচক</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>উচ্চতা</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>নাকের রং</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>রক্তের গ্রুপ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
শ্রেণির কাজ :
শিক্ষার্থীরা ৪টি মানব দলের দৈহিক গঠন বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন পরিমাপকের বিপরীতে প্রদত্ত গড় মানের সাথে তুলনা করে কে কোন মানব দলের অন্তর্ভুক্ত তা নির্ণয় করবে
● সংস্কৃতি কিভাবে বংশগতি সংরক্ষণ করে তা ছবি/চিত্র কিংবা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা
শ্রেণির/বাড়ির কাজ :
বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বংশগতির চার্ট অঙ্কন করা
● ম্রো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারার ছবি/চিত্র প্রদর্শন করা</td>
<td>● মানব পরিমাপকের আলোকে নিজেদের পরিমাপের সঠিকতা মূল্যায়ন

● চার্ট অঙ্কনের সঠিকতা মূল্যায়ন করা।

● নির্বাচিত (ম্রো) নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রথা তাদের দৈহিক স্বাতন্ত্র্য কিভাবে সংরক্ষণ করছে ।</td>
<td>● জিন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করা।
● জিনের উৎপত্তি ও প্রবাহ কিভাবে বিবাহ প্রথার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয় তা আলোচনা করা।</td>
</tr>
</table>

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য (৩০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. বাংলাদেশের প্রধান ৪টি ভাষা পরিবারভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।
২. বহুল প্রচলিত শব্দাবলি/বাক্যে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করতে পারবে।
৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার পরিবর্তনের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার পরিবর্তনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. ভাষিক বিপন্নতার ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিপন্নপ্রায় ভাষার তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।
৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য বিপন্নতার প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
৮. ভাষা সংরক্ষণে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৯. ওরাও নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণে সাদরি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদান কার্যক্রমের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।
মনোপেশিজ
১০. স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিপন্ন ভাষা অনুসন্ধান এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারবে।
আবেগীয়
১১. একে অন্যের ভাষা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে।
১২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে।</td>
<td>● বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য
● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা এবং ভাষা পরিবার
ক. ইন্দো-ইউরোপীয় (চাকমা, সাদরি, বিষ্ণুপ্রিয়া বা মনিপুরী)
খ. অস্ট্রো-এশিয়াটিক (সাঁওতাল,খাসি)
গ. দ্রাবিড়ীয় (কড়ুঁখ
ঘ. তিব্বতী-বর্মি (মারমা/রাখাইন, ককবোরক বা ত্রিপুরা, মান্দি বা গারো, মৈতেয় , প্যাঙ্গান)
● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার পরিবর্তন
○ ভাষা পরিবর্তনের ধারণা
○ ভাষা পরিবর্তনের কারণ
● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিপন্ন ভাষা ও সাহিত্য
○ ভাষিক বিপন্নতার ধারণা
○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিপন্নপ্রায় ভাষার বিবরণ (খিয়াং, পাংখোয়া, খোয়া, খুমি, মুন্ডা, কুঁড়ুখ প্রভৃতি)
○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিপন্ন সাহিত্য (লোক সাহিত্য)
● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ
○ মাতৃভাষায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাথমিক শিক্ষালাভের গুরুত্ব
○ নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (ওরাও) মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম</td>
<td>● বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহকে ৪টি প্রধান ভাষা পরিবারে বিন্যস্ত করে প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা এবং ভাষার পরিচিতিমূলক চার্ট প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা করা।
● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্ব স্ব ভাষায় ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত শব্দ এবং বাক্যের অনুবাদ নিয়ে (বাংলায় রূপান্তর) প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা
ছক পূরণ :
● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদ
<table>
<tr><th>শব্দ/বাক্য</th><th>চাকমা ভাষায়</th><th>সাঁওতাল</th><th>কুড়ুঁখ</th><th>মারমা</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
● 'মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের মাধ্যমেই ভাষা সংরক্ষণ সম্ভব'–এ প্রস্তাবনার উপর বিতর্কের আয়োজন করা।
● ভাষিক বিপন্নতার বাস্তব ঘটনার/ছবি/চিত্র উপস্থাপন ও আলোচনা
শ্রেণির কাজ (একক) :
ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম</th><th>বিপন্নপ্রায় ভাষা ও সাহিত্য</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>● একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে অপর একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নোত্তর।
● ছক পূরণের সঠিকতা মূল্যায়ন।
● মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের গুরুত্বের তালিকা তৈরি করা।
● ছক পূরণের সঠিকতা মূল্যায়ন করা।</td>
<td>● বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মানচিত্র প্রদর্শন করে প্রধান ৪টি ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাসের স্থানসমূহ বর্ণনা করা।
● ইউনেসকোর ফ্রেমওয়ার্ক এর ভিত্তিতে ভাষিক বিপন্নতার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি (দক্ষিণ এশিয়া) উপস্থাপন করা।</td>
</tr>
</table>

চতুর্থ অধ্যায় : সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে দারিদ্র্য বিমোচন (২৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সামাজিক ন্যায়ের ধারণা এবং এর বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে পারবে। ২. সামাজিক ন্যায়ের বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সামাজিক ন্যায়ের মূলনীতিসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. দারিদ্র্যের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে ৫. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজে দারিদ্র্যের কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ৬. প্রাপ্যতা, সামর্থ্য/সক্ষমতা ও দারিদ্র্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক ন্যায়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সংস্কৃতির বিকাশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৯. কোন বিশেষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে দারিদ্র্য পরিস্থিতি বাস্তব ঘটনার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১০. সামাজিক বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে।	● সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে দারিদ্র্য বিমোচন ● সামাজিক ন্যায়ের ধারণা ○ অর্থনৈতিক ন্যায়ের ধারণা ○ সামাজিক ন্যায়ের বিন্যাস ○ সামাজিক ন্যায়ের মূলনীতি ▪ ন্যায়পরায়ণতা ▪ অধিকার ▪ অভিগম্যতা বা প্রবেশাধিকার ▪ অংশগ্রহণ ● দারিদ্র্য ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ○ দারিদ্র্যের ধারণা ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজে দারিদ্র্যের কারণসমূহ ○ প্রাপ্যতা, সামর্থ্য ও দারিদ্র্য ● সামাজিক ন্যায় ও দারিদ্র্য বিমোচনের সম্পর্ক ○ দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক ন্যায়ের ভূমিকা ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সংস্কৃতি বিকাশের সম্পর্ক ● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ থেকে নির্বাচিত উদাহরণ: মুণ্ডা/মাহ্‌লি/মালপাহাড়ী (কেস স্টাডি)	● সামাজিক ন্যায়ের ৪টি মূলনীতি আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর। **শ্রেণির কাজ :** VIPP কার্ড ব্যবহার করে উপস্থিত বক্তৃতা পরিচালনা করা। ● দারিদ্র্যের ধারণা পিরামিড প্রদর্শন করা **শ্রেণির কাজ (একক) :** দারিদ্র্যের ধারণা পিরামিড থেকে দারিদ্র্য পরিমাপের সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন করা। ● অঞ্চলভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দারিদ্র্য পরিস্থিতির তথ্য উপাত্ত কিংবা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন উপস্থাপন ও আলোচনা করা। **কাজ :** অঞ্চলভিত্তিক (পাহাড়ি/সমতল) দারিদ্র্যের মূলকারণ চিহ্নিত করা। ● সামর্থ্যের ১০টি কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের উদাহরণ সংবলিত চার্ট প্রদর্শন করে সামর্থ্য, প্রাপ্যতা-প্রাপ্তি ও দারিদ্র্যের সম্পর্ক আলোচনা করা। ● উন্নয়ন ও সংস্কৃতির উপাদান ছকের সাহায্যে উপস্থাপন ও আলোচনা করা।	● বক্তব্যের সঠিকতা মূল্যায়ন ● দারিদ্র্য পরিমাপের পদ্ধতি নির্বাচনের সঠিকতা মূল্যায়ন ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন ● কেন্দ্রীয় নীতির আলোকে নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দারিদ্র্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা মূল্যায়ন। ● উন্নয়ন ও সংস্কৃতির যোগসূত্র দেখিয়ে একটি অনুচ্ছেদ/রচনা লিখন।	● দারিদ্র্য সম্পর্কিত পিরমিড উপস্থাপন ● দারিদ্র্য এবং সামর্থ্য ও বঞ্চনা প্রস্তাবনা আলোকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের কারণ ব্যাখ্যা করা। ● চাহিদাভিত্তিক এবং সামর্থ্যকেন্দ্রিক প্রস্তাবনার তুলনামূলক আলোচনা থেকে অর্থনৈতিক ন্যায় এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করা।

পঞ্চম অধ্যায় : বিশ্বায়ন ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি (২৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বিশ্বায়নের নৃতাত্ত্বিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সংস্কৃতির বিশ্বায়ন বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বিশ্বায়নের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব চিহ্নিত করতে পারবে। ৫. কোন বিশেষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব জানতে আগ্রহী হবে।	● বিশ্বায়ন ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ○ বিশ্বায়নের ধারণা ○ বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ○ বিশ্বায়ন ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব ○ নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (পাত্র) সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাবের বিবরণ	● কার্টুন/ছবি/চিত্র প্রদর্শন করে বিশ্বায়নের নৃতাত্ত্বিক ধারণার ৪টি ক্ষেত্র, বিশ্বায়নের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক, সংস্কৃতির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করা। **শ্রেণির কাজ :** ৪টি ক্ষেত্রে বিভাজন করে সংস্কৃতির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাবের তালিকা তৈরি করা। ● নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পূর্বের জীবন ধারা এবং বর্তমান জীবন ধারার চিত্র/ছবি/ চার্ট কিংবা কেস সমীক্ষণ উপস্থাপন, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর। ● নিজ নিজ সংস্কৃতির ওপর ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়ার প্রভাব নিয়ে প্রতিবেদন/রচনা তৈরি করা।	● ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করার সঠিকতা মূল্যায়ন করা। ● প্রদর্শিত চিত্র/ছবি/চার্ট কিংবা বাস্তব ঘটনা ইত্যাদি বুঝতে পারার দক্ষতা মূল্যায়ন করা ● প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের সঠিকতা মূল্যায়ন করা।	● অর্জন অপদুরাই প্রদত্ত সংস্কৃতির বিশ্বায়নের ধারণা প্রদান। ● সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপর সাধারণভাবে বিশ্বায়নের প্রভাব কী তা আলোচনা করা। প্রয়োজনে উদাহরণস্বরূপ ওঁরাও, মুনডা, পাত্র, মাহালি, মনিপুরী, গারো, ত্রিপুরা, চাকমা কিংবা মারমা এর যে কোনটির তথ্য উপাত্ত সংযোজন করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (২৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. জলবায়ু পরিবর্তনের নৃতাত্ত্বিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সংস্কৃতি ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বিভিন্ন প্রতিবেশিক (Ecological region) অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট দুযোর্গের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট দুযোর্গের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি প্রশমনে স্থানীয় ও লোকজ জ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস ও অভিযোজনের বর্তমান কার্যক্রমের তালিকা তৈরি করতে পারবে। ৬. কোন বিশেষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উপর দুর্যোগ ও জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। **মনোপেশিজ** ৭. মানচিত্র অংকন করে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল চিহ্নিত এবং উপস্থাপন করতে পারবে।	● দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ○ জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ○ সংস্কৃতি ও পরিবেশের সম্পর্ক ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ▪ পার্বত্য অঞ্চলে বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ▪ বরেন্দ্র অঞ্চলে বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ▪ সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চলে বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ▪ বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অভিযোজনে স্থানীয় ও লোকজজ্ঞান ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস ও অভিযোজনে বর্তমান কার্যক্রম ○ নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (মারমা/রাখাইন) জীবনযাত্রা এবং দুর্যোগ ও জলবায়ুর পরিবর্তন	● ফ্লো চার্ট এ মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক দেখিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা আলোচনা করা। ● সংস্কৃতি ও পরিবেশের সম্পর্ক দেখিয়ে কোনো বাস্তব ঘটনা, কর্মকাণ্ড উপস্থাপন ও আলোচনা। **শ্রেণির কাজ (একক/দলগত) :** পরিবেশের ওপর নগরায়ন, বৃক্ষনিধন, পাহাড় কাটা, জুম চাষ, ইটের ভাটা, কিটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের প্রভাব চিহ্নিত করা। ● ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডেল প্রদর্শন করে বিপদান্নতা ও ঝুঁকির ধারণা আলোচনা করা। **শ্রেণির কাজ :** বিভিন্ন প্রতিবেশিক অঞ্চলে সৃষ্ট কোনো বিশেষ দুর্যোগে বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি চিহ্নিত করা। ● দুর্যোগের পূর্বাভাষ সম্পর্কিত লোকজ ধারণা উদাহরণসহ আলোচনা। **শ্রেণির কাজ (একক/দলীয়) :** দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়ক স্থানীয় লোকজ জ্ঞান সংগ্রহ ও তালিকা তৈরি। ● দুর্যোগ-এ ঝুঁকি হ্রাস ও অভিযোজনে ডিএমবি, সিডিএমপি, পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের তালিকা উপস্থাপন, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর।	● জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর । ● শ্রেণির কাজের সঠিকতা মূল্যায়ন করা। ● বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে দুর্যোগ এ ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিবেশিক অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করা। ● দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় লোকজ জ্ঞান কিভাবে ব্যবহৃত হয় ?	● মানব প্রতিবেশিক প্রস্তাবনার (Human Ecological Approach) আলোকে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক দেখিয়ে জলবায়ুর পরিবর্তনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা। ● ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডেলসহ বিপদাপন্নতার ও ঝুঁকি হ্রাসের ধারণা ব্যাখ্যা করা। ● দুর্যোগের পূর্বাভাষ সম্পর্কিত লোকজ ধারণা এবং দুর্যোগের সাথে খাপ খাওয়ানো উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করা। ● সিডিএমপি, ডিএমবি, পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সংক্ষেপে উপস্থাপন করা।

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>শ্রেণির কাজ :
দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও অভিযোজনে গৃহীত স্থানীয় কার্যক্রমের তালিকা তৈরি
● কোন একটি বিশেষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দুর্যোগ বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির কেস সমীক্ষণ উপস্থাপন ও আলোচনা করা</td><td>● তৈরিকৃত তালিকার সঠিকতা মূল্যায়ন
ছক পূরণ :
<table>
<tr><th>দুর্যোগ প্রশমন প্রক্রিয়া</th><th>স্থানীয়ভাবে সংঘঠিত দুর্যোগের নাম</th></tr>
<tr><td>হ্রাস (Readuce)</td><td></td></tr>
<tr><td>স্থানান্তর(Transfer)</td><td></td></tr>
<tr><td>রিটেনশন</td><td></td></tr>
<tr><td>প্রশমন (Mitigation)</td><td></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

সপ্তম অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা (২৬ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতি ও রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাগরিকত্বের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবে।
৩. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধি বিধান বর্ণনা করতে পারবে।
৪. বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও মানবাধিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানবাধিকার সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারা উল্লেখ করতে পারবে।
৬. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানবাধিকার সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সংস্থা যথা- ইউএনডিপি এবং এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।
৭. বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থান বর্ণনা করতে পারবে।
৮. নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে পারবে।</td>
<td>● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা
○ জাতি ও রাষ্ট্রের ধারণা
○ নাগরিকত্ব ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী
○ আইন ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার
▪ ভূমি রক্ষা আইন ও ভূমি অধিকার
▪ বিশেষ নাগরিক অধিকার
▪ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত আইন এবং রাষ্ট্রীয় আইন
○ রাষ্ট্রীয় আইনের বাস্তবায়ন ও মানবাধিকার
○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানবাধিকার সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক আইন /সংস্থাসমূহ
○ নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (খাসি) মানবাধিকার পরিস্থিতি (কেস সমীক্ষণ)</td>
<td>● নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতি ও রাষ্ট্র নিয়ে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করা।
শ্রেণি/বাড়ির কাজ :
জাতি ও রাষ্ট্র গঠনে সংস্কৃতির প্রভাব চিহ্নিত করা।
● রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাগরিকত্ব নিয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর।
শ্রেণি অভীক্ষা :
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাগরিকত্ব লাভের উপায় বর্ণনা করা।
● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধান (অঞ্চলভিত্তিক) প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারা উপস্থাপন ও আলোচনা করা।
শ্রেণির কাজ :
ছক পূরণ :
<table>
<tr><th colspan="2">ভূমির অধিকার</th></tr>
<tr><td>পার্বত্য অঞ্চল</td><td>বরেন্দ্র অঞ্চল</td></tr>
<tr><td>১.
২.</td><td>১.
২.</td></tr>
</table>
● নাগরিক হিসেবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি।
● প্রথাগত আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনের গুরুত্ব এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করা।</td>
<td>● শ্রেণি/বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা।
● প্রশ্নোত্তরের সঠিকতা মূল্যায়ন করা।
● ছক পূরণের সঠিকতা মূল্যায়ন।
● তৈরিকৃত তালিকার সঠিকতা মূল্যায়ন।</td>
<td>● রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জাতি ও রাষ্ট্রের ধারণা উপস্থাপন করা।
● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমি রক্ষা, নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত সংবিধানিক বিধান ও সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন।
● জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ থেকে আদিবাসী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ উল্লেখ করা।</td>
</tr>
</table>

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
আবেগীয় **৯.** মানবাধিকার সংরক্ষণে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হবে।		**শ্রেণির কাজ (দলগত) :** প্রথাগত আইনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় আইনের সম্পর্ক নির্ণয়। **শ্রেণি অভীক্ষা/বাড়ির কাজ :** ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত আইনের সাথে রাষ্ট্রীয় আইনের মূল পার্থক্য চিহ্নিত করা। ● মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করা। মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় আইনের বিশেষ ধারা চার্টে প্রদর্শন। **শ্রেণির কাজ :** কোন বিশেষ নৃগোষ্ঠীর তথ্য উপাত্ত/কেস সমীক্ষণ পর্যালোচনা করে মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে অনুচ্ছেদ/প্রতিবেদন লিখন। ● বাংলাদেশে মানবাধিকার সংরক্ষণে ইউএনডিপি এবং এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের ভিডিও চিত্র/ছবি/চার্ট প্রদর্শন করা। **শ্রেণির/বাড়ির কাজ :** ইউএনডিপি/এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত মানবাধিকার সংক্রান্ত কোন বিশেষ কার্যক্রম চিহ্নিত করে তা থেকে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহের তালিকা তৈরি করা।	● শ্রেণি অভীক্ষা/বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা। ● শ্রেণির লিখিত কাজের সঠিকতা মূল্যায়ন। ● তালিকা বর্ণিত সুবিধাসমূহের সঠিকতা মূল্যায়ন করা।	

অষ্টম অধ্যায় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন (৩০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. উন্নয়নের নৃতাত্ত্বিক ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। ২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম (শিক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, জেন্ডার) ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহ (ভূমি/বন, শিক্ষা, পর্যটন) চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. কোন বিশেষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৬. জাতীয় উন্নয়ন কার্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ৭. জাতীয় সংহতি ও ঐক্য রক্ষায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বহুমাত্রিকতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৮. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে।	● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন ○ উন্নয়নের ধারণা (Identity based, social justice and cultural aspects) ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নের ক্ষেত্র (ভূমি/বন, শিক্ষা, পর্যটন) ○ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা ▪ সাংবিধানিক স্বীকৃতি ▪ ভূমির অধিকার হারানো ▪ মাতৃভাষায় শিক্ষা ▪ কাপ্তাই বাঁধ ▪ পরিবেশ দূষণ ▪ বন কেটে উজাড় করা ○ নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (গারো) উন্নয়ন সমস্যা ও সম্ভাবনা (কেস সমীক্ষণ) ○ জাতীয় উন্নয়নে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ▪ জাতীয় সংহতি ও উন্নয়ন ▪ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য	● সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের তালিকা প্রদর্শন করে এসব উপাদানের সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক আলোচনা করা। ● সমতল এবং পার্বত্য উভয় অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের ভিডিও চিত্র/ছবি/চার্ট প্রদর্শন এবং প্রশ্নোত্তর। **শ্রেণির কাজ (একক/দলগত) :** স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক/প্রতিবন্ধক উন্নয়ন কার্যক্রম চিহ্নিত করে যুক্তি উপস্থাপন করা। ● স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে অধিক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র কোনটি তা নিয়ে বিতর্ক/উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করা। **শ্রেণির/বাড়ির কাজ :** অধিক সম্ভাবনাময় খাতটি চিহ্নিত করে এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে প্রবিবেদন তৈরি করা। ● অঞ্চলভিত্তিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে এতদসম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা। ● গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে তথ্য/চিত্র/ পেপার কাটিং প্রদর্শন।	● লিখিত কিংবা মৌখিক প্রশ্নোত্তর। ● উপস্থাপিত যুক্তির যথার্থতা মূল্যায়ন করা। ● খাত নির্বাচন এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে প্রতিবেদন তৈরির সঠিকতা মূল্যায়ন। ● কোন বিশেষ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নোত্তর।	● সংস্কৃতিকেন্দ্রিক উন্নয়নের ধারণা প্রদান। ● জাতিগত পরিচিতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করা। ● কণ্ঠস্বর (Voice)ও উচ্চাকাঙ্কায় নৃগোষ্ঠীর অবস্থান ব্যাখ্যা করা ।

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন-শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>বিশেষ লেখক নির্দেশনা</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>শ্রেণির/বাড়ির কাজ :
স্থানীয় কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন সম্ভাবনা লিপিবদ্ধ করা
● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে উন্নয়ন চিন্তার আবশ্যকতা উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা
শ্রেণির/বাড়ির কাজ :
ছক পূরণ :
<table><tr><th>নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী</th><th>সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য</th></tr><tr><td>চাকমা</td><td>১.</td></tr><tr><td>মারমা</td><td>২.</td></tr><tr><td>সাঁওতাল</td><td>৩.</td></tr></table></td><td>● শ্রেণি/বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করা

● নির্বাচিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের সঠিকতা মূল্যায়ন করা</td><td></td></tr>
</table>

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা–১০০০